পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 247 Thursday, 7 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৪৭ সংখ্যা ✱ ২১ শ্রাবণ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

## ‘প্রমাণ করুক আমি অযোগ্য’, হাসিমুখে বললেন কল্যাণ

**নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ** গত সোমবার তৃণমূলের একটি বৈঠকের পরই আচমকা চিফ হুইপ পদে ইস্তফা দেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ থাকাকালীন কল্যাণকে লোকসভায় দলীয় কার্যকলাপের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা থেকেও সরানো হয়েছে। সেই দায়িত্বভার পড়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। সেই পুরো ঘটনাক্রমের পর সংসদের বাইরে দাঁড়িয়ে এক তাপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সংসদের সামনে

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, ''নতুন যিনি চিফ হুইপ হয়েছেন, তাঁর জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল। আমার থেকে বেটার পারফরম্যান্স করবেন। আশা করব তাঁরা আমাকে ইনকম্পিটেন্ট (অযোগ্য) প্রমাণ করে দেবেন। পরবর্তীতে যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি ভাল করে করেন, তাহলে তো ভালই।'' উল্লেখ্য, বর্তমানে কল্যাণের জায়গায় লোকসভার দলীয় কাজকর্মের ভার দেওয়া হয়েছে কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে। কল্যাণ এদিন আরও বলেন, ''জীবনে যা কিছু হয়, তা ভালর জন্য হয়। ভগবান যা করেন তা ভালর জন্য করেন। এরপর কোর্টে মামলা আছে বলে বেরিয়ে যান তিনি।'' উল্লেখ্য, সোমবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ভার্চুয়াল বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানেই লোকসভায় দলের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মমতা। এরপরই কল্যাণকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়। পরে তিনি চিফ হুইপ পদে ইস্তফা দিলে, সেই পদত্যাগপত্রও গ্রহণ করেন নেত্রী।

## মিঠুনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নয়, নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ** চিৎপুর থানার মামলায় অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যের কাছে কেস ডায়েরি চেয়েছে আদালত। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, তদন্ত চলবে। তবে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় মিঠুনের বিরুদ্ধে চিপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল।

এরপর অভিযোগ খারিজের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। বুধবার ছিল এই মামলার শুনানি। সেখানেই বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এজলাসে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তদন্ত যেমন চলার তেমনই চলবে। তবে এখনই কোনও রকম পদক্ষেপ করা যাবে না। ভোটের আগে বিজেপির হয়ে বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে যাচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী। সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক্কেবারে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, ''আমি কর্মীদের বলেছি মার খেয়ে আসবেন না। মার দিতে এলে পাল্টা মার দিয়ে আসবেন।'' শুধু তাই নয়, ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের স্ট্যান্ডেরও পাশে দাঁড়ালেন। এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে মিঠুন বলেন, ''কমিশন যেটা বলছেন সেটাই হবে। যত চুরি-চামারি হত বন্ধ হয়ে যাবে। ভুয়ো ভোট বন্ধ হয়ে যাবে।''

### কমিশনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে মমতা

# আমার অফিসারদের সাসপেন্ড করতে দেব না

**দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৬ আগস্টঃ** ভোটের এখনও বেশ কয়েকমাস বাকি। কিন্তু তার আগেই ভোটার তালিকায় কারচুপি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। এবার সরাসরি কমিশনের সঙ্গে সংঘাতের ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটার লিস্টে কারচুপির অভিযোগে মঙ্গলবার বারুইপুর পূর্ব ও ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের দুই ইআরও এবং দুই সহকারী ইআরও-কে সাসপেন্ড করেছে নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজুর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় বুধবার ঝাড়গ্রামে সভামঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশনের কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, ভোট তো এখনও আট মাস বাকি। এখন থেকেই অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছো? ক্ষমতা দেখাচ্ছো? কার ক্ষমতা দিয়ে এই কাজ করছো? অমিত শাহর দালালি করছো? এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রশাসনের কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেন, ''ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনাদের প্রটেক্ট করার দায়িত্ব আমাদের। ওরা কিছু করতে পারবে না। ওরা তো বসন্তের কোকিল- দু'মাসের জন্য আসে, আবার উড়ে যায়।'' বক্তব্যের শেষ অংশেও ফের সরকারি কর্মী, অফিসারদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কর্মচারী থেকে অফিসার, সকলে নিশ্চিন্তে থাকবেন, আপনারা মানুষের কাজ করেন, তাই আপনাদের দেখা আমাদের কর্তব্য।'' আর বাসিন্দাদের উদ্দেশে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের বরাভয়, ''আমি আপনাদের পাহারাদার ছিলাম, আছি, থাকব, শুধু খেয়াল রাখবেন, যাতে কারও নাম না ভোটার তালিকা

থেকে বাদ না যায়।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত আদতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নির্বাচন আসার আগেই পরিকল্পিতভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে কমিশন। হুঁশিয়ারির সুরে তিনি এও বলেন, ''বাংলা কারও চোখ রাঙানি সহ্য করবে না।'' বিজেপি ও কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে মমতা বলেন, ''খেতে এসো রান্না করে খাওয়াব, কিন্তু নাম কাটতে হলে ঘরে ঢুকতেও দেব না। ওরা আমাকে জব্দ করতে চাইলে মানুষ ওদের স্তব্ধ করে দেবে।'' হুঁশিয়ারির সুরে এও বলেন, ''জ্যান্ত বাঘের চেয়ে আহত বাঘ বড় ভয়ঙ্কর, আমাকে আহত করার চেষ্টা করবেন না!'' কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। ভোটার লিস্ট সংশোধনের নামে যদি বাংলার প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যায়, বাংলার ওপর অত্যাচার যদি বন্ধ না হয় তাহলে আমি কিন্তু সারাবিশ্ব ঘুরে তোমাদের মুখোশ খুলে দেব।'' এদিন সভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এক সময় এই জঙ্গলমহল বারুদের গন্ধে ঢেকে থাকত। গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠত গাছপালা। আমি সে সব দিন দেখেছি। আমি দেখেছি কীভাবে সিপিএমের বন্দুক আমার দিকে তাক করেছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ফাটিয়ে দিয়েছিল ওরা।'' এরপরই হাত তুলে পিঁপড়ে চেপে মারার অঙ্গভঙ্গি করে বলেন, ''সেই গুলি খেয়ে যদি বেঁচে যেতে পারি, তোদের তো পিঁপড়ের মতো মেরে দেব!'' এদিনের বক্তব্যে 'মালপোয়া' নামেও কেন্দ্রের এক মন্ত্রীকে কটাক্ষ ছুড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''মালপোয়ারা বলছে, আমাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে অ্যারেস্ট করা উচিত, কারণ আমি বাংলায় কথা বলেছি! বুকের পাটা থাকলে বল তো, কবে গুলি করবি? কবে গ্রেফতার করবি? আয় দেখি!'' রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, মমতার এই আক্রমণ যে শুধুই রাজনৈতিক বার্তা নয়, বরং, ২০২৬-র বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির শুরুতেই জঙ্গলমহলকে 'পাল্টা প্রতিরোধ'-এর বার্তা দিতে চাইলেন দলনেত্রী। তাই পুরনো দিনের 'ফাইটার মমতা' রূপেই উঠে এলেন আবার। মনে করালেন, আগে ঝাড়গ্রামে লোক আসতে ভয় পেতেন, পালা বদলের পর থেকে তাঁর নেতৃত্বেই ধীরে ধীরে জঙ্গলমহলে ফিরেছে শান্তি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্য সামনে আসতেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিরোধীরা। বিরোধীদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাষা এক জন গণতান্ত্রিক দেশের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে শোভা পায় না। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, ''পিঁপড়ে মারার হুমকি দিয়ে আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন, উনি কতটা দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন।'' ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষী মানুষদের উপর একের পর এক হেনস্থা, অপমানের প্রতিবাদে বুধবার দুপুরে ঝাড়গ্রামের রাস্তায় পদযাত্রা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ শালে, মহুয়ায় ঘেরা পুরাতন ঝাড়গ্রাম থেকে মিছিলের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিন কিমি পথ পেরিয়ে মিছিল শেষ হয় শহরের পাঁচমাথা মোড়ে। -**ছবিঃ সৌরভ দত্ত**

## ‘রাজ্য সরকার মহাজনের মতো টাকা জমিয়ে অন্য জায়গায় খাটাচ্ছে’

### ডিএ মামলায় শীর্ষ আদালতে কড়া ভর্ৎসনার মুখে রাজ্য সরকার

**নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ** ডিএ মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে তিরস্কারের মুখে রাজ্য। বুধবারের শুনানির শুরুতেই রাজ্য সরকারের তরফে ডিএ না দেওয়া নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি পিকে মিশ্রর বেঞ্চের। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আগেকার দিনের মহাজনদের মতো আচরণ করছে রাজ্য সরকার। টাকা জমিয়ে রাখা হচ্ছে অন্য জায়গায় খাটাচ্ছে। বুধবার শুনানির শুরুতে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের তরফে আইনজীবী সওয়াল শুরু করেন। ২০০৬-২০০৮ সাল এবং ২০১৯-২০২১ সাল পর্যন্ত ডিএ না দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। মঙ্গলবার থেকে সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার দীর্ঘ শুনানি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। বুধবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সওয়াল করার দিন। মঙ্গলবার শুনানির শুরু থেকেই ডিএ আদৌ সরকারি কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার কিনা, তা নিয়ে সওয়াল-জবাব শুরু হয়। রাজ্যের যুক্তি ছিল, কর্মচারীদের ডিএ মৌলিক অধিকারের আইনি স্বীকৃতি নেই। মঙ্গলবারই তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বলকে বিচারপতি সঞ্জয় করোল বলেন, ''আপনারা যে কোনও পরিমাণ ডিএ দিতে পারেন। কিন্তু প্লিজ দিন। আপনার ক্লায়েন্টকে (রাজ্য সরকার) বলুন।'' রাজ্য সরকারের বক্তব্য ছিল, ''রাজ্য কোথা থেকে টাকা দেবে? রাজ্যকে ধার করতে হবে। রাজ্যকে তার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে যেতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমাদের ঋণ পাওয়ার ক্ষমতা দেখে আমাদের ঋণ দেবে। তারপর আমাদের বিধানসভায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল আনতে হবে। তারপর টাকা দেওয়া হবে। এই পুরো প্রক্রিয়া যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ।'' সরকারি কর্মচারীদের আইনজীবী বুধবার শুনানির শুরুতেই আদালতে জানান, ২০০৬-২০০৮ সাল ও ২০১৯-২০২১ সাল রাজ্য সরকার এই সময়ের মধ্যে কোনও ডিএ দেয়নি। এই কথা শোনা মাত্রই বিচারপতি সঞ্জয় করোল তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বলেন, ''আগেকার দিনের মহাজনদের মতো রাজ্য সরকার আচরণ করছে। টাকা জমিয়ে রেখে অন্য জায়গায় টাকা খাটানো হচ্ছে।''

## বিহারে ভোট কমাতেই এসআইআর! দাবি ইন্ডিয়া জোটের বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা নিয়ে সরব হল তৃণমূল

**নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ** বিহারের ভোটার তালিকায় নিবিড় পরিমার্জন বা এসআইআর নিয়ে আজ উত্তাল সংসদ। লোকসভা ও রাজ্যসভা দুই কক্ষেই বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখান। মুলতুবি করে দেওয়া হয় অধিবেশন। পরে ইন্ডিয়া জোটের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনও করা হয়। সেখানে একযোগে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রকে আক্রমণ করে বিরোধীরা। আগামী সোমবার সকাল ১১টায় সব বিরোধী দলের সাংসদরা মিছিল করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসে অভিযান করবে। এ দিন বিরোধী দলের সাংসদরা একজোট হয়ে এসআইআর ইস্যুতে নিজেদের স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। তাদের কথায়, মহারাষ্ট্রতে যেখানে ভোট বাড়ানোর দরকার ছিল, সেখানে একটা কৌশল, বিহারে যেখানে ভোট কমাতে হবে সেখানে অন্য কৌশল, আবার কর্নাটকে আলাদা কৌশল নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এসআইআর

প্রসঙ্গে বিরোধী সাংসদরা বলেন যে এই প্রক্রিয়ায় কোনও ভুল ত্রুটি থাকলে মানুষের স্বার্থে সেই বিষয়টা তুলে ধরতে চান তারা। ভোটার লিস্টে নাম না থাকলে তো নাগরিকও নন বলেই গণ্য করা হচ্ছে। সরকার আদতে ঘুরিয়ে নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেই দাবি করেন। বিরোধীদের আরও অভিযোগ, সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী, পরিযায়ী শ্রমিকদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। এসআইআর নিয়ে সরকার যদি আলোচনা না করে, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে তারা গণতন্ত্র এবং সংবিধান মানে না। তাদের বক্তব্য, ''সরকার আমাদের উপর দায় চাপাচ্ছে সংসদ না চলার, যেটা ঠিক নয়। আমরা শুধু মানুষের ইস্যুকে তুলে ধরতে চাইছি।'' তৃণমূলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। তিনি বলেন, ''যেভাবে নাগরিকদের ভোট চুরি করা হচ্ছে আমরা তার বিরোধিতা করছি সদনের বাইরে এবং ভিতরে। যেভাবে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলা করা হচ্ছে, তাদের তুলে নিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে যাওয়া হচ্ছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যেভাবে বাংলাকে অপমান করা হচ্ছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।''

## চার সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির নতুন সভাপতি ঘোষণা তিন জেলায় বদল, বহাল থাকলেন ঘাটালের তন্ময়

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ** চারটি বাকি থাকা সাংগঠনিক জেলায় সভাপতির নাম ঘোষণা করল রাজ্য বিজেপি। বুধবার প্রকাশিত তালিকায় দার্জিলিং, ব্যারাকপুর, বনগাঁ এবং ঘাটাল- এই চার জেলায় নতুন সভাপতির নাম জানানো হয়। এর মধ্যে তিনটি জেলাতেই সভাপতি বদল করা হয়েছে। একমাত্র ঘাটালেই পুরনো সভাপতি তন্ময় দাসকে ফের ওই পদে রাখা হয়েছে। দার্জিলিং জেলার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সঞ্জীব তামাংকে। পাহাড়ে বিজেপির সাংগঠনিক ঘুঁটি সাজানোয় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্তা। দার্জিলিংয়ে সভাপতির পছন্দেও তাঁর মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। ব্যারাকপুরে সভাপতির দায়িত্ব পেলেন তাপস ঘোষ। যুব মোর্চা থেকে উঠে আসা তাপস এক সময় সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ

বলেই পরিচিত ছিলেন। পরে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। দলের একাংশের মতে, ব্যারাকপুরে তাঁকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংহেরও সম্মতি ছিল। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিকাশ ঘোষকে। স্থানীয় সাংসদ ও মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রধান শান্তনু ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বলেই তাঁকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি। শান্তনুর সঙ্গে মতুয়া সমাজের সংযোগে বিজেপি যে গুরুত্ব দিচ্ছে, তারই প্রতিফলন এই সিদ্ধান্তে। অন্য দিকে, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলায় কোনও পরিবর্তন হয়নি। আগের সভাপতি তন্ময় দাসই বহাল রয়েছেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ তন্ময়কে বদলানোর আলোচনা শুরু হলেও শেষমেশ কোনও সর্বসম্মত বিকল্প উঠে আসেনি বলেই দলীয় সূত্রের ব্যাখ্যা। ফলে তিনিই সভাপতি পদে বহাল থাকছেন। বিজেপির এক শীর্ষ নেতার কথায়, অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং সাংগঠনিক ভারসাম্য বজায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সামনে বিধানসভা ভোট- তাই দলকে মজবুত করাই এখন মূল লক্ষ্য।

## ‘সাত আসনই দখল করব’, কর্মীদের চ্যালেঞ্জ দিলেন অভিষেক

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ** এখনও পর্যন্ত যা ইঙ্গিত তাতে আগস্ট মাসের শেষে বা সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকে বাংলায় ভোটার তালিকায় সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে পারে নির্বাচন কমিশন। তবে কমিশন মাঠে নামার আগেই রক্ষণ সাজিয়ে ফেললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দলের সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলর, জেলা পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে অভিষেক যে বৈঠক করেছেন, তাতে সেই রক্ষণ সাজানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রে বলা হচ্ছে, অভিষেক জানিয়েছেন বুথ স্তরের এজেন্টদের এখনই বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। দেখতে হবে সবার পরিচয়পত্র ও রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট রয়েছে কিনা। কারও কাছে যদি ডকুমেন্ট না থাকে তবে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। অর্থাৎ ভোটার তালিকায় নাম রাখা বা নাম তোলার ব্যাপারে কারও কাছে যদি পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট না থাকে বা কাগজপত্র না থাকে তাহলে তাঁকে সাহায্য করতে হবে। এ ব্যাপারে কোথাও কোনও অসুবিধা হলে ৩১ আগস্টের মধ্যে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বা অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসকে জানাতে বলা হয়েছে। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস শাসক দল। পর্যবেক্ষকদের মতে, সরকার ও শাসক দল চাইলে কারও রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাওয়ার সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, বাংলায় ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে তৃণমূলের কিছু সুবিধা রয়েছে। যেহেতু বিহারে প্রথম এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাই দল সে ব্যাপারটা পর্যাপ্ত স্টাডি করার সুযোগ পেয়েছে। এ ব্যাপারে আই প্যাকও একটি নোট বা গাইডলাইন তৈরি করেছে। সুতরাং ভোটার তালিকা থেকে যাতে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ না যায়, সে ব্যাপারে নিশ্ছিদ্র কৌশল সাজিয়ে ফেলেছে তৃণমূল। তৃণমূল মনে করছে, এ ব্যাপারে তাদের আরও একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। রাজ্যে মোট বুথের সংখ্যা ৮০ হাজার। প্রতি বুথের জন্য সব রাজনৈতিক দলকে বিএলএ তথা বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু ঘটনা হল অতীতের নির্বাচনগুলিতেই দেখা গিয়েছে যে বিজেপি ৩০ শতাংশর বেশি বুথে এজেন্টই দিতে পারে না। বিপরীতে প্রতি বুথে তৃণমূলের এক জন এজেন্ট তো থাকবেনই, তাঁকে সঙ্গত করার জন্য অন্তত আরও দশ জন থাকবে। তবে মৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নিয়ে তৃণমূলের একাংশের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে আশঙ্কা রয়েছে, উত্তরবঙ্গ নিয়েও। কারণ, উত্তরবঙ্গে বিজেপির সংগঠন দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় অনেক মজবুত। প্রসঙ্গত মৃত ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে নাম

বাদ দেওয়ার ব্যাপারে কমিশনের কাছে আগেই একপ্রস্ত সুপারিশ পাঠিয়ে রেখেছে বামেরা। সিপিএমের বক্তব্য, শুধু কলকাতার ভোটার তালিকাতেই ৩৭ হাজার মৃত ভোটারের নাম রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন ডেথ সার্টিফিকেট পুরসভা ও পঞ্চায়েত থেকে ইস্যু করা হয়। ফলে গত বিশ বছরে কোথায় কে মারা গেছে তার সঠিক ডকুমেন্টেশন রয়েছে। কমিশন চাইলে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের সময়ে সেই ডকুমেন্টেশনকে ব্যবহার করতে পারে। তাতে মৃত ভোটারের নাম চিহ্নিত করা সহজ হতে পারে। সব বুথে এজেন্ট নিয়োগের ব্যাপারে তাদের যে অপারগতা রয়েছে তা বুঝতে পারছে বিজেপিও। এই অবস্থায় শুভেন্দু-শমীকরা অনেক বেশি নির্ভর করছে কমিশনের উপর। বিজেপি নেতাদের কথায়, ইলেকশন রেজিস্ট্রেশন অফিসার তথা ইআরও এবং বিএলওদের মাথায় রাখতে হবে ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়ে কোথাও অনিয়ম হলে তাঁদের দায় নিতে হবে। কমিশন ইতিমধ্যে পাঁচ জনকে সাসপেন্ড করে এফআইআর করার সুপারিশ করেছে। তাই মনে রাখতে হবে, কারচুপি হলে বিএলও বা ইআরও-দের সরকারি চাকরিই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। তবে তৃণমূল নেতারা বলছেন, ''কমিশন মাঠে নামার আগেই যদি সবার পরিচয়পত্র বা কাগজপত্র তৈরি থাকে, তাহলে কোনও ঝুঁকি নেই। ভোটার তালিকায় সংশোধন হলেও বিজেপি কোনও সুবিধা করতে পারবে না বাংলায়।'' মঙ্গলবার কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর, বুধবার ক্যামাক স্ট্রিটে জলপাইগুড়ি ও মালদহ জেলার নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন অভিষেক। সূত্রের খবর, বৈঠকের শুরুতেই 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি নিয়ে জোর দেন তিনি। বলেন, ''মানুষের কাছে যান। মানুষের পাশে থাকুন। সমাজের সব স্তরের মানুষের কথা শুনুন।'' তবে বৈঠকে মালদহের নেতাদের উদ্দেশে ছিল অভিষেকের সবচেয়ে কড়া বার্তা। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ''কে কোথায় কী করছেন, সব নজরে রাখা হচ্ছে। গণ্ডগোল করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' তিনি আরও জানান, ''মানিকচক বিধানসভার গোপালপুরে যারা অশান্তি সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের সাসপেন্ড করা হবে।'' দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনও মন্তব্য বা পদক্ষেপ না করতে নেতাদের সতর্ক করেন তিনি। এদিন উত্তরবঙ্গের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক জানান, চারটি আসন যেখানে তৃণমূল বর্তমানে এগিয়ে রয়েছে, তা ধরে রাখতেই হবে। পাশাপাশি বাকি তিনটি আসনে জয়ের লক্ষ্যে এখন থেকেই মাঠে নামতে হবে দলকে। ব্লক স্তরে সংগঠনের রদবদল নিয়েও আলোচনা হয় এদিন। অভিষেক জানিয়ে দেন, তালিকা তৈরি করবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। পাশাপাশি এনআরসি নিয়ে বিজেপি-র বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নির্দেশও দেন অভিষেক। বলেন, ''এই আতঙ্ক ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে ওরা। এলাকায় এলাকায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। ভয় দূর করুন।'' বাংলা ভাষার অবমাননার বিরুদ্ধেও পথে নামার ডাক দেন তিনি। বলেন, ''বাংলাকে বারবার অপমান করা হচ্ছে। তার জবাব দিতে হবে সংগঠিতভাবে। বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে আমরা একসঙ্গে লড়াই করব।'' তৃণমূল সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই আগামী দিনে আরও কড়া নজরদারিতে থাকবে দলীয় শৃঙ্খলা। গোষ্ঠীকোন্দল ও জনবিচ্ছিন্নতার অভিযোগ থাকলে সরাসরি কড়া পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত দলনেতৃত্ব।

## সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।বুধবার এক্সবার্তায় সুকান্তবাবু লিখেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রারম্ভিক যুগের এক প্রখ্যাত নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও বিনম্র প্রণাম।প্রসঙ্গত, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১০ নভেম্বর, ১৮৪৮ - ৬ আগস্ট, ১৯২৫) ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা। পরে দলটিকে নিয়ে তিনি ভারতীয়জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁকে ‘ রাষ্ট্রগুরু সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। শিক্ষক হিসেবে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদেরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত তথা উদ্বুদ্ধ করতে অত্যন্ত মূল্যবান ভূমিকা পালন করেন। একই সাথে তিনি ভারতীয়দের একতাবদ্ধতা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। উনবিংশ শতকে রাজা রামমোহন রায়ের নির্দেশিত সমাজ-ধর্ম বিষয়ক পুনর্জাগরণের আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সমাজ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণ হিসেবে, বিশেষত বিধবা বিবাহ, মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন।

## আজও আমাদের জন্য প্রেরণাস্রোত, সুষমার প্রয়াণদিবসে সুকান্তর শ্রদ্ধা

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ সুষমা স্বরাজজীর প্রয়াণদিবসে তাঁকে জানাই অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ও বিনম্র প্রণাম। বুধবার এক্সবার্তায় স্মৃতিচারণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।বুধবার এক্সবার্তায় সুকান্তবাবু লিখেছেন, ভারতীয় রাজনীতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রখর সুবক্তা ও জননেত্রী ‘ পদ্মবিভূষণ সুষমা স্বরাজজীর প্রয়াণদিবসে তাঁকে জানাই অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ও বিনম্র প্রণাম। তাঁর নিষ্ঠা, মমত্ব ও প্রজ্ঞার দীপ্ত স্মৃতি আজও আমাদের জন্য প্রেরণাস্রোত।প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন আইনজীবী ও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সভাপতি সুষমা স্বরাজ ২০১৪ সালের ২৬ মে থেকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দাযিত্ব পালন করেন ইন্দিরা গান্ধীর পর তিনি দ্বিতীয় নারী হিসাবে ওই দফতরের প্রতিনিধিত্ব করেন। সংসদ সদস্য (লোকসভা) হিসাবে সাতবার এবং আইন পরিষদের (বিধানসভা) সদস্য হিসাবে তিনবার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

## বৃহস্পতিবার গ্রেগ চ্যাপেলের জন্মদিন

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ গ্রিগোরি স্টিফেন চ্যাপেল ১৯৪৮ সালে ৭ আগস্ট দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আনলে এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তারকা। ডানহাতি ব্যাটসম্যান,পাশাপাশি ডানহাতে মিডিয়াম বোলিংও করতেন গ্রেগ চ্যাপেল। এছাড়াও তিনি জাতীয় দলের অধিনায়কও ছিলেন। অবসর পরবর্তীকালে তিনি কোচের দাযিত্ব পালন করছেন।১৯৭০-১৯৮৪ অস্ট্রেলিয়া দলে খেলেছেন। ৮৭টি টেস্ট ম্যাচ ও একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ৭৪টি। টেস্টে রান করেছেন ৭১১০ আর একদিনের ম্যাচে রান করেছেন ২৩৩১ ডটেস্টে তাঁর উইকেট আছে ৪৭টি আর একদিনের ম্যাচে উইকেট আছে ৭২টি। চ্যাপেলের খেলোয়াড়ি জীবন দুইটি যুগে বিভক্ত হয়েছে যা বিশ্ব সিরিজ ক্রিকেটের পর ক্রিকেট খেলায়. পেশাদারিত্বের সৃষ্টি হয়।১৯৮৪ সালে খেলোয়াড়ি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি তিনি পেশাদার ক্রিকেটের সঙ্গেও জড়িত। ২০০৫ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলে দুই বছরের চুক্তিতে কোচ হন। ২০০৭ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের দুর্বল ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করায় ৪ এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে কোচের পদ থেকে অব্যহতি নেন। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হিসেবেও দাযিত্ব পালন করেছেন। ২০০০ সালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক প্রণীত শতাব্দীর সেরা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ড দলেও তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

# সর্বসম্মতিক্রমে মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্ত, ৫.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রইল রেপো রেট

মুম্বই, ৬ আগস্ট ঃ পলিসি রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। বুধবার রেপো রেট ৫.৫ শতাংশে অপরিবর্তির রাখার কথা ঘোষণা করেছেন আরবিআই-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিযার (আরবিআই) ৬ সদস্যের মুদ্রা নীতি কমিটি (এমপিসি) সর্বসম্মতিক্রমে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রেপো রেটের হারেই আরবিআই অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ঋণ দেয়।আরবিআই-এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বুধবার বলেছেন, এই অর্থবর্ষের শেষ প্রান্তিক থেকে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আমাদের পূর্ববর্তী

পূর্বাভাসের মতোই প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী। শুল্কের অনিশ্চয়তা এখনও বিকশিত

হচ্ছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য রেপো রেট ৫.৫ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। আরবিআই-এর গভর্নর আরও বলেন, ২০২৫-২৬ সালের জন্য প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৫ হওয়ার আভাস দেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি এখন ৩.১-এ অনুমান করা হয়েছে, যা আগে ৩.৭ অনুমান করা হয়েছিল। ২০২৫-২৬ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি ৪-এর উপরে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বছরজুড়ে মূল মুদ্রাস্ফীতি মাঝারিভাবে ৪-এর উপরে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি এখন ৩.১-এ অনুমান করা হয়েছে, যা আগে ৩.৭ অনুমান করা হয়েছিল।

## উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টি ও দুর্যোগ, ৯টি জেলায় স্কুল বন্ধ, অবরুদ্ধ উত্তরকাশী-হরসিল সড়ক

দেহরাদূন, ৬ আগস্টঃউত্তরাখণ্ডে ফের প্রাকৃতিক দুর্যোগের করাল ছায়া। প্রবল বর্ষণ এবং মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি রাজ্যের একাধিক জেলায় নেমে এসেছে হ।পা বান, ভূমিধস, আর তীব্র দুর্ভোগ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরকাশী জেলার ধারালি গ্রাম। মঙ্গলবার সেখানে আচমকা মেঘভাঙা বৃষ্টির পর প্রবল জলের তোড়ে ভেসে যায় গ্রামটির একটি বড় অংশ। নদী বা খাড়ি উপচে গিয়ে চঞ্চল জলস্রোত যেন গ্রাস করে নিয়েছে জনপদ, রাস্তা, ঘরবাড়ি-সবকিছু। পরিস্থিতির ভয়াবহতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রশাসনের তরফে একাধিক জেলায় স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।বৃষ্টির জেরে বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে শুধু উত্তরকাশী নয়, রাজ্যের আরও বেশ কিছু জেলা। দেহরাদূন, নৈনিতাল, চম্পাবত, উধম সিং নগর ও বাগেশ্বর জেলায় আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া বিভাগ। ঝুঁকির আশঙ্কায় প্রশাসনের তরফে জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং অগ্রিম পদক্ষেপ হিসাবে বুধবার রাজ্যের ৯টি জেলায় প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ৯টি জেলা হল- দেহরাদূন, নৈনিতাল, তেহরি, চামোলি, রুদ্রপ্রযাগ, চম্পাবত, পৌরি, আলমোড়া এবং বাগেশ্বর।উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি রাস্তাগুলি এমনিতেই দুর্যোগে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবারে বৃষ্টির তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে উত্তরকাশী জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উত্তরকাশী-হরসিল পুরোপুরি ভেসে গেছে। উত্তরকাশী থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরের ধারালিতে যে হড়পা বান দেখা যায়, সেই ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিক্রিয়া পড়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। শুধু এই রাস্তা নয়, তেহরি গাড়োয়ালের নরেন্দ্রনগরের কাছে প্লাসদা চৌকির সামনে ধসের কারণে একটি গাড়ি ধ্বংসস্তূপে আটকে যায়। মাটি সরে গিয়ে গাড়িটি প্রায় চাপা পড়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।অন্যদিকে, উত্তরকাশী-হরসিল সড়কে একাধিক স্থানে ভূমিধসের কারণে রাতভর ওই পথে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। হিমালয়ের ঢালু অঞ্চল হওয়ায়, প্রবল বৃষ্টিতে পাহা। ভেঙে পড়া, পাথর গড়িয়ে আসা, কিংবা নদী উপচে যাওয়ার মতো ঘটনা আকছার ঘটে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই জেসিবি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে রাস্তা পরিস্কারের কাজ চলছে। ভূমিধসে আটকে পড়া যানবাহন এবং মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।ড্ডজানা গিয়েছে, পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কারণ বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন অংশে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। ফলে পাহাড়ি এলাকায় হড়পা বান এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা আরও বা।ছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (NDRF)-কে সতর্ক রাখা হয়েছে।এদিকে দুর্যোগে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক বাড়ছে। বহু মানুষ ইতিমধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ঘর ছেড়েছেন। দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যুৎ, জল এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে প।ছে। দেহরাদূন থেকে ত্রাণ ও উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে দুর্গত এলাকাগুলিতে।উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুশকর সিং ধামী এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী একযোগে কাজ করছে। ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোড়া এই হিমালয় অধ্যুষিত রাজ্য প্রতি বছর বর্ষার সময়ই এমন দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের সক্রিয়তা এবং স্থানীয় মানুষের সচেতনতাই এখন একমাত্র ভরসা।সাধারণ মানুষকে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে যাতে তারা পাহাড়ি ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় না যান, এবং সরকারি নির্দেশ মেনে চলেন। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই অসম, এবং সঠিক প্রস্তুতি ছাড়া সেই লড়াইয়ে জয় পাওয়া কঠিন।অন্যদিকে হরিদ্বার, ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে শিবালিক পর্বতমালায়। বুধবার শিবালিক পর্বতমালায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসের ফলে কালী মন্দিরের কাছে আপার রোডে রেলপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষ রেলপথ ঢেকে দিয়েছে, যার ফলে এলাকায. ট্রেন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ধ্বংসাবশেষ অপসারণ এবং স্বাভাবিকতা পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করছে।এদিকে, বদ্রীনাথ হাইওয়েতে ভূমিধসের ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। একজন পর্যটক বলছেন, প্রশাসন যেভাবে কাজ করছে, তাতে মনে হচ্ছে পরিস্থিতি শীঘ্রই নিযন্ত্রণে আসবে। স্থানীয় প্রশাসন দুর্দান্ত কাজ করছে এবং খুবই সহযোগিতা করছে। অন্যদিকে পাটনাতে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে পাটনায় নিরন্তর বাড়ছে গঙ্গা ও সোন নদীর জলস্তর। একটানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে গঙ্গা ও সোন নদীর জল উপচে পড়ায় পাটনায় দানাপুরের জনবসতিপূর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং রাস্তাঘাট ডুবে গিয়েছি। সেই জলের মধ্যেই চলাচল করতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষজনকে।সাবডিভিশন অফিসার দিব্যা শক্তি বলেন, আমরা ক্রমবর্ধমান জলস্তরের উপর নজর রাখছি এবং সমস্ত ত্রাণ কেন্দ্রে প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা প্রস্তুত রেখেছি। নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানের গান্ধী পার্ক গবাদি পশুদের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পশুখাদ্যও সরবরাহ করা হচ্ছে। গ্রামে জল প্রবেশের কোনও খবর নেই, আমরা দানাপুরের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। অন্যদকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েই চলেছে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায়। চামোলি জেলায় অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে দেবগনি (লম্বাগড় এবং হনুমান চাট্টির মধ্যে), বদ্রীনাথের কাঞ্চন নালা, পিপালকোটির কাছে ভেনরেপানি এবং গৌচরের কামেদা-সহ একাধিক স্থানে বদ্রীনাথ জাতীয় হাইওয়ে বন্ধ রয়েছে। এছাড়াও, বৈনোলিতে একটি গাছ ভেঙে পড়ার কারণে কর্ণপ্রয়াগ-গোয়ালদম মোটর রোড বন্ধ রয়েছে, যার ফলে এই অঞ্চলে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে ধ্বংসাবশেষ এবং পাথরের কারণে সোনপ্রয়াগ ও গৌরীকুণ্ডের মধ্যে কেদারনাথ ধামে যাওয়ার মোটর রুটটি বন্ধ হয়ে গেছে, অন্যদিকে কেদার উপত্যকা থেকে প্রবাহিত মন্দাকিনী নদীও উত্তাল। এই বিষয়ে, রুদ্রপ্রয়াগের এসপি অক্ষয় প্রহ্লাদ কোন্ডে জানিয়েছেন, সাধারণ জনগণ এবং ভক্তদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেদারনাথ ধাম যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। কেদারনাথ ধাম যাত্রা রুটে থাকা ভক্তরা যেখানেই থাকুন না কেন নিরাপদে থামানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ জানানো হয়েছে, মন্দাকিনী এবং অলকানন্দা নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই নদীর তীরের কাছাকাছি যাওয়া এড়িয়ে চলুন। অন্যদিকে কেরলে এখনও অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তামিলনাড়ুতেও। আইএমডি-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২-৩ দিন তামিলনাড়ু, কেরল, মাহে, উপকূলীয় ও দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশ এবং লাক্ষাদ্বীপে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। কেরলের এর্নাকুলাম, ত্রিশুর, ইদুক্কি এবং মালাপ্পুরমে ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।এছাড়াও জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডেও এই আবহাওয়া পরিস্থিতি বিরাজ করবে। দেশের পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে, উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও সিকিমেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজধানী দিল্লিতেও কমবেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আইএমডি।

## শ্রীভূমিতে পালিত ‘লোক কল্যাণ দিবস’, প্রদান লোকসেবা পুরস্কার

শ্রীভূমি (অসম), ৬ আগস্ট ঃঅসমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ভারতরত্ন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈয়ের তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে শ্রীভূমি জেলায়ও পালিত হয়েছে ‘লোক দিবস’। সকাল সা।ে দশটায় জেলাশাসক প্রদীপকুমার দ্বিবেদীর পৌরোহিত্যে তাঁর কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত ‘ লোক কল্যাণ দিবস’-এর অনুষ্ঠানে জেলাশাসক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈয়ের প্রতিকৃতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।এদিন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈয়ের জীবনী ওপর একটি ডকুমেঃটারি প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মচারী, যাঁরা স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে জনসেবায় বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ‘ পুরস্কার’ প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে ২৫ হাজার টাকা ও শংসাপত্র প্রদান এবং চাকরির মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হয়।শ্রীভূমি জেলায় এ বছর ‘ পুরস্কার’ প্রদান করা হয়েছে তিনজন কর্মচারীকে। পুরস্কৃতরা যথাক্রমে জেলাশাসক কার্যালয়ের নাজির সুব্রত নারায়ণ দেব, গা।চালক আব্দুল রহমান এবং সহকারী কৃষি পরিদর্শক বিদ্যুকান্তি পাল। তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন জেলাশাসাক।অনুষ্ঠানে জেলাশাসক গোপীনাথ বরদলৈয়ের জীবন, আদর্শ, অসম গঠনে তাঁর ভূমিকার ওপর সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি সরকারি কর্মক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিরলস অবদানকে স্বীকৃতি দিতে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রচলিত লোকসেবা পুরস্কারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এর ফলে কর্মচারীদের মধ্যে কাজের প্রতি আরও স্পৃহা বা।বে বলে আশা ব্যক্ত করেন জেলাশাসক।‘ লোক দিবস’-এর অনুষ্ঠানে শ্রীভূমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বিশ্বরুপ ভট্টাচার্য লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাজ্য সরকার থেকে সরকারি কর্মক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ভালো কাজের স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য সরকারি এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। এর ফলে কর্মচারীদের মধ্যে জনগণের জন্য কাজ করার প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মত পোষণ করেন।আরেক বক্তা হবিবুর রহমান চৌধুরী লোকসেবা পুরস্কার-প্রাপক তিনজনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মনযোগ সহকারে জনসেবায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাজের স্বীকৃতি আপনা-আপনি চলে আসে। তিনি আরও বলেন, যে কোনও পদে যদি নিষ্ঠা ও সততা সহকারে কাজ করা যায় তবে ওই কাজই দেশ গঠনের কাজ।অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এডিসি আনিস রসুল মজুমদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের

## বুধেও উত্তাল সংসদ, মুলতুবি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃ সংসদে শান্তি ফিরছেই না। এসআইআর-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধীদের হইহট্টগোলের কারণে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। লোকসভার অধিবেশন দুপুর বারোটা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর দু’টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।বুধবার সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এসআইআর-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদ ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধীরা। এই ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানান তাঁরা। এদিন লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল হট্টগোলের কারণে দুপুর পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। আর রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে দুপুর দুটো পর্যন্ত।

## জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়েতে বাস দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু, আহত কমপক্ষে ৯ জন

উধমপুর, ৬ আগস্টঃ জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায়, জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। এছাড়াও কমপক্ষে ৯ জন বাস যাত্রী আহত হয়েছেন। উধমপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ ভাট বলেছেন, আহতদের চিকিৎসার জন্য উধমপুর সরকারি মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।বুধবার সকালে উধমপুরে, জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর শারদা মাতা মন্দিরের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বেসামাল হয়ে বাসটি উল্টে গেলে এক মহিলার মৃত্যু হয় এবং ৯ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ খবর সূত্র।

## মোদী ও নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষা সাইনির, হরিয়ানার উন্নয়ন নিয়ে হয়েছে চর্চা

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গেও সাক্ষা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সাইনি। জানা গেছে, হরিয়ানার উন্নয়ন নিয়েই মূলত হয়েছে আলোচনা।প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি বলেছেন, আজ আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাজির সঙ্গে দেখা করেছি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতে তিনি হরিয়ানায় পরিচালিত উন্নয়নমূলক কাজগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয় সম্পর্কে সাইনি বলেছেন, এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আমি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি আমার সহানুভূতি প্রকাশ করছি।

## ‘ বাঙাল ভাষা আর ‘ বাংলাদেশী ভাষা এক জিনিস নয়, দাবি তথাগতের

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ বাংলা ভাষার বিতর্কে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মন্তব্য পেশ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়।এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘ বাঙ্গাল ভাষা আর ‘ বাংলাদেশি ভাষা এক জিনিস নয়। প্রথমটি পূর্ববাংলার হিন্দুদের কথ্য ভাষা, জেলা থেকে জেলায় পরিবর্তিত। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে যা ‘ ঢাকাই কথ্য ভাষায. সেটা ‘ আমার পূর্বপুরুষের ভূমি কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেটা ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ এই সব শব্দ এই বাঙাল ভাষায় নেই, কোটেশন হিসাবে ছাড়া এই ভাষা কখনো লেখা হয় না।আর বাংলাদেশী ভাষা একটি ঞ্জশুড্ডজ্জড লিখিত ভাষা। এটি মূলতঃ বাংলা, কিন্তু প্রচুর আরবী-ফার্সী শব্দ এতে ঢোকানো হয়েছে। উর্দুও একই ধরণের ভাষা - মূলত হিন্দি, কিন্তু ফার্সী শব্দে কণ্টকিত, এবং হিন্দিভাষীদের কাছে প্রায.অবোধ্য। বাংলাদেশী ভাষা এখনো অতটা হয় নি, তবে সেদিকেই যাচ্ছে।মোট কথা এইঃবাঙাল ভাষা পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদের কথ্য ভাষা, বাংলাদেশী ভাষা বাংলাদেশের মুসলমানদের লিখিত ভাষা।

## অত্যাধুনিক সুবিধায় সজ্জিত, কর্তব্য ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃআধুনিক সুবিধায় সজ্জিত কর্তব্য ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার দিল্লির কর্তব্য পথে কর্তব্য ভবনের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনের পর কর্তব্য ভবন ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী।দিল্লিতে থাকা বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগকে একত্রিত করে দক্ষতা, উদ্ভাবন এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কর্তব্য ভবন তৈরি করা হয়েছে। এখানে স্বরাষ্ট্র, বিদেশ, গ্রামীণ উন্নয়ন, এমএসএমই, ডিওপিটি, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকবিভাগ এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা (পিএসএ)-এর অফিস থাকবে।

## ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করবেন না, ট্রাম্পকে সতর্কবার্তা নিকি হ্যালির

ওয়াশিংটন, ৬ আগস্ট ঃ ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ চিনকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। অথচ ভোগানো হচ্ছে ‘ বন্ধু দেশ’ ভারতকে। নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের কৌশলগত সম্পর্ক যখন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে, তখন আমেরিকার এমন সিদ্ধান্ত বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত রিপাবলিকান নেত্রী নিকি হ্যালি। ট্রাম্প প্রশাসনের আমলেই অতীতে রাষ্ট্রপুঞ্জে আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা হ্যালি বরাবর ভারত-আমেরিকা সুসম্পর্কের পক্ষপাতী।এক্স হ্যান্ডলে হ্যালি লিখেছেন, ‘রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা উচিত নয় ঠিকই। কিন্তু রাশিয়া ও ইরানের তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হল চিন। সেই চিনের উপরে শুল্ক চাপানোয় ৯০ দিনের ছাড় দেওয়া হচ্ছে, অথচ ভারতের উপরে চাপ বাড়ানো হচ্ছে, এটা ঠিক নয়।’

## মতিনগরে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার মহিলা

আগরতলা, ৬ আগস্ট ঃ আমতলি থানার পুলিশ এক মহিলাকে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার করেছে। ঘটনা মতিনগর এলাকায়। পুলিশ বুধবার ওই মহিলাকে আদালতে সোপর্দ করেছে। তদন্তে আরও একজনের নাম উঠে এসেছে যিনি ওই মহিলার সাথে নেশা সামগ্রী ব্যবসায় জ।তি।জানা গিয়েছে, আমতলি থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে ফুলতলির মতিনগর এলাকার রিনা বেগমের (কাল্পনিক নাম) বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুই প্যাকেটে ২১ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি নেশা ব্যবসায়ী রিনা বেগমকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃত নেশা ব্যবসায়ী মিনা বেগমের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা নথিভূক্ত করে পুলিশ। ওই মহিলা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন তার সাথে নেশা ব্যবসায় যুক্ত পশ্চিম জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত গাবর্দি এলাকার সোহাগ মিয়া। পুলিশ তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে।বুধবার মহিলা নেশা কারবারি রিনা বেগমকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে। এই বিষয়ে বুধবার

## রাশিফল

**মেষঃ**আপনি অপার্থিব ও অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে খুবই আগ্রহী এবং আজকে আপনি এটির চর্চা করবেন। কিন্তু যা শিখবেন তা শুধুই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন। প্রেম জীবনে যেসকল প্রশ্নগুলি আপনাকে বিব্রত করছে, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও হয়তো সেগুলির উত্তর পাবেন না।

**বৃষঃ**আজকে আপনার বেশি আবেগপ্রবণ ও আকুল হয়ে প।ার সম্ভাবনা আছে। যদি হৃদয়ের থেকে যুক্তি বেশি প্রাধান্য পায়, তাহলে দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত পরিস্থিতি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার চরিত্রের আবেগপ্রবণ

**মিথুনঃ**সাংসারিক বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে আপনার ইচ্ছা করবে না, কাজেই প্রেমের জীবন একঘেয়ে মনে হতে পারে। আপনার সঙ্গীকে তুষ্ট করে এমন কাজে যোগদান করুন।

**কর্কটঃ**প্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে।

**সিংহঃ**আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।

**কন্যাঃ** যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল

**তুলাঃ**পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে

**বৃশ্চিকঃ**আপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে

**ধনুঃ**আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ।

**মকরঃ** সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ।

**কুম্ভঃ** আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।

**মীনঃ**স্থায়িত্ব আজকে আপনার মূল চিন্তার বিষয়। আপনার প্রিয়তমকে নিয়ে আপনি একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। আপনার প্রত্যাশা খুব বেশি কিন্তু সঙ্গীর থেকে আপনি সেই আনুগত্য পাচ্ছেন না। আপনার চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করলে জীবনের পথে এগোতে সুবিধা হবে। ভাগ্য আজ আপনার

## আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ১১আগষ্ট, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মৎস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ২২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার- সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল থেকে ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

# বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর হেনস্থা প্রতিবাদে উত্তরপাড়ায় বিজেপির পথ অবরোধ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ৬ আগস্ট ঃ হুগলির উত্তরপাড়ায় মাখলা টি এন মুখার্জি রোডে বিড়লা মোড়ে বিজেপির পথ অবরোধ। তাদের বক্তব্য কোচবিহারে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হেনস্থার প্রতিবাদে এই পথ অবরোধ বিজেপি কর্মীরা পতাকা ফেস্টুন নিয়ে ও টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে প্রায় বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ ছিল। অফিসযাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে অবরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশের আলোচনার পর অবরোধ উঠে যায়। বিজেপির উত্তরপাড়া মাখলা মন্ডল সভাপতি গৌতম মাঝির বক্তব্য আমাদের বিরোধী দলনেতাকে তৃণমূলরা চূড়ান্ত হেনস্থা করে তার গাড়িতে ইট মারে এইসব আমরা বরদাস্ত করব না আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করি পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে কোন ব্যবস্থা নেয়নি তারই প্রতিবাদে আমাদের পথ অবরোধ এরকম করলে ভবিষ্যতে তীব্র আন্দোলন হবে। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কর্মীরা ও নেতৃত্ববৃন্দ।

# হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকায় জমা জলে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া ৬ আগস্ট ঃ হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকায় জমা জলে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির, ঘটনার তদন্তে পুলিশ। মঙ্গলবারের ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, একটি ফ্ল্যাট থেকে আলমারি নামানোর সময় ছিঁড়ে যায় বিদ্যুতের তার। সেই সময় বৃষ্টিও হচ্ছিল। ফ্ল্যাটের নিচে জল জমেছিল। সেই জমা জলে দাঁড়িয়ে বিদ্যুস্পৃষ্ট হন যুগল দাস (৪০) নামের ওই ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তি কাজের সূত্রে হাওড়ার মহেন্দ্র ভট্টাচার্য রোডে থাকতেন। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা জানান, লোহার গেটের নিচের অংশ জলে ডুবেছিল। তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায়। এদিন ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মালবাহকের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে চ্যাটার্জিহাট থানার অন্তর্গত রামচরণ শেঠ রোডের কার্তিক-গণেশ অ্যাপার্টমেন্টে। জানা গেছে, ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা স্বপন কুমার রায় তাঁর কিছু জিনিসপত্র ফ্ল্যাট থেকে খানাকুলে পাঠানোর জন্য মালবাহকদের ডাক করেন। সকালে সেই মালপত্র ও আলমারি নামানোর সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সিইএসসি কর্মীরা এদিন ঘটনাস্থলে এসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

# হাওড়ায় বহুতল থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু শিশুর, নস্করপাড়ায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া ৬ আগস্ট ঃ হাওড়ায় বহুতল থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু শিশুর, বালিটিকুরী নস্করপাড়ায় চাঞ্চল্য। তিন বছরের ওই শিশুর নাম অভয় পোলে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার বিকেলে দাসনগর থানা এলাকার বালিটিকুরী নস্করপাড়ায়। এলাকার মানুষ জানান, বহুতলের উপরে চারতলায় অভয় তার বাবা মায়ের সাথে থাকত। জানালা খোলা ছিল। সেখান থেকে সে খেলতে খেলতে আচমকা নিচে পড়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ,বাড়ির মালিক নিয়ম না মেনে অবৈধভাবে উপরের অংশে অস্থায়ী ঘর বানিয়ে ভাড়া দিয়েছিল।

# ভোটে বাংলায় বিজেপি-র সলিল সমাধি অনিবার্য, দাবি ঋতব্রতর

কলকাতা, নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট,ঃ জল যখন ছেড়েছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে বাংলার মানুষের জলের তোড়ে বিজেপির রাজনৈতিক ভাবে সলিল সমাধি অনিবার্য।'' বুধবার ক্ষুব্ধ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দাবি করে সাংবাদিকদের বলেন, ' ' মেড বন্যা।' কৌশলে তথ্য চেপে গিয়েছে বিজেপি সরকার।''

টানা বৃষ্টি এবং ডিভিসি-র ছাড়া জলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলির আরামবাগ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল পরিদর্শন করে অভিযোগ তুলেছেন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)-এর বিরুদ্ধে। ফলে বাংলার বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আবার কেন্দ্র ও রাজ্যের সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে। এই আবহে

রাজ্যসভায় কেন্দ্রের দেওয়া তথ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে তৃণমূল। অভিযোগ, দু'মাসের জায়গায় গত ২৮ দিনে ডিভিসি কত জল ছেড়েছে, সেই হিসাব দিয়েছে কেন্দ্র। তা ছাড়া জল ছাড়ার সময় ডিভিসি কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেছিল কি না, তার স্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি কেন্দ্র। ঋতব্রতের আরও দাবি, ' হয়েছে কি না,সেই প্রশ্নের জবাব দেয়নি জলশক্তি মন্ত্রক। ' বা ' কিছুই বলেনি তারা। শুধু বলেছে কমিটি রয়েছে।''

তাঁর কটাক্ষ, ' রয়েছে আমরাও জানি। কিন্তু কমিটি থাকলেই কি আলোচনা হয়? এখন কায়দা করে শুধু ২৮ দিনের জল ছাড়ার পরিমাণের কথা বলা হচ্ছে।'' তিনি ডিভিসি-কে দায়ী করে বলেন, ' ফসল ধ্বংস হয়েছে। মানুষ পথে বসেছে। বাংলাকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য ডিভিসি ষড়যন্ত্র করেছে। এটা ' মেড ডিজাস্টার'। বিজেপি ডিভিসি-কে দিয়ে জল ছেড়েছে।

# কুরিয়র সার্ভিসের কর্মী সেজে গয়না লুট করেও হল না শেষরক্ষা, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ সাতসকালে কুরিয়র এসেছে বলে দরজা খুলে বিপদ ডেকে আনলেন ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। কিন্তু বুঝতে

পারেননি যে, সে চোর-এটা ফাঁদ। কুরিয়র সার্ভিসের কর্মী সেজে এভাবে বাড়িতে ঢুকে লক্ষাধিক টাকার গয়না হাতিয়ে পালিয়ে গেল চোর। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি খোদ শহর কলকাতায়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্তকে। ঘটনাটি পূর্ব কলকাতার তিলজলা থানা এলাকার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি তিলজলা চৌবাগা এলাকায় সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ একটি বাড়িতে গিয়েছিল সন্দীপ। নিজেকে নামিন কুরিয়র সংস্থার কর্মী বলে পরিচয় দেয়। হাতে ছিল একটি বাক্স। যে ফ্ল্যাটে অভিযুক্ত বাক্স দিতে গিয়েছিল, তার পাশের ফ্ল্যাটটি ফাঁকা ছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফ্ল্যাটটি রেইকি করে যায় সে। শুধু তাই নয়, ওই আবাসনেই সন্দীপ লুকিয়ে থাকে বলে অভিযোগ।

পরে ওই ফ্ল্যাটের দরজার লক ভেঙে ভিতরে ঢোকে সে। আলমারির লক ভেঙে প্রচুর টাকার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। বাড়ির লোকজন ফিরে হতবাক হয়ে যান। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে দেখতে পায়, ওই বাক্সটি আসলে একটি ফাঁকা জুতোর বাক্স। এরপরেই পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। ফুটেজ দেখে পুলিশ শেষপর্যন্ত সন্দীপ দাসকে পাকড়াও করে। ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছিল।

# চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের চিঠি রাজ্য সরকারকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ৬ আগস্ট ঃ হিন্দি ছবি রিলিজের সময় রাজ্যের সিনেমা হল গুলিতে কোন শোয়ে বাংলা ছবি চালানো যাবে না বলে মুম্বাইয়ের প্রযোজক পরিচালকরা কঠোর শর্ত দেওয়ায়. বাংলা ছবি চালানোর ক্ষেত্রে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা সমাধানে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানিয়ে চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের একাংশ রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে লেখা চিঠিতে আজ বাংলা চলচ্চিত্র গভীর অসম্মানজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের সিনেমা হল গুলিতে দিনের প্রাইম টাইমে বাংলা ছবি চালানো বাধ্যতামূলক করার দাবিও চিঠিতে রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার আগামীকাল নন্দন এ কলাকুশলী, পরিচালক, প্রযোজক,অভিনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

# জলপাইগুড়ির চা নিলাম কেন্দ্রটি আবার বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ৬ আগস্ট ঃ এক দশকের বেশি সময় পরে চালু হওয়া উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির চা নিলাম কেন্দ্রটি বিলের জটিলতায় আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গতমাসে পুনরায় চালুর পরে গত ২৮ জুলাই ও চৌঠা আগষ্ট নিলামের দিন ফ্যাক্টরি থেকে চা না আসায় নিলাম প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে চা উপাদনকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে। নিলাম কেন্দ্রে অনলাইনে পেমেন্ট করার পরে বিলের ইনভয়েস আসতে অনেক দেরি হওয়ায় বড় চা ব্যবসায়ীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে বলে নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে।

# কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে অজ্ঞাত পরিচয়ের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ কলকাতা শহরের প্রাণকেনন্দ্র চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনের সামনে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে একটি ভ্যান থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রাস্তায় ভ্যানের উপরে ওই ব্যক্তি পড়েছিলেন। বুধবার সকালে বউবাজার থানায় বিষয়টি জানান স্থানীয়রা। পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। কী কারণে মৃত্যু, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মৃত ব্যক্তি ওই ভ্যানেরই চালক। অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু। ভ্যান মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

# রাস্তা নির্মাণে পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ৬ আগস্ট ঃ পরিবেশ দূষণ কমানো ও প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করার লক্ষ্যে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক বেশি করে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, ইতিমধ্যেই ৭০০ কিমি গ্রামীণ রাস্তা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রাস্তা গুলিকে এই কাজে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্লাস্টিক বর্জ্যও সঠিকভাবে বাছাই করে ব্যবহৃত হলে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারে ছোটবেলা থেকেই পড়ুয়াদের মনে এই বার্তা গেঁথে দেওয়া এই উদ্যোগের লক্ষ্য। নতুন অর্থবর্ষে গ্রামীণ এলাকায় ১৫০০ কিমি রাস্তায় প্লাস্টিক ব্যবহার করে নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ১০৮টি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে ১০৩টি ইতিমধ্যেই চালু। কোনও কোনও কেন্দ্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালানোর দায়িত্বে, আবার কিছু কেন্দ্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল কার্যকর হয়েছে। রিসাইকেলড প্লাস্টিক থেকে তৈরি হচ্ছে ফার্নিচার, পেভার ব্লক, ব্যাগের মতো একাধিক জিনিসও।

# বাঙালি অন্বেষক, ঘুরতে গিয়ে শুধু রিলস বানায় নাঃ সোনম ওয়াংচুক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ বাঙালি অন্বেষক। বাঙালিরা ঘুরতে গিয়ে শ্রেফ রিল বানায় না। তাদের মধ্যে রয়েছে অনুসন্ধানী চিত্ত। সে কারণে লাদাখের মানুষ বাঙালি পর্যটকদের ভালোবাসে। অন্য রাজ্যের মানুষরা দেখে কম। রিল বানায় বেশি। শহরে পা রেখে এমনটাই জানালেন সোনম ওয়াংচুক। নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলো। সাফল্য দৌড়ে আসবে তোমার কাছে। তুমুল জনপ্রিয় 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমায় আমির খানের এই সংলাপ। থ্রি ইডিয়টসে আমির খানের চরিত্রটি গড়ে উঠেছে যাঁর আদলে সেই লাদাখনিবাসী সোনম ওয়াংচুক মঙ্গলবার পা রেখেছিলেন তিলোত্তমায়। ধনধান্য অডিটোরিয়ামে জেআইএস-এর অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গল্প করলেন বাস্তবের ফুংশুক ওয়াংরু। শিশুদের ভবিষ্য গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। কেমন হবে আদর্শ স্কুল?

ওয়াংচুক ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এদিন বলেন, ' নেই ভালো প্রিন্সিপাল, ঝকঝকে স্কুল ইউনিফর্ম। বিদ্যালয় দাঁড়িয়ে থাকে তিনটে জিনিসের উপর।'' কী সেইতিনটে জিনিস?

কৌতূহল, সহানুভূতি আর অভিজ্ঞতা। বাস্তবের ফুংশুক ওয়াংরু এদিন বলেছেন, ' তিনটে জিনিসই পারে একজন ছাত্রকে গড়ে দিতে। জেআইএসের অনুষ্ঠানে এসে সোনম ওয়াংচুক জানিয়েছেন, ' কৌতূহল থাকে, তবে তুমি শিখতে পারবে। ছোটবেলা থেকে যা দেখবে, যা শুনবে সব নিয়ে কৌতূহল থাকতে হবে। যে কোনও বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রচুর প্রশ্ন করবে। সহপাঠীরা হয়তো শুরুতে হাসবে। তবে শেষ হাসি হবে তোমার।

নিজের ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে সোনম ওয়াংচুক জানিয়েছেন, ' আমি এত প্রশ্ন করতাম সবাই আমায় বলত, ইন্সপেক্টর। সেদিন যে উত্তরগুলো আমি পেয়েছিলাম সেগুলো আমায় জীবনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। শুধু জানার জন্য নয়। চিরতরুণ মন ধরে রাখতেও প্রয়োজন কৌতূহল। এদিন সোনম ওয়াংচুক জানিয়েছেন, যদি মনের মধ্যে কোনও কিছু জানার তীব্র ঔসুক্য থাকে, থাকে প্রখর আগ্রহ, তা হলে আশি বছরেও মন থাকবে ১৮ বছরের মতো তরুণ তরতাজা।ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে লাদাখের অন্যতম পরিবেশকর্মী সোনম বলেছেন, আমি জানি এইপ্রশ্ন করার মানসিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। কারণ ছোটবেলা থেকেইএকজন শিশুকে বলা হয়, ' প্রশ্ন কোরো না।'' শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বলেন, ' ড্রপ সাইলেন্স।''কিন্তু আদর্শ স্কুল কখনও এরকম হবে না।

# বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সন্দেশখালী, ৬ এবার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে সন্দেশখালিতে গ্রেপ্তার এক যুবক।প্রথমে প্রেম, পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ। পরে ওই কিশোরীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করার অভিযোগকে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কিশোরীর পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর তার পরে তদন্তে নেমে পুলিশ ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ৩২ বছরের ওই যুবকের নাম রশিদুল মোল্লা, বাড়ি সন্দেশখালি থানা এলাকায়। ওই এলাকাতেই থাকে ওই কিশোরী। গত ছ'মাস আগে ওই নাবালিকার সঙ্গে পরিচয় হয় তার। ওই কিশোরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করে যুবক। একসময় কিশোরীও আর আপত্তি করেনি বলে খবর। অভিযোগ, ওই যুবক ঐ নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে ওই যুবক কিশোরীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইছিল না বলে অভিযোগ। বিয়ে করাও সম্ভব নয় বলে ওই যুবক জানিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। আর প্রতারিত হয়েছে বুঝতে পেরে ঐ নাবালিকা পরিবারের কাছে গোটা ঘটনা জানায়।তার পরেকালবিলম্ব করেনি নাবালিকার পরিবার। মঙ্গলবার ওই নির্যাতিতার পরিবারের তরফে সন্দেশখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে জেলেখালি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে।বুধবার ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়।


**ইজি ফিনকর্প লিমিটেড**
CIN: L65920WB1984PLC262226
নিবন্ধিত অফিসঃ ডানকান হাউস, চতুর্থ তলা, ৩১-নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
টেলিফোনঃ ০৩৩ ২২৩০ ৮৫১৫
ইমেল আইডি ঃ rpsg.secretarial@rpsg.in ওয়েবসাইট ঃ www.easyfincorp.com

**৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **ইজি ফিনকর্প লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সকাল ১০,০০ টায় ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১,** পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন'), এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, এবং সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) এবং সেবি কর্তৃক জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে, মঙ্গলবার, ৫ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য, যা সদস্যদের কাছে পৃথকভাবে পাঠানো হয়েছে,

কোম্পানি আইন, ২০১৩, এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত। যেসব সদস্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ইতিমধ্যেই তাদের নিবন্ধিত ডাক ঠিকানায় একটি ওয়েবলিঙ্ক সম্বলিত চিঠি পাঠানো হয়েছে যাতে সেবি(তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৬(১)(বি) অনুসারে ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করা যায়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ সহ, কোম্পানির ওয়েবসাইট www.easyfincorp.com এবং ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ করা হবে। স্টক এক্সচেঞ্জের www.bseindia.com ঠিকানায়।

ই-ভোটিং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে ৩০শে আগস্ট ২০২৫ শনিবার সকাল ৯,০০ টায় এবং শেষ হবে ১শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫,০০ টায়। মেসার্স বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (ই-ভোটিং) সুবিধা ব্যবহার করে ই-ভোটিং শুরুর সময়ে ভোটদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে, সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যেঃ

ক. কোম্পানি ৬ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।

খ. ই-ভোটিং এর জন্য কাট-অফ তারিখ হবে মঙ্গলবার, ২৬শে আগস্ট, ২০২৫।

গ. যেসব সদস্যের নাম ২৬শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সদস্য নিবন্ধন সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় থাকবে, তারা তাদের ধারণকৃত শেয়ারের অনুপাতে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

ঘ. নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ২৬শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণকারী যেকোনো ব্যক্তি ivotebigshareonline.com ঠিকানায় অনুরোধ করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

ঙ. যে সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের যোগ্য হবেন তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত আছেন, তারা সভায় পোলব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

চ. আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুসারে, নিয়মাবলী সহ পঠিত, কলকাতার প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিদের একটি সংস্থা মেসার্স আলতাব কাজী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস (FRN: S2024WB999500), কে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং সভায় প্রদত্ত ভোটগুলি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ছ. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ মিঃ রাজেশ কুমাবতের সাথে তার ইমেল আইডি rajeshkbigshareonline.com এ যোগাযোগ করা যেতে পারে, অথবা ivotebigshareonline.com এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৪২২, ০২২-৬২৬৩৮৩৩৮ এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ইজি ফিনকর্প লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-হিনা দুগার
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নম্বর ঃ ACS 61630

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৬ আগস্ট ০২৫৫


# স্থানীয় মানুষ ও টোটো চালকের উদ্যোগে ডাস্টবিন থেকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার শিশুকন্যা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া ৬ আগস্ট ঃ স্থানীয় মানুষ ও টোটো চালকের উদ্যোগে ডাস্টবিন থেকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার সদ্যোজাত শিশুকন্যা, বালির পঞ্চাননতলায় চাঞ্চল্য। শিশুটিকে রাখা হয়েছে ঘুসুড়ির জয়সোয়াল হাসপাতালে। ঘটনায় কারা যুক্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বালি পৌরসভার ডাস্টবিনের মধ্যে আবর্জনার স্তূপ থেকে উদ্ধার হলো সদ্যোজাত এক শিশুকন্যা। হাওড়ার বালি পঞ্চাননতলা এলাকার ওই ঘটনায় বুধবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিন স্থানীয় মানুষ কান্নার আওয়াজ শুনে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এক টোটোচালক নবজাতক ওই শিশুকন্যাকে ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার করেন। এরপর পুলিশকে সব জানিয়ে শিশুকন্যাকে টোটোতে চাপিয়েই তাকে কাছেই একটি নার্সিংহোমে আনা হয়। বৃষ্টির মধ্যেই ময়লা আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকা সদ্যোজাত শিশুটিকে তুলে নিয়ে আসা হয় স্থানীয় ওই নার্সিংহোমে। নার্সিংহোমের চিকিৎসক ডাঃ পবিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, যখন বাচ্চাটিকে নিয়ে আসা হয় তখন শারীরিক অবস্থা তার খারাপ ছিল। তখনও গায়ে কাদা, পোকামাক। ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাচ্চাটির প্লাসেন্টা কর্ড পর্যন্ত কাটা হয়নি। ওইভাবেই ছিল। শিশুটি আসার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের কাদা পরিষ্কার করে তাকে চিকিৎসা করে, খাবার দিয়ে ধাতস্থ করা হয়। এরপর তাকে পাঠানো হয় একটি সরকারি হাসপাতালে। শিশুটিকে নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত সে সুস্থই ছিল। এদিকে, নার্সিংহোম থেকে শিশুটিকে ঘুসুড়ির টিঙ্গি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে এদিন ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের প্রসবোত্তর বিভাগে বর্তমানে শিশুটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এদিন খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে বালি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি খতিয়েদেখা হচ্ছে। কে বা কারা নবজাতক ওই শিশুকন্যাকে ময়লা আবর্জনায় ফেলে গেল তা খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন ভোর থেকেই বাচ্চার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এরপরেই আবর্জনার স্তূপ থেকে পাওয়া যায় সদ্যোজাত ওই শিশুকন্যাকে। স্থানীয় বাসিন্দা মোস্তাক আনসারি বলেন, বালির পঞ্চাননতলায় এদিন সকালে এক সদ্যোজাত শিশুকে ডাস্টবিনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাচ্চাটি বেঁচে ছিল। এলাকার বাসিন্দারা ঘটনা জানতে পেরে টোটো চালকদের নিয়ে টোটোয় করে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সদ্যজাত শিশুকে কে ফেলে গেছে তা জানা যায়নি। এদিকে, এই খবর পেয়ে বুধবার জয়সোয়াল হাসপাতালে আসেন ওই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা হাওড়া জেলা সদর

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র। তিনি জানান, শিশুটির যাতে ঠিকমতো চিকিৎসা হয়য তার জন্য সব বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমরা শিশুটিকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখতে বলেছি। এরপরে সরকারি আইন মেনেই তাকে হোমে রাখা হবে। প্রাথমিকভাবে শিশুটির পরিচর্যার সমস্ত দায়িত্ব আমরা নিয়েযছি। সকালেই ঘটনাটি জানতে পারি। প্রশাসনের সাহায্যে শিশুটিকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। শিশুটিকে পরে আনা হয় টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে। ওই শিশুটির দায়িত্ব আমরা নেব। তাকে সুস্থ করে সম্পূর্ণ আইন মেনে হোমে রাখা হবে। তার সমস্ত চিকিৎসা করা হবে। শিশুটির জন্য জামাকাপড় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিশুটিকে যাতে ভালোভাবে রাখা যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন শিশুটির বাবা মায়ের মতো এমন ঘৃণ্য কাজ যেন কেউ আর না করে। এ ঘটনা নতুন কিছু নয়। পাঁচ বছর আগেও ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার হয়েছিল এমনই এক সদ্যোজাত শিশু সন্তান। সেই শিশু সন্তানটিকে এখন এক দম্পতি মানুষ করছেন। এইরকম ঘটনা শুধুমাত্র বাংলা নয়, পৃথিবীর কোনও প্রান্তেই কাম্য নয়। স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে যে বা যারা এমন ঘৃণ্য কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে যেন যথোপযুক্ত সাজা দেওয়া হয়। হাসপাতালে শিশুটির খাওয়া দাওয়া, জামাকাপড় সহ অন্য কিছুর যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেই ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিশুটি এখন সুস্থ আছে। সে জীবনের বাকি দিনগুলি এই পৃথিবীতেই কাটাবে।


**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-IV/Br-X, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following works :

**1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/237/25-26**
Name of work : **Illumination of street lighting arrangement with supply luminance and electrical accessories at Aswininagar, Azadgarh and adjacent areas in Ward No. 95, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,315.51**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of completion of bid : **18.08.2025** up to **12 noon**.

**2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/231/25-26**
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings for street light at Tollygunge Road and adjacent areas in Ward No.-81, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,779.65**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 days**.

**3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/235/25-26**
Name of work : **Repairing works of bustee lighting arrangement at L. N. Colony, Ramgarh Colony and adjacent slum areas in Ward No.-100, Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 1,95,491.56**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of completion of bid : **18.08.2025** up to **9 a.m**. (for sl. no. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **06.08.2025** from **2 p.m.** (for sl. no. 1) and **06.08.2025** from **5 p.m.** (for sl. no. 2 & 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works :

**1. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/22/25-26 (1st call)**
Name of work : **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Kolua Badamtala, Ranjan Nagar, Bidhan Pally and surrounding water logging areas in Ward No. 143.** Estimated Amount : **Rs. 4,22,612.00**. Earnest Money: **Rs. 8,500.00**. Period of Completion: **25 days**.

**2. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/23/25-26 (1st call)**
Name of work : **Infrastructure development of service line for street light power supply system at Srijani, Balaka and surrounding areas in Ward No. 143.** Estimated Amount : **Rs. 4,86,754.00**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **30 days**.

**3. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/24/25-26 (1st call)**
Name of work : **Infrastructure development of service line for street light power supply system at Kajir Chak, Master Society and surrounding areas in Ward No. 143.** Estimated Amount : **Rs. 4,91,737.00**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of Completion: **30 days**.

**4. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/17/25-26 (1st call)**
Name of work : **Improvement of street lighting system at Ranjan Nagar, Sreebhumi Road and other different bustee areas in Ward No. 143.** Estimated Amount : **Rs. 2,49,910.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

**5. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/23/25-26 (1st call)**
Name of work : **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Santasree Pally, Majhi Para, Purba Para and surrounding water logging areas in Ward No. 124.** Estimated Amount : **Rs. 4,10,874.00**. Earnest Money: **Rs. 8,300.00**. Period of Completion: **21 days**.

**6. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/18/25-26 (1st call)**
Name of work : **Improvement of street lighting system at Muslim Para, Chandal Para and other different bustee areas in Ward No. 124.** Estimated Amount : **Rs. 2,49,561.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

**7. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/23/25-26 (1st call)**
Name of work : **Miscellaneous repairing work for street lighting system Mohit Colony, Mondal Para, Bata Nagar and surrounding water logging areas in Ward No. 123.** Estimated Amount : **Rs. 4,16,743.00**. Earnest Money: **Rs. 8,400.00**. Period of Completion: **21 days**.

**8. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/123/19/25-26 (1st call)**
Name of work : **Improvement of street lighting system at J. L. Sarani Tariff Godown, Bata Colony and other different bustee areas in Ward No. 123.** Estimated Amount : **Rs. 2,48,448.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

**9. NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/333/DG/25-26 (1st call)**
Name of work : **Supply, installation of necessary parts and servicing of 3 nos. 125 KVA, 1 nos 45 KVA D.G. Set in different Institutions under Br-XVI, KMC.** Estimated Amount : **Quotation**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

**10. NIT No. : KMC/LTGVI/333/HLTH/REP1/25-26 (1st call)**
Name of work : **Repairing and replacement works of electrical system and other electrical accessories for Ward Health Unit Building at Behala Chowrasta in Ward No.-123 under Borough XVI.** Estimated Amount : **Rs. 2,89,838.00**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date and time of submission of bid : **19.08.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 10). Date Tender opening for technical purpose : **21.08.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 10). The bid forms and other details are available on **05.08.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1 to 10). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 10).

**CORRIGENDUM**

**NIT No. : EWS/FBS/ET07/25-26,** published in this Newspaper on **02.08.2025 (Key No. 791/25-26)** of **EWS Department (For Sl. No. 11)** Estimated Cost will be read as **Rs. 2,80,799.90** instead of Estimated Cost Open Quotation Earnest Money will be read as **Rs. 5,700.00** instead of Earnest Money - Two percent of Quoted Rate other details will remain same.

823/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪৭, বৃহস্পতিবার, ২১ শ্রাবণ ১৪৩২

## বাঙালি গায়িকা প্রতিমা

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে একবার এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল সবচেয়ে সুরেলা গলা কোন গায়িকার, এক মুহূর্ত না ভেবে জবাবে বললেন প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়। সাংবাদিক পাল্টা প্রশ্ন করেন, লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে আপনি প্রতিমাদিকে এগিয়ে রাখছেন !' এবার হেমন্ত বলেন 'প্রতিমার গানের কলি লতা নিজের বিশেষ সংগ্রহে রেখেছে। সবাই বলে, প্রতিমা মানুষই নয়। ও তো পাখি।' শুধু হেমন্ত নয় সঙ্গীত জগতের অনেক দিকপালই বলতেন, আটপৌরে চেহারা, কপালে টিপ, তাম্বুল রাঙা ঠোঁট, সাদামাটা শাড়ির এই মানুষকে সাধারণ ভেবো না, সে অনন্যা। তাঁর গাওয়া গান দেখতে একসময় রেকর্ডিং রুমে হুড়োহুড়ি পরে যেত। 'কঙ্কাবতীর কাঁকন বাজে ইছামতীর কূলে' গেয়ে মেলোডির মহারথী শ্যামল মিত্রের সুরের সে গানে প্রতিমার ছন্দতালে সকলে তো মন্ত্রমুগ্ধ। শুনলে মনে হয় ইছামতীর পাড়ে কোনও বালিকা যেন নাচতে নাচতেই গানখানি শোনাচ্ছেন। প্রতিমার বাবা মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুরে। মণিভূষণ কলকাতার 'কক্স অ্যান্ড কিং'-এ চাকরি করতেন, সপরিবার থাকতেন ভবানীপুরে। তিনি উস্তাদ বদল খানের শিষ্য অর্থাৎ পণ্ডিত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গুরুভাই। মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় গজল, ঠুমরি, দাদরায় ছিলেন ওস্তাদ। প্রতিমা যে বছর জন্মালেন, সেই ১৯৩৪-এই তাঁর গানের রেকর্ড বার হয়েছিল। অজয় ভট্টাচার্যের কথায় ও শচীন দেববর্মণের সুরে 'যৌবনে হায় ফুলদলে পায়', হিমাংশু দত্তের সুরে 'স্বপনে কোন মায়াবী'। কিন্তু বিধি বাম! তখন তাঁর বয়স সবে সাতাশ, মারা গেলেন মনিভূষণ। স্ত্রী কমলা আঠেরো। শিশু প্রতিমা তো মাত্র এক! অভাব অনটনেও কমলা মেয়েকে গানের জন্য হারমোনিয়াম কিনে দিলেন। বাবার ফেলে যাওয়া গান কণ্ঠে তুলে নিলেন প্রতিমা। ১১ বছর বয়সেই প্রথম রেকর্ডিং বের হয়। তাঁর কণ্ঠ শুনে সম্ভ্রান্ত যুবক অমিয় বন্দোপাধ্যায় তাঁকে বিয়ে করেন। সব গোত্রের গানে প্রতিমা সফল তাঁর অপাপবিদ্ধ কণ্ঠের ঐশ্বর্যে। হেমন্তের স্নেহধন্যা তো তিনি ছিলেনই, কাজ করেছেন সে দিনের সমস্ত বরেণ্য সঙ্গীতকারের সঙ্গে। আলি আকবর খান, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র, ভূপেন হাজারিকা, সুধীন চট্টোপাধ্যায়, মানস চক্রবর্তীর সঙ্গে। হেমন্ত তাঁকে হিন্দি সাহারা সিনেমায় গান গাইতে বোম্বে নিয়ে যান। কিন্তু সংসার ছেড়ে বোম্বে থাকতে চাইলেন না। বিদেশে আমন্ত্রণ পেয়েও যাননি। বললেন, প্লেনে ওঠতে ভয় লাগে। আর ওখানে পান পাওয়া যায় না। উনি যে কী বিরাট শিল্পী ছিলেন, নিজেই জানতেন না, বললেন গায়িকা হৈমন্তী শুক্লা। ''প্রথম যখন তাঁকে সামনে দেখি, তখন আমি বেশ ছোট। 'মায়ার সংসার' ছবিতে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে উনি আর হেমন্তদা গাইবেন, তার মাঝে শিশুকণ্ঠ লাগবে। সেই অংশটা আমি গেয়েছিলাম। সেই গানটাই 'আমার প্রভাত মধুর হল'। তো আমি গিয়ে দেখি, কে বলবে, অত নামী গায়িকা! কেমন মুখটি নামিয়ে চুপটি করে বসে আছেন। গান শুরু হল আর একটুও না নড়েচড়েও তিনি যে ভাবে সুরের নাচন লাগিয়ে দিলেন, তাতেই বোঝা গেল, তিনি কে! মনে আছে, আমি দাদার সঙ্গে রিহার্সালে গেছি একদিন আর সাইক্লোন এল। আমরা ভেউভেউ করে কাঁদছি।

## দেশের সম্মানে ক্রীড়াবিদ

লোকটার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে চেচিঁয়ে উঠলেন নাৎসি কমান্ডার -বল, তুই কে ? লোকটা চুপচাপ মাথা নীচু করে তার পকেট থেকে পাসপোর্ট আর কিছু কাগজপত্র বের করে দিলো। সে সব দেখে নাৎসি কমান্ডার তো অবাক। এই কঙ্কালসার লোকটা অলিম্পিয়ান?১৯৩৬-এর বার্লিন অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়েছিলো এই লোকটা! আর ওই ছবিটা? হিটলার স্বয়ং এর সঙ্গে করমর্দন করেছেন ! সে সৌভাগ্যতো তারও কখনো হয়নি ! ছেড়ে দাও ওকে - কমান্ডার হেঁকে বললেন! ১৯৪৩ সাল, গ্রীস তখন নাৎসিদের কব্জায় - এক নাৎসি অফিসারের উপর হামলা চালিয়েছিল একদল গ্রামের লো। কিন্তু কারা সে হামলায় ছিল তা কেউ স্বীকার করেনি। দোষীকে খুঁজে না পেয়ে গ্রামের প্রত্যেকটি পুরুষকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছিল নাৎসিরা। সে গণহত্যা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন শুধু এই একজন। কিন্তু তারপর অদ্ভুত এক অপরাধবোধ ক্রমশ গ্রাস করলো এই মানুষটাকে। দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ালো তার বেঁচে থাকা। মাঝে মাঝেই লোকটির মনে হতো কেন তিনি অলিম্পিকে জিতলেন না - তিনি তো ম্যারাথন জেতেননি। সে রেসে গ্রীসের নাম ডুবিয়ে তিনি একাদশ স্থান পেয়েছিলেন। গ্রীসের কাগজওয়ালো তাকে নতুন তকমা দিয়েছিলো - বিশ্ব বিজয়ী ! তার মতো দেশের নাম ডোবানো অপদার্থর মরে যাওয়াই ভালো ছিল। প্রায় দু বছর গুমরে থাকার পরে এই মানুষটি ঠিক করলেন ভাগ্য জোরে যখন বেঁচেই গেছেন তখন দেশের জন্য একটা কিছু তাকে করতেই হবে। বিশ্বযুদ্ধ শেষে গ্রীসে তখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ চলছে। না খেতে পেয়ে চোখের সামনে মারা যাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ, হাজার হাজার শিশু। চোয়াল শক্ত করে উঠে দাঁড়ালেন এই মানুষটি। মরার আগে একবার তাকে প্রমান করতে হবে যে তিনি সত্যিকারের ম্যারাথনার - ফেইডিপ্পিডেসের উত্তরসূরি তিনি আর ফেইডিপ্পিডেস-ও তো বাঁচেননি। ম্যারাথনের যুদ্ধে গ্রীসের জয়ের খবর পৌঁছে দিয়ে তিনিও তো মৃত্যুবরণ করেছিলেন - সে মৃত্যু ছিল বীরের মৃত্যু। ভালো করে খেতে না পাওয়া, ভীষণ গরিব এই মানুষটি চিঠি লিখলেন ১৯৩৬-এর ম্যারাথনে তার এক প্রতিযোগী ও বন্ধু, মার্কিন ম্যারাথনার জন কেলিকে। তিনি জানালেন ১৯৪৬ এর আমেরিকার বস্টন ম্যারাথনে তিনি দৌড়োতে চান। শিউয়ে উঠলেন তার স্ত্রী ! ইনার নাম স্টালিওস কেরিয়াকেডিস্

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

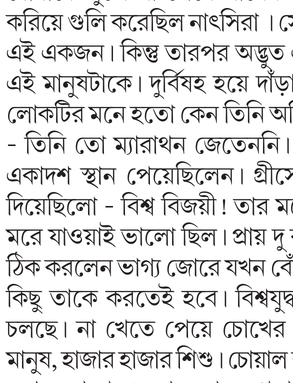

কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। সবাইকে দেশের সেবা করতে এগিয়ে আসতে হবে। ভারতমাতার জয়গান গাইতে হবে। ভারতমাতার দুঃখতে মোচন করতে হবে। জীবনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তোলার একটি মাত্র পথই হল কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। সেটা করার মধ্যে দিয়েই জীবনে উন্নতি করা অতি সহজেই সম্ভব। জীবন কোনও সময়ে স্বপ্ন ময় হত পারে না। জীবন অত্যন্ত কঠিন। পরিশ্রমী কর্মী হওয়ার খুবই দরকার। জীব জগৎকে উন্নত করতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম ছাড়া জীবনে উন্নতি করার

## ভগিনী নিবেদিতা

মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃ শক্তির বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে উচিত হবে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার

# বিদ্রোহী কবি নজরুল শিশুদেরকে বঞ্চিত না করে শিশু সাহিত্য লিখতে থাকলেন

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

বাংলা শিশু সাহিত্যে কবি নজরুল অবদান কম ছিল না। সেই সব লেখাগুলি মণিমুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে। শিশুমনকে অতি সহজেই মুগ্ধ করে ফেলে। বাংলায় অধিকাংশ সাহিত্যিক এবং কবিরা শিশু সাহিত্যের অংশ গ্রহণ করে বহু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করে

গিয়েছেন। তার থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না কবি নজরুল। তিনিও খুব ছোটবেলা থেকে কবিতা, গল্প লিখতে শুরু করেন। কিশোর বয়সে কবি নজরুলের লেখাগুলি সমান ভাবে উজ্বল বলা যেতে পারে। কবি নজরুলের শিশু সাহিত্যকে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত শিশুদের দ্বারা বা শৈশব বা কৈশোরাবস্থায় রচিত সাহিত্য এবং দুই- শিশুদের জন্য বা শিশুদের নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মধ্যেও এই দুই ধারার শিশু সাহিত্য দর্শন মেলে। কবি নজরুল প্রায় সময়ে তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। তার ফলে সঙ্গীত থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে যে স্নিগন্ধতা বিরাজ করে তা কিন্তু নজরুলের সাহিত্যে দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব হলে তা কিন্তু সাহিত্য গুণ থেকে কম ছিল না।

কবি নজরুলের শিশু সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। শিশুমনকে আবিষ্ট করে ফেলে অতি সহজেই। পরবর্তীকালে তিনি শিশুদের জন্য যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন তাও আবার বড়দের কাছেও জনপ্রিয়তা লাভ করে। কবির শৈশবকাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেলাম যে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে যেখানে কিংবদন্তির রাজা নরোত্তম দাস বা সিংহের গড় বা হাজী পালোয়ান নামক এক ফকিরের খনন করা পীরপুকুর এর পাশেই একটি ছোট মাটির ঘরে নজরুলের জন্ম হয়েছিল। দারিদ্র্য নজরুলের আবাল্য সঙ্গী। তাই মাটির কাছাকাছি মানুষের কথা তিনি বেশি করে অঙ্কিত করেছেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যগুলিতে। বাল্যকালের লেখা সাহিত্যগুলিও এর থেকে বাদ যায়নি। জানা যায় যে তাঁর বাড়ির পাশে এই গড়টি প্রাচীনকালে একাধারে ছিল নরোত্তম দাসের রাজধানি ও অস্ত্র নির্মাণের কারখানা। এখন তা পুরাকীর্তিরূপে সংরক্ষিত। শৈশব কালে নজরুলকে এই গড়টি আকর্ষন করতো। তাঁর শিশু মনে এই ভগ্নস্তূপ গড়টিকে নিয়ে জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। এই জিজ্ঞাসারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তাঁর একটি রচিত কবিতার মধ্যে -'' (ঐ) গায়ের দক্ষিণে দাঁড়িয়ে কে তুমি যুগ যুগ ধরি একা গো? /তোমার বুকে ও কিসের মলিন রেখা গো? /এ কোন দেশের ভগ্নাবশেষ?/ কোন্ দিদিমার কাহিনীর শেষ? /যার অতীতে ছায়াটুকু পাষাণের গায়ে দেখা গো-/ তোমারি উরসে কোন্ চিতোরের চিতারি ভস্ম রেখা গো?'' এই কবিতাটি ছাত্রাবস্থায় রচনা করেছিলেন কবি। নজরুলের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'। কেউ কেউ তাঁকে আবার 'তারা খ্যাপা' ও 'নজর আলী' নামে ডাকতো। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর জীবনে দুঃখের সহাবস্থান আমরা দেখতে পাই। 'তারা খ্যাপা' নামে তার বাল্য বন্ধুরা ডাকতো। কেন তারা খ্যাপা নাম হয়েছিল তা নিয়ে বহু লোকেরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে অধিকাংশ লোকেরা বলেছেন যে তারা খ্যাপা নজরুলের নাম হয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তিনি ছোটবেলা থেকেই কালী ঠাকুরের ওপরে ভক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করে দিয়ে ছিলেন। কালী ঠাকুরের খাড়া, নরমুণ্ডর মালা, পাশে শিয়াল রক্ত খাচ্ছে এই সব দৃশ্যগুলি তাঁর জীবনে গভীর রেখা পাত করেছে। পরে আমরা দেখতে পেলাম যে লোটো নাচ গান আর যাত্রা দলে অংশ গ্রহণ কালে তিনি কালী নাম করে বহু লোকসঙ্গীত গেয়ে ছিলেন। সেই সব গান কালের গতিতে হারিয়ে গিয়েছিল অলিখিত থাকার ফলে। পরবর্তীকালে তিনি যখন শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতে লাগলেন তা কিন্তু হারিয়ে যায়নি। সেগুলি মণি মুক্তার মতো উজ্বল হতে থাকে। 'নজর আলী' নামটার মধ্যেও তাঁর ইসলাম ধর্মের প্রতি ভক্তি আমরা অনুভব করতে পারি। তিনি পরিণত বয়সে বলেছিলেন তাঁর কোনও নিজস্ব ধর্ম নেই। কবির আবার ধর্ম কি। কবি তো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

বিদ্রোহী কবি নজরুল বাল্যকাল থেকেই কয়েকশত মারফতী, পাঁচালী, ব্যঙ্গ, ঠিস ইত্যাদি গান এবং লোটো -নাচের অভিনয়োপ যোগী ছোট ছোট নাটক-নাটিকা রচনা করেছেন। তাঁর বাল্য কালের রচিত সহিত্য কুলীন সমাজে সমাদৃত না হলেও গীতগুলির অনাড়ম্বর সরল ভাষা কচিমনের অনাবিল ভাব পরিস্ফুটিত এবং পরবর্তীকালে ভাষার এই সারল্য তাঁর রচিত সাহিত্য তথা শিশু সাহিত্যে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছিল এবং সাহিত্যে একটি স্বাতন্ত্রতা লাভ করে। নজরুলের তৎকালীন রচনা 'করুণ-গাথা, 'করুণ-বেহাগ' ও 'চড়ুই পাখির ছানা' যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের উজ্জ্বল নিদর্শন। বাল্যকাল থেকেই তিনি বাংলার মূল তিনটি ছন্দকে আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। রাণীগঞ্জের শিয়ালসোল স্কুলে ( ১৯১৫-১৯১৮) পাঠকালীন কবিতার ছড়া গান লিখতে শুরু করেছিলেন। ওই সময়ে তাঁর লেখা 'চড়ুই পাখির ছানা' কবিতার ভাষা পূর্বাপেক্ষা খুবই মার্জিত, ভাব প্রকাশে উন্নতি এবং ছন্দ-জ্ঞানও বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্নেহ, বাৎসল্য ও মমতার আদালে রচিত নজরুলের কবিতাটি হয়ে উঠেছে প্রাণস্পন্দস্বরূপ। 'অগ্নিগিরি' গল্পে রুস্তম সর্দারের দুরন্তপনায় নজরুলের কাজীর শিমলা এবং দরিরামপুরের অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। গল্পে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নজরুল যে ছোট বেলায় খুবই দুরন্ত ছিলেন সেটা তাঁর সৃষ্টি শিশু সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে যায়। ছোটবেলাকার দুবন্তপনার অভিজ্ঞতাকে সমানে রেখেই তিনি শিশু সাহিত্যগুলি রচনা করে গিয়েছিলেন।

নজরুল জানতেন ছোটরা জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ জাতি গঠনে কথা চিন্তা করাটা বাতুলতা মাত্র। তাদের মানসিক এবং সৃজনশীলতার বিকাশের দিয়ে গড়ে উঠে শৈশব ও কল্যাণবোধের উজ্জীবন যা সর্বোপরি তাদের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশু সাহিত্য অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। নজরুল এই বিষয়টির উপরে যত্নশীল ছিলেন। তাই শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর যত্নশীলতা এবং সুপরিকল্পনা লক্ষ্য করতে পারি।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ 'ঝিঙেফুল' ( আশ্বিন-১৩৩৩, ১৯২৬) শিশুদের জন্য রচিত এবং শিশু মনস্তত্বের স্বার্থক প্রতিফলন ঘটেছে এই কাব্য গ্রন্থে। এতে ভূমিকা স্বরূপ- কবিতাটি ছাড়াও আর তেরোটি কবিতা রয়েছে। নজরুলের বুকভরা আগুনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল যে মমতার হিমশীতল প্রবাহ তার প্রকাশ পায়। রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী নজরুল ইসলামের কাব্য ছিল বিপ্লবধর্মী। তবুও তিনি কিন্তু শিশু সাহিত্যে সেই বিপ্লবী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ না ঘটিয়ে একেবারে শৈশবের দুরন্তপনাকে সমানে রেখে যথার্থ শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায় শক্তিশালী শিশু সাহিত্যিক। তার পাশে অতি অবশ্যই বিদ্রোহী কবি নজরুলকে স্থান দেওয়া উচিত। যদিও তিনি মূলত বিদ্রোহী কবি। বিদেশি শক্তি বিরুদ্ধে বিপ্লবী পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তবুও বলা যেতে পারে তিনি শিশুদের অনাবিল আনন্দ দেওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেননি। কবির রচিত 'লিচুচোর' কবিতাটি আজও শিশুদের মুখে মুখে। অপার আনন্দে তারা এই কবিতাটি পাঠ করে। নীতি কথাকে উপস্থাপিত না করে আনন্দ উল্লাসের মধ্যে দিয়ে শিশুদের মনকে গড়ে তোলার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। কবিতাটির বিষয়বস্তু এবং স্বরবৃত্ত ছন্দের নিখুঁত প্রয়োগ বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে স্বীকৃতি নিশ্চয় দেওয়া যায়। কবির ব্যক্তিগত জীবনের দুরন্তপনার চিত্র এখানে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। কল্পনা স্বর্গ রাজ্য তিনি স্থাপন করে তিনি শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। শৈশবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে তিনি শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করেন। শৈশবের বাস্তবতার ছায়া পড়ে তাঁর শিশু সাহিত্যে। বাস্তবজীবনের দ্বন্ব-সংঘাত ও ঘাত প্রতিঘাতময় জীবনের কথা বলেছেন কবি। কবিতাটি ক্লাসিক মর্যাদা লাভ করেছে।

# বাংলার ফরেন্সিক বিভাগের উন্নয়ন দ্রুত করা হোক

**বিশেষ প্রতিবেদক**

পশ্চিমবঙ্গে ফরেনসিক বিভাগে উন্নয়ন অত্যাবশ্যক অপরাধ দমনে বিজ্ঞানের ভূমিকা আরও দৃঢ় হোক। অপরাধের ধরন যতই আধুনিক ও জটিল হয়ে উঠছে, তার মোকাবিলায় ততটাই প্রয়োজন পড়ছে প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের নির্ভুল সহায়তার। শুধু তদন্তে দক্ষতা নয়, বিচারব্যবস্থার প্রকৃত কার্যকারিতার জন্যও প্রমাণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বিজ্ঞানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর সেই দিক থেকে বিচার করলে, পশ্চিমবঙ্গে ফরেনসিক বিভাগের বর্তমান পরিকাঠামো, জনবল ও আধুনিক প্রযুক্তির দিক থেকে যে কতটা পিছিয়ে আছে, তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি চাঞ্চল্যকর অপরাধের তদন্তে সময়ক্ষেপণ এবং সন্দেহজনক রিপোর্ট জমা দেওয়ার ঘটনাগুলিতে।

সম্প্রতি রাজ্যে একাধিক চাঞ্চল্যকর অপরাধ যেমন ধর্ষণ, খুন, শিশু নিখোঁজ, অ্যাসিড অ্যাটাক বা বিস্ফোরণের মতো ঘটনাগুলিতে তদন্ত প্রক্রিয়া বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে। তার অন্যতম কারণ হলো ফরেনসিক রিপোর্টে দীর্ঘ বিলম্ব এবং তার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সংশয়। আদালতে বিচারকার্য নির্ভর করে মূলত যে তিনটি স্তম্ভের উপর; সাক্ষ্যপ্রমাণ, ফরেনসিক বিশ্লেষণ এবং পুলিশের তদন্ত;তার মধ্যে ফরেনসিকই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত। অথচ রাজ্যে এই খাতে যে অবহেলা চলছে, তা উদ্বেগজনক।

রাজ্যের একমাত্র ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগার অর্থাৎ West Bengal State Forensic Science Laboratory-এর কাজের চাপ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী বাড়েনি পরিকাঠামো, আধুনিক যন্ত্রপাতি কিংবা প্রশিক্ষিত কর্মীদের সংখ্যা। ফলে অনেক সময়েই প্রাথমিক তদন্ত শেষ হওয়ার পরেও বছরখানেক পর্যন্ত ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে পাওয়া যায় না। তার ফলে অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত হয়ে যায়, প্রমাণ নষ্ট হয়ে যায়, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, বিচার প্রক্রিয়া দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পুলিশ প্রশাসন ফরেনসিক সহায়তা পাওয়ার জন্য কেবলমাত্র মূল পরীক্ষাগারেই নির্ভর করে। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ নমুনা, বিশেষ করে ডিএনএ পরীক্ষা, টক্সিকোলজি রিপোর্ট, অ্যান্টি-মর্টেম অ্যানালাইসিস, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচিং, ডিজিটাল ফরেনসিক;এই সমস্ত পরীক্ষার জন্য একটিমাত্র কেন্দ্রীয় ল্যাব যথেষ্ট নয়। ফলস্বরূপ, রাজ্যে অনেক গুরুতর মামলার তদন্তে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে ধর্ষণের মতো অপরাধে, যেখানে ডিএনএ পরীক্ষার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়, সেখানে দেরি মানেই বিচার বিলম্ব। আর বিচারবিলম্ব মানেই বিচারহীনতার সম্ভাবনা। ফরেনসিক বিভাগের উন্নয়ন শুধু অপরাধ দমনেই নয়, বরং সমাজে একটি ভয়াবহ সংকট রোধে সাহায্য করতে পারে;তা হলো ভুল বিচার। অতীতে একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, অপর্যাপ্ত প্রমাণ বা ভুল ফরেনসিক বিশ্লেষণের কারণে নির্দোষ ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আবার প্রকৃত দোষী মুক্তি পেয়েছেন প্রযুক্তিগত সীমা বদ্ধতার কারণে। এই ধরনের ঘটনা শুধু বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা নষ্ট করে না, বরং আইনের শাসনের ভাবমূর্তিকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে।

ডিজিটাল যুগে অপরাধের ধরনও বদলে যাচ্ছে। আজকের দিনে সাইবার ক্রাইম, হ্যাকিং, চাইল্ড পর্নোগ্রাফি, অনলাইন ফ্রড, ডিজিটাল চাঁদাবাজি;এসব অপরাধ ক্রমবর্ধমান হারে ঘটছে। এই সমস্ত অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু রাজ্যে এই বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল এবং প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। ফলে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে প্রায়ই কেন্দ্র বা বেসরকারি সংস্থার উপর নির্ভর করতে হয়। এতে গোপনীয়তাও বিঘ্নিত হয়, এবং সঠিক তথ্যপ্রাপ্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

সরকারি তরফ থেকে মাঝে মধ্যে ফরেনসিক ল্যাবরেটরি আধুনিকীকরণের কথা বলা হলেও, তা কার্যক্ষেত্রে তেমন বাস্তবায়িত হচ্ছে না। বাজেট বরাদ্দ সীমিত, নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রিতা পূর্ণ, আর আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে থাকে প্রশাসনিক জটিলতা। এর ফলে অনেক সময় পুরনো যন্ত্রের উপর নির্ভর করেই পরীক্ষা -নিরীক্ষা চালাতে হয়, যার ফলে ফলাফলের নির্ভুলতা নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অন্তত একটি করে সাব-ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা জরুরি, যাতে জেলা স্তরের পুলিশ প্রশাসন প্রাথমিক ফরেনসিক সহায়তা দ্রুত পায়। সেইসঙ্গে দরকার আরও প্রশিক্ষিত ফরেনসিক এক্সপার্ট, যারা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দিকেই দক্ষ হবেন না, বরং আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন। বর্তমানে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা আদালতে হাজিরা দিতে চান না, বা তাঁদের বক্তব্য দুর্বল হয়, ফলে অভিযুক্ত লাভবান হন।

# স্ত্রী গৌরী না থাকলে কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু সৃষ্টি হওয়াটা অসম্ভব ছিল

**বিশেষ প্রতিবেদক**

এক হ্যারিকেন, দুটো কাঁথা আর এক অনড় বিশ্বাস; সমরেশ-গৌরীর সংসারের সেই অনবদ্য প্রতিচ্ছবি। আতপুরের এক কোণায়, টালির চালের নিচে, হ্যারিকেনের মলিন আলোয় লেখা হচ্ছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। সমরেশ তখন সবে সতেরো বছরের এক রুগ্ন তরুণ, জীবনের প্রতি অনাস্থা আর বেঁচে থাকার প্রতি অনিচ্ছায় ভরা। আর পাশে ছিলেন একুশের সেখানে ছিলেন স্থির, নির্ভীক। তাঁরা যে বস্তিঘরে সংসার পেতেছিলেন, তার সামনের একফালি বারান্দায় চলত গৌরীর খুন্তি নাড়ানো, ভেতরে সমরেশ বসে জলচৌকির ওপর কাগজে ডোবানো কলমে লিখতেন তাঁর কালজয়ী সব উপন্যাস। লেখার পর যিনি প্রথম পাঠিকা হতেন, তিনিই ছিলেন গৌরী। প্রথম শ্রোতা, প্রথম সমালোচক, আর হয়তো সবচেয়ে বিশ্বস্ত একমাত্র সহচর। তিনি

গৌরী, যিনি প্রেমিকা ছিলেন না কেবল, ছিলেন তাঁর সেবা, সাহস, স্বপ্ন ও সমস্ত যন্ত্রণার নিরব সাক্ষী। গৌরীর হাতে তখন সামান্য কিছু সোনার চুড়ি, আর কণ্ঠে ছিল গান। সেই কণ্ঠ দিয়েই তিনি কিছু ছাত্রী পড়িয়ে সামান্য উপার্জন করতেন। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল আকাশচুম্বী; তিনি বলতেন, তোমাকে বড় লেখক হতেই হবে। এই কথা শুধু উৎসাহ নয়, ছিল এক নিঃশব্দ শপথ। চাকরির প্রলোভনে, আর্থিক অনিশ্চয়তায়, সংসারের সংকোচে যে কোন মানুষ পিছু হটত, গৌরী কোনোদিন দালানবাড়ির গৃহিণী ছিলেন না, ছিলেন একজন অনতিবিলম্বে গড়ে তোলা স্বপ্নের ঘর। সমরেশের জীবন কিন্তু শুরু থেকে মসৃণ ছিল না। একসময় চাকরি পেয়েছিলেন ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে, তার আগে কাজ করেছেন পোলট্রি ফার্মেও। কিন্তু যখন তাঁকে বলা হয় পুলিশ ইনফর্মার হলেই মিলবে স্থায়ী চাকরি আর উপরি রোজগার, তখন তিনি ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। আত্মসম্মানের জায়গায় আপস করেননি কোনোদিন। সেই সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ তাঁর চাকরি জীবনের ইতি ঘটে এবং শুরু হয় নিঃস্ব অবস্থার এক ভয়াবহ জীবন সংগ্রাম। কিন্তু সেই সময়ে পাশে ছিলেন গৌরী;নির্বাক, অথচ দৃঢ় এক উপস্থিতি হয়ে।

এমন সময় এক ব্যক্তি, নাম নারায়ণ মিস্ত্রী, বলেছিলেন, সমরেশবাবুর আয় যতদিন না হয়, আমি ওঁর ছেলেমেয়েদের দুধ আর মুড়ি দিয়ে দেব। এই মানুষগুলোই আসলে সাহিত্যের গোপন স্তম্ভ। তারপরে সমরেশ জীবনের পথে কখনো সহজে হাঁটেননি। কৈশোরে বইয়ের চেয়ে শরৎচন্দ্র, বাঁশি, গান আর ছবি আঁকায় বেশি মন ছিল। বড়দার শাসনে বেড়ে ওঠা এই তরুণ ছেলেটি একসময় পরীক্ষা না দিয়েও পাশের ভান করে বাড়ি ফিরেছিলেন, এবং সেই মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ার পরে বাড়ির কারও চোখে ভরসা পাননি। আবার একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে পাওয়া গেল এক বন্ধুর বাড়ি মশারির নিচে ঘুমিয়ে। তারপর পরিবারের চাপ, সমাজের টানা পোড়েন, বড়দার অবিশ্বাস;সব মিলে একরকম মানসিক দোলা চলের মধ্যে সমরেশ প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজেকে শেষ করে দেবেন। সেই সময় গৌরী এগিয়ে এলেন সমরেশকে বাঁচাতে। তাঁর নিজের গয়নাগাটি বিক্রি করে ছোট ভাই দেবশঙ্করের হাতে টাকা তুলে দিলেন, যাতে সমরেশকে উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর পাঠানো যায়। গরমে, জল-হাওয়ায় তাঁর শরীর ধীরে ধীরে সেরে উঠল, আর তার সঙ্গে সেরে উঠল মন। সেই সময় গৌরীর স্নেহ, যত্ন, আর চুপচাপ সাহচর্যে সমরেশ বুঝতে পারলেন, জীবনে এই এক নারীর হাতই তাঁকে সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে পারে। তিনি আর গৌরীর সম্পর্কটা প্রেম নয়, তা ছিল সহমর্মিতায় মোড়া এক ভিন্নতর আত্মিক বন্ধন।

সমাজ সেই সম্পর্ক মেনে নেয়নি। সমরেশের পরিবারও গৌরীকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু তাঁদের ভালোবাসা তাতে থেমে থাকেনি। একদিন সমরেশ একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে রথতলা থেকে গৌরীকে তুলে আনলেন। পথেই মানসিক চাপে গৌরী অজ্ঞান হয়ে যান। একটি কলতলায় গাড়ি থামিয়ে সমরেশ নিজের হাতে জল এনে তাঁর মুখে ছিটিয়ে তাঁকে স্বাভাবিক করলেন। সেই মুহূর্তটাই তাঁদের জীবনের এক চিরন্তন দৃশ্য হয়ে থাকল;ভবিষ্যতের পথে একসঙ্গে হাঁটার শপথের অনাড়ম্বর মুহূর্ত।

তাঁরা আতপুরের বস্তিতে নতুন করে সংসার পাতালেন। হ্যারিকেনের আলো, জলচৌকির দোয়াত, আর গৌরীর নিঃশব্দ প্রেরণায় গড়ে উঠল সেই সাহিত্যিক জগৎ, যা আজ আমাদের কল্পনাও ছুঁতে পারে না। পরবর্তীতে সেই সমরেশ বসুই রচনা করলেন 'প্রজাপতির মৃত্যু নেই', 'বিবর', 'মৃত্যুর পরে', 'শাহজাহান', 'উত্তরপুরুষ'-এর মতো উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যের পরিধি ছাপিয়ে উঠে এল এক কালজয়ী নাম; সমরেশ বসু। কিন্তু সে ইতিহাসের অন্তরালে যদি কারও আত্মত্যাগ সবচেয়ে নীরব অথচ অনিবার্য হয়, তিনি ছিলেন গৌরী বসু। তাঁকে শুধু সহধর্মিণী বললে কম বলা হয়, তিনি ছিলেন তাঁর সাহিত্যের প্রথম বৃষ্টি, প্রথম জোনাকি, প্রথম ছায়া। সমরেশ বসুকে স্মরণ করলে গৌরী বসুর নাম উচ্চারিত হয়।

# পাঠকদের কলমে ঝুলন যাত্রা

**বিশেষ প্রতিবেদক**

বনেদি বাড়ির ঝুলনযাত্রা ২০২৫

আমাদের ছোটবেলায় ঝুলন একটা বড়ো আকর্ষণ ছিল, যেটা এখন অনেকটাই লুপ্তপ্রায়। তখন পাড়ায় বেশিরভাগ বাড়ীর রোয়াক, বারান্দায়,ঘরের কোণে বা কোনো টেবিলে বাড়ীর ছোটরা তাদের দাদা দিদি বা বড়ো কারোর সাহায্য নিয়ে ঝুলন সাজাতো। তাতে সুড়কীর গুঁড়ো দিয়ে তৈরী করতাম রাস্তা, বালি,কাঠের গুঁড়ো,ঘাসের চাই কেটে এনে দিত দাদারা সেটা দিয়ে জঙ্গল, সেই জঙ্গলে বাঘ লতাপাতা দিয়ে গুহা তৈরী হতো যাতে মাটির সিংহ রাখা হতো আর সবকিছুর কেন্দ্রে ঝোলানো হতো রাধা কৃষ্ণের মূর্তি। আর এই সব মাটির পুতুল কিনতাম কোনো না কোনো মেলা থেকে।ঝুলনের আগে কোথাও মেলা বসলে সেখানে যেতাম নতুন কিছু পুতুল এলো কিনা সেটা দেখতে।এসব এখন অতীত। বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো,জগদ্ধাত্রী পুজো,রাস সবই দেখেছি। ইচ্ছা ছিল ঝুলনটাই বা বাদ পরে কেন! ভালো লাগলো এখনো অনেক বাড়িতে চিরাচরিত নিয়ম মেনে ঝুলন উৎসব পালন করা হয়,ঝুলন সাজানো হয়। তাদেরই মধ্যে অন্যতম মানিকতলা চালতা বাগানের সাহাবাড়ির ঝুলনমন্দির। শতবর্ষ পেরোলো এই ঝুলন উৎসব। সাদা রঙের পঞ্চচূড়া মন্দিরে নিত্য পুজো রাধাকৃষ্ণ ও বাবা ভোলনাথের। ঝুলন উপলক্ষ্যে বিশেষ ভাবে সেজে ওঠে বাড়িটি, সে রংবেরঙের আলো হোক বা হাজার টাকার ঝাড়বাতি। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে জীবনের নানান ঘটনাকে পুতুলের মাধ্যমে সাজানো নিখুঁতভাবে। যেগুলো ছোট থেকে বড় সকলেরই ভালো লাগার কথা। আমি যেন নিজের ফেলে আসা ছোটবেলায় ফিরে গেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য।

সাহাবাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির রাস্তা জুড়ে মেলা বসেছে। ফুচকা, ঘুগনি,হালফিলের মকটেল থেকে রকমারি জিনিসের জুড়ি মেলাভার। সেই মেলার মধ্যে দিয়েই আর একটি ঝুলন বাড়ি ঢোকার পথ।মন্ডলদের ঝুলন বাড়ি।এক কথায় অপূর্ব।বাড়িটি বিশেষ বড় নয় তবে ছোটর ওপর এমন সুন্দর সাজসজ্জা মনকে ছুঁয়ে গেলো।এক সময় ঝুলনের এক সপ্তাহব্যাপী প্রতিদিন রাধাকৃষ্ণের বেশ পাল্টানো হত,এক একদিন এক একরকম।

এই বাড়ির ঝুলন উৎসবও ৯০ এর ঘরে।যেখানে আমরা আমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে হারাতে বসেছি সেখানে এই পরিবারগুলোকে সাধুবাদ জানাতেই হয় এই অতীত পরম্পরাকে বজায় রেখে চলার জন্য।

স্থানীয় একজনকে বলতে শুনলাম এখন কিছুই নেই আগে যা ছিল।নাই বা থাকুক আগের জৌলুস তবুও এটুকুও যেন থাকে,আগামী প্রজন্ম অন্তত এই ঝুলন উৎসব নামটার সাথেই না হয় পরিচিত হোক,সম্ভব হলে দেখতে যাবার পথটা তো খোলা থাকুক। ঝুলন নিয়ে আপনাদের ছোটবেলার কোন কথা বা ঘটনা মনে পড়লে অবশ্যই লিখবেন।

কলকাতার বউবাজার এলাকায় বহু বাড়িতে একন ঝুলন হয়ে থাকে। রামকানাই অধিকারী বাড়ি এবং উড়ে বলাই এর বাড়িতে চিরাচরিত রীতি মেনে এখনও ঝুলন যাত্রার আয়োজন করা হয়। সাত দিন ধরে গান বাজনার আসর বসে। ভক্তিমূলক গান। পদাবলির গান থেকে শুরু করে চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ পর্যন্ত হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এর গানও শুনতে পাওয়া যায়।

# শ্রী বিশাল কাপুর হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন

হাওড়া, ৬ আগস্ট ঃ শ্রী বিশাল কাপুর, আইআরএমএসই (১৯৯৪ ব্যাচ), ৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স (আইআরএমএসই)-এর ১৯৯৪ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা এবং ভারতীয় রেলওয়ে এবং বিদ্যুৎ খাতে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত বৈচিত্র্যপূর্ণ পেশাদার অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। সিঙ্গাপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লি কুয়ান ইউ স্কুল অফ পাবলিক পলিসির প্রাক্তন ছাত্র, শ্রী কাপুর জনপ্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি জামালপুরের আইআরআইএমইই থেকে স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেন্টিস (এসসিআরএ) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কাউন্সিল (লন্ডন) এবং এএমআইই (ভারত) থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শ্রী কাপুর ১৯৯৪ সালে ভারতীয় রেলওয়েতে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিগত এবং নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৭ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে, তিনি পশ্চিম রেলওয়ের আবু রোড, ফুলেরা, ভদোদরা, সবরমতী এবং ভাটভায় ওপেন লাইন এবং ডিজেল শেডগুলিতে AME, DME এবং সিনিয়র DME হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তানজানিয়া এবং মায়ানমারে ২৫ টি লোকোমোটিভ রপ্তানির নেতৃত্ব দেন। **ডিজেল শেডঃ** ভারতীয় রেলের প্রথম। ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত, তিনি রিসার্চ ডিজাইনস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন (RDSO) -এ পরিচালক (মান) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যেখানে তিনি ভারতের প্রথম অটোমোবাইল বহনকারী ওয়াগন এবং অন্যান্য বিশেষ মালবাহী গাড়ির নকশায় অবদান রাখেন। ২০১৫ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত, শ্রী কাপুর বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ে পরিচালক এবং পরে যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যেখানে তিনি ভারতের বৃহত্তম বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ৩ লক্ষ কোটি টাকার রিভাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম (RDSS) -এর প্রধান চালক ছিলেন। তিনি DDUGJY, IPDS এবং SUBHAGY এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতে সর্বজনীন বিদ্যুৎ প্রবেশাধিকার অর্জনে অবদান রেখেছেন, একই সাথে বিতরণ ইউটিলিটি সংস্কার, ডিজিটাল রূপান্তর (GIS, SCADA, IT/OT) এবং ADB, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি বহুপাক্ষিক সংস্থার সাথে অর্থায়ন ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত, EESL-এর CEO এবং CESL-এর MD ও CEO হিসেবে, তিনি ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ভারতের বৃহত্তম বৈদ্যুতিক বাস প্রোগ্রামে (২০,০০০ ই-বাস) ব্যাপক অবদান রেখেছেন, CESL-এর আন্তর্জাতিক বৈদ্যুতিক যানবাহন উদ্যোগ সম্প্রসারিত করেছেন, ৩,৫০০ কোটি টাকার পেমেন্ট সিকিউরিটি মেকানিজম গঠনে অবদান রেখেছেন এবং শক্তি-সাশ্রয়ী পণ্য এবং সরঞ্জামের জন্য প্রথম ডিজিটাল বাজার EESL মার্ট- এর পথপ্রদর্শক। শ্রী কাপুর সফলভাবে বৃহৎ, ক্রস-ফাংশনাল দল পরিচালনা করেছেন এবং অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং জননীতির সংযোগস্থলে কাজ করেছেন। তাঁর কাজ ধারাবাহিকভাবে কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ফলাফল-চালিত বাস্তবায়নকে প্রতিফলিত করেছে, বিশেষ করে আধুনিকীকরণ, স্থায়িত্ব এবং জনসেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে। তাঁর নেতৃত্বে, হাওড়া বিভাগ ভারতীয় রেলওয়ের সামগ্রিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কর্মক্ষম উৎকর্ষতার উত্তরাধিকারকে আরও শক্তিশালী করতে, যাত্রী পরিষেবার মান বৃদ্ধি করতে এবং অবকাঠামোগত আধুনিকীকরণের গতি ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী।

# ঘরে ঘরে দাবা পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে বর্ধমানে একগুচ্ছ কর্মসূচিতে গ্রান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ আগস্ট ঃ ঘরে ঘরে দাবা পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে একগুচ্ছ কর্মসূচিতে বুধবার বর্ধমানে এলেন গ্রান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া।

এদিন তিনি প্রথমে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদে একটি বৈঠকে যোগ দেন। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বাঙালীর গর্ব তথা প্রথম বাঙালী গ্রান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়াকে সম্মাননা জানান জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। ওই বৈঠকে উপস্থিত শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার, পূর্ব বর্ধমান চেস অ্যাসোসিয়েশনের দুই পদাধিকারী রাজেশ সুরানা ও সজল চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। পূর্ব বর্ধমান জেলায় যাতে স্কুল পর্যায়ে যাতে দাবা খেলার প্রচলন বাড়ে এবং স্কুলে স্কুলে দাবা শেখানোর ব্যবস্থ্যা যাতে করা যায় সেই নিয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। জেলা পরিষদের বৈঠকের পর বোরহাট কালীতলায় রোটারী ক্লাবের ভবনে 'চেস অ্যাকাডেমি'র উদ্বোধন করেন দিব্যেন্দু বড়ুয়া। তিনি বলেন, এখন বাচ্ছারা খেলছে কারন তাদের বাবা মা রা চাইছে তাদের ছেলেরা দাবা খেলুক। কারন চেস বা দাবা খেললে বাচ্ছাদের মানসিক গঠন সুদৃঢ় হয়। চেস খেলে বড় খেলোয়ার না হতে পারলেও পড়াশোনায় একাগ্রতা বাড়ে, চঞ্চল মস্তিষ্ক স্থির হয়, পরিকল্পনা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে পড়াশোনাতেও বাচ্ছারা অনেক উন্নতি করতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে অধৈর্য ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে চেস বা দাবা খেললে ধৈর্য্য বাড়াতে সাহায্য করে। তাছাড়া দাবা খেলতে গিয়ে পরাজিত হলে সেটাকে মেনে নিতে হবে, তাহলে ভাল খেলোয়াড়ের পাশাপাশি ভাল মানুষ হতে পারবে ছেলেমেয়েরা বলে জানান তিনি। এদিন সন্ধ্যায় শ্রীপল্লীর কাছে 'চেস স্কুল' এ গিয়ে সেখানকার দাবা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন তিনি। দাবার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেবার পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সন্তানদের প্রতি আস্থা ও পাশে থেকে উৎসাহ যোগানোর আবেদন জানান তিনি। হাতের সামনে গ্রান্ড মাস্টারকে পেয়ে খুশীতে আপ্লুত হয়ে ওঠে কচিকাচা দাবারুরাও।

# পুকুর থেকে উদ্ধার শিশুকন্যার দেহ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ আগস্ট ঃ বাড়ির পাশের পুকুরে উদ্ধার হলো এক মূক ও বধির শিশুকন্যার দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল দেখা দিয়েছে করিমপুরে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে মৃতার মাকে। জানা গেছে, নদীয়ার করিমপুরের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকত বছরের সাতের ওই শিশু। বাবা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। ভিনরাজ্যে থাকতেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাচ্চাটি বাড়িতেই থাকত। মায়ের সঙ্গেই কাটত তার দিন। বুধবার সকালে বাড়ির পিছনের পুকুরে শিশুটিকে পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। পুলিশ উদ্ধার করে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রতিবেশীদের দাবি, জলে ডুবে মৃত্যু হলে দেহে যা পরিবর্তন দেখা যায়, এক্ষেত্রে তা হয়নি। স্থানীয়দের দাবি, এই মৃত্যুর পিছনে থাকতে পারে চক্রান্ত।

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৫৭-৬০-২৫, তারিখ ঃ ০৫.০৮.২০২৫।** ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত অনুযায়ী এসটিপি, রোড আন্ডার ব্রিজ/সাবওয়ে এবং নানাবিধ কাজের জন্য ০৪ (চার) টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ক্র.নং.-১। **টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৫৭-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিসনে চাণ্ডিলে (১টি) কম্প্রিহেনসিভ সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৯,৬৬,০৬৫.৪৯ টাকা। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৫৮-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিসনে বক্স পুশিং প্রক্রিয়া দ্বারা আসানসোল-চাণ্ডিল সেকশনের মাঝে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেট নম্বর জেসি-৫১-এর অপসারণের জন্য আরইউবি/সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,০৮,৪১,৯১২.৭৭ টাকা। ক্র.নং.-৩। **টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৫৯-২৫। কাজের বিবরণঃ** আদ্রা ডিভিসনে আদ্রা-চাণ্ডিলের মাঝে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেট নম্বর জেসি-১-এর অপসারণের জন্য আরইউবি/সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৫৭,৮৬,৮৬৭.৬২ টাকা। ক্র.নং.-৪। **টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-৬০-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিসনে আদ্রা- চাণ্ডিল সেকশনের মাঝে প্রহরীযুক্ত লেভেল ক্রসিং গেট নম্বর জেসি-৭-এর অপসারণের জন্য আরইউবি/সাবওয়ে নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৮৮,৪১,৫০৭.৮৬ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০.০৯.২০২৫ দুপুর ৩টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। (PR-486)

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এফ_এলএলএইচ_সিগন্যাল_৫৯_১, তারিখ ০৪.০৮.২০২৫।** ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (বিজেপি), পূর্ব রেল, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** কাজের চুক্তির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে অনুমোদিত বাইরের এজেন্সি দ্বারা বিএআরসি/এইআরবি থেকে এক বছর সময়সীমার জন্য বাট্ ওয়েল্ড জয়েন্টের রেডিওগ্রাফি টেস্ট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৪২,১৬,৬৪০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,২১,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ১১.০৮.২০২৫। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৮.২০২৫, দুপুর ১২.৫১ মিনিট। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৮.২০২৫, দুপুর ২টা। (MISC-158/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৬৪, তারিখ ০৪.০৮.২০২৫।** সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/১৪/২৫-২৬/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে এসএসবিপিএসি(ডি) দ্বারা টিএলবিআই-এর প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯১,৫৭,৫৮৫.০৬ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ২,৪৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৯.০৮.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০৯.২০২৫-এ দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ০২.০৯.২০২৫-এ দুপুর ২.৩০টায়। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, তিন/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** "ডেটা লগার অথবা আরটিইউ অথবা ইআই বা আরআরআই বা পিআই বা আইবিএস বা আইবিএইচ বা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা ইয়ার্ড মডিফিকেশন সম্পর্কিত যে কোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ"-কে বর্তমান টেন্ডার কাজটির অনুরূপ ধরনের কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। (SDAH-153/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# খরিয়ার বিবেকানন্দ পল্লীতে আবারও শুরু রাস্তার কাজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ খরিয়ার বিবেকানন্দ পল্লীতে রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর, আলোচনার পর আবার শুরু কাজ। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ পল্লি এলাকায় নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগে স্থানীয়রা কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। অভিযোগ ওঠে, ঠিকাদার সংস্থার কিছু কর্মী এবং বহিরাগতদের সঙ্গে মিলে তৃণমূলের কিছু নেতা পরিকল্পিতভাবে কাজ আটকে দেন। তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ, রাস্তার কাজ থেকে কাটমানি নেওয়ার চেষ্টা করেন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য। যদিও বিজেপি দাবি করেছে, তৃণমূলের অসাধু নেতাকর্মীরাই চাঁদাবাজির উদ্দেশ্যে কাজ বন্ধ করতে চেয়েছিল। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও স্থানীয় মানুষ একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানান। অবশেষে ঠিকাদার সংস্থা, স্থানীয় নেতৃত্ব ও বাসিন্দাদের আলোচনায় সমস্যার সমাধান হলে ফের শুরু হয় রাস্তার কাজ। ঠিকাদার সংস্থার অভিযোগ, কিছু মানুষ কাটমানি দাবি করেছিল বলেই এই সমস্যা দেখা দেয়। তবে আপাতত কাজের গুণগত মান নিয়ে সকলেই সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

# মুর্শিদাবাদে রবিনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া, ৫ দিন ধরে মৃত মায়ের দেহ আগলে ছেলে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ আগস্ট ঃ এবার মুর্শিদাবাদ জেলায় কলকাতার রবিনসন স্ট্রিট কাণ্ডের ছায়া। মৃত মায়ের দেহ আগলে বসে রইলেন তার মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে। বুধবার সকালে বন্ধ ওই বাড়ির ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে। তখনই স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন পুলিশে। বাড়িতে ঢুকতেই পুলিশের চক্ষু চড়ক গাছ। পুলিশ দেখে, বাড়ির মালিক বাসন্তী সাহার (৬০) পচা গলা দেহ আগলে বসে রয়েছে তার মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে সুজয় সাহা (৩০)। সামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতা পঞ্চায়েতের কর্মকার পাড়ার এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এক সময় সুজয় পড়াশোনায় যথেষ্ট ভালো ছিলেন এবং তিনি কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও একটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতেন। পড়াশোনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সুজয়ের কিছু মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। তারপর থেকেই সে সামশেরগঞ্জের বাড়িতে নিজের মায়ের সঙ্গে থাকতো। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজয়ের এক ভাই রয়েছে। কিন্তু ছোট ভাই বাড়িতে থাকলেই মানসিক ভারসাম্যহীন সুজয়, তাকে মারধর করতো। তাই সুজয়ের ছোট ভাই বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। সামশেরগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে মা এবং দাদার সঙ্গে তার যোগাযোগ খুব কম ছিল। মৃত বাসন্তীদেবীর প্রতিবেশীরা বলেন, সুজয়ের মানসিক ভারসাম্যহীনতা অত্যন্ত প্রকট ছিল। তবে বাসন্তীদেবীরও অল্প মানসিক সমস্যা ছিল। সেই কারণে মা এবং ছেলে কেউই পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করতেন না। বাসন্তী সাহার এক প্রতিবেশী জানান, 'গত ৪-৫ দিন ধরে মা এবং ছেলেকে বাড়ির বাইরে বের হতে দেখা যায়নি। এমনকি বাড়ির ভিতর থেকেও কোনও সাড়া শব্দ আমরা পাচ্ছিলাম না। দু'জনেই যেহেতু মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন তাই আমরা বিষয়টিতে কোনও গুরুত্ব দিইনি। আজ ওই বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। আমরা জানি না ওই মহিলার কীভাবে মৃত্যু হয়েছে।' সামশেরগঞ্জ থানার এক আধিকারিক যদিও ইঙ্গিত করেছেন, ওই মহিলাকে তার মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে সুজয় খুন করে থাকতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে পুলিশের অনুমান, ওই মহিলার কমপক্ষে ৪-৫ দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। তবে দেহটিতে ভয়ঙ্কর ধরনের পচন ধরে যাওয়ায় ওই মহিলার শরীরে কোনও আঘাত রয়েছে কিনা তা বোঝা সম্ভব হয়নি পুলিশের পক্ষে। ওই আধিকারিক আরও জানান, 'কিছুদিন আগে সুজয়ের পরিবারের এক সদস্যের তরফ থেকে আদালতে একটি মামলা করা হয়েছিল এবং তাকে চিকিৎসার জন্য মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করা হয়েছিল। আজ আদালতের আদেশ পালন করার জন্য আমরা যখন ওই বাড়িতে যাই তখন বাসন্তীদেবীর বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমরা দেখতে পাই সুজয় সাহা মৃত মায়ের দেহের পাশে বসে রয়েছে। মায়ের যে মৃত্যু হয়েছে সেই বিষয়ে তার কোনও অনুভূতি ছিল না।' সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ইতিমধ্যে বাসন্তীদেবীর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এর পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্যহীন সুজয়কে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে বহরমপুরে মানসিক হাসপাতালে।

# টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ঝাউডাঙ্গা, ক্ষতির মুখে পাট ও ফুলচাষ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৬ আগস্ট ঃ গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি এবং তার সঙ্গে ব্যারেজগুলি থেকে লাগাতার জল ছাড়ার ফলে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের ঝাউডাঙা পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার এলাকায় পৌঁছে দেখা যায়, ঝাউডাঙ্গার নিচু মাঠের পাট চাষের জমিগুলি সম্পূর্ণ জলের তলায়। হালতাচড়া মাঠ সংলগ্ন এলাকায় গাঁদা ফুলের চাষও জলের মধ্যে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, নদীয়া জেলার সঙ্গে বর্ধমানের সংযোগকারী সড়ক পথটিও ইতিমধ্যেই জলের নিচে চলে গেছে। ফলে ওই পথে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এখন নৌকা। স্থানীয় চাষিরা জানিয়েছেন, নিচু জমিতে জল জমে যাওয়ায় পাট কাটা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রমিকেরও তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। অপরদিকে, দুর্গাপুজোর আগে যেসব ফুলচাষিরা আশায় বুক বেঁধে গাঁদা ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন, তাদের জমিতেও জল ঢুকে পড়েছে। ফলে চারা গাছ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তারা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার সময় জল জমে সমস্যা তৈরি হলেও এখনও পর্যন্ত এই সমস্যা মোকাবিলায় স্থায়ী কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

# উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপের জুলাই ২০২৫ মাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

মালিগাঁও, ৬ আগস্ট ঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ (এনবিকিউএস) ২০২৫ সালের জুলাই মাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা দক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ, উদ্ভাবন এবং পরিচালনগত উৎকর্ষতার প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন করে। কোচ উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে, ওয়ার্কশপটি মোট ৭৮.৫টি কোচ আউট-টার্ণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ২৪টি আইসিএফ (নন-এসি), ৪টি আইসিএফ (এসি), ৪০টি এলএইচবি (নন-এসি), ১৪টি এলএইচবি (এসি) যার মধ্যে রয়েছে ৪টি পাওয়ার কার, ৬ টি ডেমু ট্রেইলার কোচ, ২ টি ডেমু ড্রাইভিং পাওয়ার কোচ, ২টি এনএমজিএইচএস (পিওএইচ), ৬ টি এনএমজিএইচএস এনএমজিএইচ রূপান্তরিত কোচ এবং ১টি ইন্টারমিডিয়েট ওভারহলিং কোচ। অতিরিক্তভাবে, মাসে ১৩৪ টি ওয়াগন টার্ন আউট করা হয়েছে, এবং সেন্টার বাফার কাপলিং (সিবিসি) ইয়ক না থাকার কারণে ১১টি ওয়াগন আটকে রাখা হয়েছে। ট্রলি প্রেরণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, ওয়ার্কশপটি মোট ১০৮টি কোচ সেট প্রেরণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ৪৩টি এসএস১ সেট, ২০টি এলএইচবি নন-এসি, ২৩টি এলএইচবি এসি, ৫২টি আইসিএফ নন-এসি, ৭টি আইসিএফ এসি এবং ৬ টি ডেমু সেট। চাকা প্রেরণ বিভাগের অধীনে, এনবিকিউএস ২২৩টি চাকা জোড়া প্রেরণ করেছে যার মধ্যে রয়েছে বিসিএন -এর জন্য ৭২ জোড়া, এলএইচবি -এর জন্য ১০৫ জোড়া, আইসিএফ -এর জন্য ৪২ জোড়া এবং ৪টি বিশেষ শ্রেণীর চাকা। ওয়ার্কশপটি নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা উন্নত করার উপর জোর দিয়েছিল। জুলাই মাসে, ৫টি ওয়াগনকে টুইন পাইপ এয়ার ব্রেক সিস্টেমে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, যার ফলে মোট সংখ্যা ২৬২টিতে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এনবিকিউএস থেকে বেরোনো সমস্ত ওয়াগন ১০০ টুইন পাইপ সম্মত। অতিরিক্তভাবে, দরজার উচ্চতা হ্রাস এবং দরজা ব্লক করার জন্য ২৭ টি ওয়াগন পরিবর্তন করা হয়েছিল, যার ফলে মোট ৩৮৪টি ওয়াগনে এখন এই পরিবর্তন করা হয়েছে। অধিকন্তু, উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ৩৫টি অভ্যন্তরীণ পণ্য তৈরি করা হয়েছিল। পর্যায়ক্রমিক ওভারহ'লিং কার্যক্রমের সময় নতুন নকশা পরিবর্তন বাস্তবায়নে এনবিকিউএস ১০০ সম্মতি নিশ্চিত করেছে। পরিবেশগত এবং হাউস কিপিং -এর লক্ষ্যের দিক থেকে, কর্মশালাটি ৩২৬.৩৮৪ মেট্রিক টন ফেরাস এবং ৩৭.১৯৩ মেট্রিক টন নন-ফেরাস স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তি করেছে, যা স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং কর্মশালার পরিচ্ছন্নতা উন্নত করতে সহায়তা করেছে। গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের মধ্যে, ওয়ার্কশপটি সফলভাবে বিটিপিএন ট্যাঙ্ক ওয়াগনের জন্য একটি সেফটি ভালভ টেস্ট বেঞ্চ তৈরি করেছে, যা ০.৩৫ কেজিসেমিও থেকে ১.৪ কেজিসেমিও পর্যন্ত চাপে সঠিক পরীক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সিস্টেমটি সেফটি টেস্টিং দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও, কর্মশালার কর্মী এবং তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে পরিচালনার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া উন্নত করার জন্য বিটিপিএন ট্যাঙ্ক ওয়াগন ভর্তি এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার একটি প্রোটোটাইপ মডেল তৈরি করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কোচ নং ১২৫০০১ (এলডব্লিউএফএসি) ইউনিট এক্সচেঞ্জ পদ্ধতি ব্যবহার করে আউট-টার্নড করা হয়েছিল। এই সার্বিক সংস্কারের মধ্যে ছিল সিট এবং বার্থ রেক্সিন প্রতিস্থাপন, নতুন পিভিসি মেঝে, ভিনাইল মোড়ক, ডি- ক্যাল পেইন্টিং এবং প্রধান বৈদ্যুতিক এবং এয়ার ব্রেক উৎপাদান প্রতিস্থাপন, যা কোচ সংস্কারের একটি আধুনিক পদ্ধতি প্রদর্শন করে। এনবিকিউএস ওয়ার্কশপ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা তার প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং প্রগতিশীল উদ্যোগের মাধ্যমে অঞ্চল জুড়ে রোলিং স্টকের নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

# আজও শিলদার রাসমঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস নিয়ে

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৬ আগস্ট ঃ চূড়ায় আগাছা, অযত্নে দু'শো পার হওয়া রাসমঞ্চ। যেন ধ্বংসের অপেক্ষায় দিন গুনছে শিলদার ঐতিহ্যবাহী প্রত্ন-কীর্তি রাসমঞ্চ! যাঁর রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল তিনি রানি কিশোরমণি। ঐতিহাসিক সেই রানীর স্মৃতিবিজড়িত রাসমঞ্চ ধ্বংসের প্রহর গুনছে। শিলদার কিংবদন্তি রানী ছিলেন রানী কিশোরমণি। তাঁর আমলে তৈরি রাসমঞ্চটি রয়েছে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি ব্লকের শিলদা এলাকার নাদ পাড়ায়। সরু রাস্তার ধারে। ঝামা পাথরের তৈরি 'নবরত্ন' রাসমঞ্চটির ন'টি চূড়া বট, অশ্বত্থ গাছ আর আগাছায় ভরেছে। সংস্কারের অভাবে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাসমঞ্চ। শিলদার নতুন প্রজন্মের অনেকেরই এই রাসমঞ্চের ইতিহাস অজানা। বর্তমানে রাসমঞ্চের ভিতরেও আগাছা ও আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। শিলদার তরুণ সংঘের সম্পাদক নিমাই চন্দ্র নাদ বলছেন, রাসমঞ্চ, হাতিদুয়ার, সংস্কার প্রয়োজন। ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। সংস্কার হলে পর্যটকদের অন্যতম স্থান হয়ে উঠবে। প্রাসাদ চত্বরে রাধা-কৃষ্ণের মন্দির এবং বাইরে রাসমঞ্চ তৈরি করান রানি। কিশোরমণির মৃত্যুর পরে প্রাসাদ চত্বরটি মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির হাতে চলে যায়। চুরি যায় বিগ্রহগুলি। বাম আমলে প্রাসাদ চত্বরের একাংশ জমি খাস হয়ে যায়। এখন প্রাসাদের অস্তিত্ব নেই। তবে প্রাসাদের প্রধান তোরণ 'হাতিদুয়ারটি' রয়েছে। বছর দশেক আগে প্রাসাদ চত্বরের জমিতে তৈরি হয়েছে বেলপাহাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার (বিএলআরও) অফিস। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রাসমঞ্চ সংস্কার করা খুবই প্রয়োজন। সংস্কার না হলে ঐতিহাসিক রাসমঞ্চ ধ্বংস হয়ে যাবে।

# কালচিনি স্টেশনকে ভিস্তাডোম ট্রেনের স্টপেজ উপহার রেলের

দুরন্ত বার্তা, কালচিনি, ৬ আগস্ট ঃ হাসিমারার পর কালচিনি রেল স্টেশনে দাঁড়াবে টুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন। কবে থেকে মিলবে স্টপেজ? তা জানা না গেলেও, কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামার কথায় এই ট্রেনটির এই স্টেশনে স্টপেজের জন্য রাজি হয়েছে রেল বিভাগ। সম্প্রতি রেলমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। পর্যাপ্ত ট্রেন না থাকার কারণে কালচিনির মানুষের কী কী সমস্যা হচ্ছে তা তুলে ধরেন তিনি। এরপরেই তিন-চারটি ট্রেন চালু করার প্রতিশ্রুতি মিলেছে, যার মধ্যে রয়েছে এনজেপি থেকে আলিপুরদুয়ারগামী টুরিস্ট স্পেশাল ভিস্তাডোম এক্সপ্রেস। ২০২১ সালের ২৮ অগাস্ট থেকে প্রথম যাত্রা শুরু করে আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের প্রথম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ভিস্তাডোম। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত প্রথমে সপ্তাহে তিন দিন এই ট্রেন চলত। পরে ওই বছরই ২২ নভেম্বর থেকে এই ট্রেন সপ্তাহে সাত দিনই চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল। মহানন্দা, চাপড়ামারি, বক্সা, জলদাপাড়া বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে চলা এই পর্যটক স্পেশ্যাল ট্রেনটি। ট্রেনের দু-দিকের সাদা কাচের ভেতর থেকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন পর্যটকরা। হাসিমারার পর এই ট্রেনের স্টপেজ হয়েছে রাজাভাতখাওয়াতে। কালচিনিতে কোনও স্টপেজ না থাকায়, পর্যটনে পিছিয়ে পড়ছে কালচিনি ও সংলগ্ন এলাকা বলে জানান বিশাল লামা। তিনি জানান, কালচিনি আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম জনপদ। ব্যবসা, পর্যটন সব জড়িয়ে রয়েছে এই এলাকার সঙ্গে। টুরিস্ট স্পেশ্যাল ট্রেন এখানে স্টপেজ দরকার, পাশাপাশি আরও দূরপাল্লাগামী ট্রেনের স্টপেজ দরকার।

**NIT, Govt. of West Bengal.**

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Annual Maintenance of Computers, Photocopier, Printers & peripherals installed at office of The National Highway Circle-I of P.W(Roads) Dte. at Khadya Bhaban, Kolkata-700 087 for 01 (One) Year. **[Job No: KIT/OW/113 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-106/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_887991_1** Bid Submission Closing : **19.08.2025 up to 03.00 PM**

2. Name of Work: "Annual Maintenance of Desktop Computers, Photocopier, Printers & peripherals installed at office of The Chief engineer, PIU, ROB, and office of The Superintending Engineer, Mechanical Circle, and offices of The Executive Engineer, N.H. Planning & Design Division-III of P.W(Roads) Dte. at Khadya Bhaban, Kolkata-700 087 for 01(One) year **[Job No: KIT/OW/114 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-107/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_888072_1** Bid Submission Closing : **20.08.2025 up to 03.00 PM**

3. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP at Red Road, Kolkata on 15.08.2025 in connection with the Celebration of Independence Day, 2025 **[Job No: KIT/RW/049 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-108/T/25-26 (SHORT)** Tender ID: **2025_WBPWD_888256_1** Bid Submission Closing : **11.08.2025 up to 09.00 AM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

**Sd/-**
**Executive Engineer, PWD**
**Kolkata IT Division**

Online e-tenders are hereby invited by the Pradhan, Barameshya Ramnagar Gram Panchayat from the reliable bonafide resourceful contractors for various types of works for **e- NIT NO- BRGP/06(e)/2025-26 date - 06.08.2025**. Particulars: Date of publishing:- **08.08.2025 at 10.00 am**, Period and time for downloading/Collecting bidding documents :- **08.08.2025 from 10.00 am to 15.08.2025 upto 18.00 pm**, Last date of original draft & original documents submission :- **15.08.2025 upto 18.00 pm**, Date & Time of technical bid opening:- **18.08.2025 at 12.30 pm,** Date & Time of financial bid opening (subjected to completion of technical evaluation):- To be informed later. For details visit: **http://www.wbtenders.gov.in** or Gram panchayat office.

**Sd/-**
**Pradhan,**
**Barameshya Ramnagar Gram Panchayat**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer(Electrical)/LTG/Z-1/BR-1, KMC** invited e-tender online percentage rate two bid system for the following Works:

**(1) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/12/25-26 (1st Call)**

Name of the Work: **Repairing and replacement of decorative lighting system at Raja Manindra Road and Northern Avenue in Ward No.- 4 under Br.-1**; Estimated Amount: **Rs. 1,97,336.00;** Earnest Money: **Rs. 4,000.00;** Period of Completion **: 30 days.** Last date and time of submission of bid **: 20.08.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.08.2025 at 5 p.m.**

**(2) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD3/12/25-26**

Name of the Work: **Replacement of old/damaged fittings fixed on pole mast situated at different Road Junction in Ward No.- 3**; Estimated Amount: **Rs. 3,98,949.00;** Earnest Money: **Rs. 8,000.00;** Period of Completion **: 18 days.**

**(3) NIT No.: KMC/LTG/Z1/BR1/WD1/06/25-26**

Name of the Work: **Improvement of lighting system at K.C. Lane, Pramanick Ghat Road and different other places in Ward No.- 1**; Estimated Amount: **Rs. 2,99,529.00;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion **: 18 days.**

**(4) NIT No.: KMC/LTG/BR1/INS/W5_6/3/25-26**

Name of the Work: **Repairing and replacement work of lighting arrangement at KMC Ward Office-5 and labour Quarters at Br.- 1 Office Building under Br.- 1**; Estimated Amount: **Rs. 2,25,944.00;** Earnest Money: **Rs. 4,600.00;** Period of Completion **: 25 days.** Last date and time of submission of bid **: 20.08.2025 at 1.15 p.m. [For Sl. No. 2 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 from 5 p.m. [For Sl. No. 2 to 4]. The website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

**The Executive Engineer(Electrical)/LTG/Z-II, KMC** invited e-tender online percentage rate two bid system for the following Work:

**NIT No.: LTG/22/54/VI/Z-II/25-26**

Name of the Work: **Miscellaneous repairing work for street lighting system at Mufidul Islam Lane, Ismail Street, Sir Syed Ahmed Road and surrounding water logging areas in Ward No.- 54**; Estimated Amount: **Rs. 4,33,535.00;** Earnest Money: **Rs. 8,800.00;** Period of Completion **: 18 days.** Last date and time of submission of bid **: 18.08.2025 up to 11 a.m.** Bid Opening date and time for Technical Proposals: **19.08.2025 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

**The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-V/G.R.U, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No. : KMC/LTG/CM/19/25-26/76**

Name of the work: **Electrical repairing and renovation work at labour quarter and Borough-XV Office Building, GRU**. Estimated Amount: **Rs. 2,98,256.03**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion: **30 days**.

**(2) NIT No. : KMC/LTG/CM/20/25-26/77**

Name of the work: **Repair and renovation of electrical work at Lalarmath community kitchen, Ward No. 133, BR-XV**. Estimated Amount: **Rs. 1,40,113.26**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Time of Completion: **20 days**.

**(3) NIT No. : KMC/LTG/CM/21/25-26/78**

Name of the work: **Supply and delivery of LED Light fitting at Paharpur Road, Roy Para, Fathe Pur Village Road and its surrounding area in Ward No. 133, BR-XV**. Estimated Amount: **Rs. 4,97,208.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Time of Completion: **30 days**.

**(4) NIT No. : KMC/LTG/CM/22/25-26/79**

Name of the work: **Improvement of Street Lighting System at Kamal Takies to Kachhi Sarak More and surrounding area in Ward No. 135**. Estimated Amount: **Rs. 4,98,459.24**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Time of Completion: **30 days**.

**(5) NIT No. : KMC/LTG/CM/23/25-26/80**

Name of the work: **Improvement of Street Lighting system at Bichali Ghat, Shyamlal Goli, Rameswarpur Road and others in Ward No. 135, BR-XV**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,717.50**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion: **30 days**. The bid forms and other details are available on and from **11.08.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 5]**.

**(6) NIT No. : KMC/LTG/RS/30/25-26/83**

Name of the work: **Renovation of lighting system at different Uttaran areas of Golab Rob Lane, Mollah Bagan and adjacent areas in Ward No. 139, BR-XV**. Estimated Amount: **Rs. 2,49,718.46**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Time of Completion: **30 days**.

**(7) NIT No. : KMC/LTG/HA/07/25-26/82**

Name of the work: **Repairing of Street Lighting system at Sahi Ashtabal, Shyam Lal Lane, Prince Dilawar Jha Lane and its surrounding areas in Ward No. 134, BR-XV**. Estimated Amount: **Rs. 1,96,841.93**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion: **30 days**.

**(8) NIT No. : KMC/LTG/HA/06/25-26/81**

Name of the work: **Supply and delivery of LED Light fitting at Ramnagar Lane, Maher Manjil Lane, Banerjee Bagan and its surrounding areas in Ward No. 134, BR-XV**. Estimated Amount: **Rs. 1,96,996.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion: **7 days**. Last date and time of submission of bid: **21.08.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 8]**. The bid forms and other details are available on and from **12.08.2025 (5 p.m.) [For Sl. No. 6 to 8]**. The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 8]**. For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen. **[For Sl. No. 1 to 8]**.

825/25-26

## চলুন বেড়াতে যাই

# পুজোতে সান্দাকফু যাওয়ার প্ল্যান করছেন, দেওয়া হল কিছু নতুন বিধিনিষেধ

নমস্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা ইকো-ট্যুরিজম, পুজোর মরশুমে সান্দাকফু ট্রেকিং রুটে দুর্ঘটনা রুখতে এবং পরিবেশ রক্ষায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত ও নেপালের যৌথ কমিটি। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সম্পূর্ণ ট্রেকিং রুটকে ' ফ্রি রুট' হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে শামিল হয়েছে দুই দেশের ট্যুর অপারেটর, হোটেল মালিক, হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশন, জিটিএ, রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসন।

ট্রেকাররা এবার থেকে সান্দাকফুতে কোনো ধরনের প্লাস্টিক বা বর্জ্য ফেলে আসতে পারবেন না। ট্রেক শুরুর আগে এবং শেষে পর্যটকদের বহন করা সামগ্রী মিলিয়ে দেখা হবে। এর জন্য থাকবেন পর্যাপ্ত ট্যুরিস্ট পুলিশ এবং নির্দিষ্ট চেকপয়েন্ট। সান্দাকফুতে অতীতে পর্বতারোহীদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবারে দুর্গম এলাকাগুলিতে অক্সিজেন সিলিন্ডার, মাস্ক ও জরুরি ওষুধ রাখা হবে।

'নমস্তে কাঞ্চনজঙ্ঘা ইকো-ট্যুরিজম'-এর চেয়ারপার্সন কেশরী গুরুং বলেন, গত ১০-১১ জুন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক 'ক্রস বর্ডার ইকো-ট্যুরিজম' উৎসবে ভালো সাড়া মেলায় অনেক সংস্থা পরিবেশবান্ধব পর্যটনে যুক্ত হতে আগ্রহ দেখিয়েছে। তাই এবারে পুজোর সময়ে আরও বেশি সচেতনতা ও কড়াকড়ির মাধ্যমে ট্রেক রুটকে সম্পূর্ণ বর্জ্যহীন হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শুধু ট্রেকার নয়,

সাধারণ পর্যটকরাও গাড়ি করে সান্দাকফুতে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই প্লাস্টিক বোতল, চিপস বা বিস্কুটের প্যাকেট ফেলে আসছেন। এই প্রবণতা রুখতেই এবার গাড়ি চালকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তাঁরা পর্যটকদের বোঝাতে পারেন পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব। গাড়িতে ওঠার আগেই পর্যটকদের সতর্ক করা হবে যে, কোনও বর্জ্য সান্দাকফুতে ফেলা যাবে না, এবং তা নিজের সঙ্গেই ফিরিয়ে আনতে হবে।

রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু জানান, প্রায় দু'শো বছর ধরে এই রুট দিয়ে ট্রেকিং ও পর্বতারোহণ চলছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অতিরিক্ত পর্যটনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। সান্দাকফু ও তার আশেপাশে বর্তমানে ১৩০টিরও বেশি হোটেল ও বহু হোমস্টে গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর বর্জ্য নিস্পত্তির কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। এবার সেইসব হোটেল ও হোমস্টেগুলোকেও নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য করা হবে।

সান্দাকফু শুধু একটি ট্রেক রুট নয়, এটি এক স্বর্গীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। এখান থেকে পৃথিবীর পাঁচটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ-এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, লোৎসে, মাকালু ও চো ওয়ু দেখা যায়। রডোডেনড্রনের সৌরভে ঘেরা এই অঞ্চল অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী পর্যটকদের কাছে এক স্বপ্নের গন্তব্য। কিন্তু সেই স্বপ্নকে টিকিয়ে রাখতে হলে পর্যটকদেরও দায়িত্ববান হতে হবে। পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনের একার উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, সচেতনতা চাই সাধারণ পর্যটকদের মধ্যেও। শুধু সৌন্দর্য উপভোগ নয়, সেই সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও আমাদেরই। ভারত-নেপাল যৌথ কমিটির এই উদ্যোগ যদি সফল হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্য সান্দাকফু হতে পারে পরিবেশবান্ধব পর্যটনের এক আদর্শ মডেল।

# শ্রীরামের পদধূলি পড়েছিল মধ্যপ্রদেশের এই অভয়ারণ্যে, ঘুরতে যাওয়ার আগে জেনে নিন

মধ্যপ্রদেশ ভারতের হৃদপিণ্ড। অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ভ্রমণ পিয়াসী মানুষেরা সুযোগ পেলেই এখানে দৌ।ে আসেন। এখানকার

দু'টি উল্লেখযোগ্য সাইট সিয়িং ডেসটিনেশন হল কানহা আর বান্ধবগ।রে দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও প্রাচীন স্থাপত্য। অবশ্য শুধু বাঘ, চিতল বা সবুজে মোড়া প্রকৃতির মধ্যেই তা শেষ নয়। এখানকার মাটির পরতে পরতে মিশে আছে পৌরাণিক গল্প, লোকবিশ্বাস ও প্রাচীন উপকথা। বনবাসকালে ভগবান শ্রীরামের পদধূলি পড়েছিল এই পুণ্যভূমিতে। তাই, এই দু'টি জাতীয় উদ্যান অ্যাডভেঞ্চার ও আধ্যাত্মিকতার এক সুতোয় বাঁধা পড়েছে। জঙ্গলের অ্যাডভেঞ্চার উপভোগের পাশাপাশি টাইমমেশিনে চড়ে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ থাকবে রামায়ণের যুগেও।

কিংবদন্তি অনুসারে, ভগবান রাম যখন রাবণকে পরাজিত করে অযোধ্যায় ফিরছিলেন, তখন তিনি লক্ষণকে এই অঞ্চলটি উপহার দেন। জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত একটি দুর্গের মধ্যে থেকে লক্ষণ চারপাশে নজরদারি চালাতে থাকেন। এই দুর্গটি এখনও রয়েছে। যদিও তা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এই দুর্গটি বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এখানকার ' গুম্ফা' ছিল প্রাচীনকালে মধ্যযুগীয় সেনাদের আবাসস্থল। সেই গুহাগুলি ঘিরেই এখন বাঘেদের ডেরা। এছাড়াও জঙ্গলে চিতল, শম্বর, নীলগাই, চৌশিঙা প্রভৃতি বন্যপ্রাণির দেখা পাওয়া যায়। রয়েছে আড়াইশো প্রজাতির পাখি। এই জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে প্রায় ৬৫ ফুট লম্বা ভগবান বিষ্ণুর শায়িত মূর্তি। আর এই ' শয্যা' মূর্তির পায়ের নিচ দিয়েই বয়ে গিয়েছে জলধারা।

কীভাবে যাবেন? বান্ধবগড় মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। জবলপুর থেকে থেকে আপনি বিমান বা রেলপথে বান্ধবগড় যেতে পারেন। জবলপুর থেকে বান্ধবগড়ের দূরত্ব প্রায় ১৬৫ কিমি। বিমান পথে যেতে চাইলে খাজুরাহো (২৩০ কিমি) বা উমারিয়া (৩৫ কিমি) আদর্শ স্থান। এই শহরগুলি থেকে পার্কের প্রধান প্রবেশ পথ টালা গেটে যাওয়ার বাস ও ট্যাক্সি পাওয়া যায়। রামায়ণ অনুসারে, অন্ধ পিতামাতাকে কাঁধে নিয়ে শ্রাবণ কুমার নামে তাঁদের পুত্র কাশী গিয়েছিল। জঙ্গলের মধ্যে পুকুর থেকে জল আনতে গিয়ে সেই পুত্র রাজা দশরথের তীরে বিদ্ধ হন। বন্যপ্রাণি ভেবে রাজা দশরথ শ্রাবণ কুমারকে তীর ছুড়ে হত্যা করেন। অন্ধ বাবা-মা দশরথকে অভিশাপ দেন। এর ফলে রাম বনবাসে গেলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে মারা যান। কানহা মূলত শাল জঙ্গল। এখানে একাধিক পাহাড় ও মালভূমি রয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে দুটি নদী। বানজার ও হালন। কপাল মন্দ না হলে হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল সাফারিতে বাঘের দেখাও মিলতে পারে। কানহা মেডোজ, শ্রবণ-তাল, বামনি দাদার জায়গাগুলি না দেখে ভুলেও ফিরবেন না যেন! কয়েকশো প্রজাতির সরীসৃপ ও পাখি এখানে দেখা যায়।

কীভাবে যাবেন? কানহা ন্যাশনাল পার্ক মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। এখানকার নিকটতম বিমানবনন্দর হল জবলপুর(১৬০ কিমি), রায়পুর(২৫০ কিমি) এবং নাগপুর (৩০০ কিমি)। এই শহরগুলি থেকে ট্যাক্সি বা বাসে করে পার্কে যাওয়া যায়।

# পুজোয় সিকিমের এই ৩ অফবিট গন্তব্য আপনাকে মুগ্ধ করবে

পুজোর ছুটিতে বহু পর্যটক পাহা। ডাক শুনে ছুটে যান সিকিমের উদ্দেশে। যাঁরা প্রথমবার যাচ্ছেন, তাঁদের তালিকায় গ্যাংটক, ছাঙ্গু লেক, বাবা মন্দির, নাথু লা পাস-এর মতো চেনা জায়গা থাকবেই। কেউ কেউ সময় করে বেরিয়ে প।নে পেলিং, রাবাংলা বা জুলুকের মতো জনপ্রিয় গন্তব্যে। কিন্তু আপনি যদি একটু অন্যরকম সিকিম খুঁজছেন, যেখানে পর্যটকের ভি। নেই, প্রকৃতি আছে নিঃশব্দে-তাহলে আপনার জন্য রইল সিকিমের তিনটি নতুন, অফবিট গ্রামের সন্ধান।

১. সোরেংঃ অ্যাডভেঞ্চার আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন

পশ্চিম সিকিমের কোলে গড়ে ওঠা নতুন পর্যটন কেন্দ্র সোরেং এখন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। চাকুং, শ্রীবাদাম, মঙ্গলবারে এবং সোরেং মিলিয়ে গঠিত এই অঞ্চলটি একদিকে যেমন অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা, অন্যদিকে রয়েছে স্থানীয় সংস্কৃতি ও জনজীবনের স্বাদ নেওয়ার সুযোগ।

এখানে আপনি করতে পারবেন ট্রেকিং, মাউন্টেন বাইকিং, ক্যাম্পিং, হর্স রাইডিং, এটিভি রাইডস এবং বোল্ডারিং-এর মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। চাইলে প্যারাগ্লাইডিংও করতে পারেন। এছাড়া গ্রামে ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধ বিহার, মন্দির ও ছোট ছোট জলপ্রপাত দেখতে ঘুরে বেড়ানোও বেশ আকর্ষণীয়।

কীভাবে যাবেন? নিউ জলপাইগুড়ি থেকে জোরাথাং হয়ে সোরেং পৌঁছতে গাড়িতে সময় লাগে প্রায় ৫ ঘণ্টা। এছাড়া গ্যাংটক বা পেলিং থেকেও যাওয়া যায়। পেলিং থেকে সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা।

থাকার ব্যবস্থাঃ সোরেংয়ে বেশ কিছু হোমস্টে রয়েছে, যেখানে স্থানীয় আতিথেয়তা ও গ্রামীণ জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা পাবেন।

২. ইয়াঙ্গাং ঃ স্লো ট্যুরিজমে প্রকৃতির কোলে দিন কাটান

দক্ষিণ সিকিমের নামচি জেলার এক শান্ত, সবুজ গ্রাম ইয়াঙ্গাং। যারা প্রকৃতির মাঝে শহুরে কোলাহল ভুলে কয়েকটা দিন কাটাতে চান, তাঁদের জন্য আদর্শ গন্তব্য এটি। ' ট্যুরিজম' এবং ' ট্যুরিজম'-এর প্র্যাকটিস এখানে ব্যাপক জনপ্রিয়।

মেনাম অভয়ারণ্যের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় এখানেও রয়েছে ট্রেকিং এবং ক্যাম্পিংয়ের সুযোগ। আপনি সময় কাটাতে পারেন চো লেকের ধারে, দেখতে পারেন শতাব্দীপ্রাচীন বৌদ্ধ মঠ। চাইলে যেতে পারেন মিম টি গার্ডেন, সিকিমের একমাত্র চা বাগান। এখানেই তৈরি হচ্ছে এশিয়ার সবচেয়ে উঁচু রোপওয়ে, যা পর্যটনে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

কীভাবে যাবেন? নিউ জলপাইগুড়ি থেকে নামচি হয়ে ইয়াঙ্গাং পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ৪ ঘণ্টা। গ্যাংটক থেকেও যাওয়া যায়, সময় লাগে মাত্র ২ ঘণ্টা।

থাকার ব্যবস্থা- ইয়াঙ্গাংয়ে প্রচুর হোমস্টে রয়েছে। যারা শান্তিতে কয়েকটা দিন কাটাতে চান, তাঁদের জন্য একেবারে আদর্শ।

৩. ওখরে- বার্সের গেটওয়ে, এক অপার নির্জন সৌন্দর্য

ওখরে হল বার্সে রডোডেনড্রন অভয়ারণ্যের প্রবেশপথ। পশ্চিম সিকিমের কোলে অবস্থিত এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ৮,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত হওয়ার ফলে এখান থেকে দার্জিলিং ও সিকিমের অপার দৃশ্য দেখা যায়। যারা হিলে-বার্সে ট্রেক করতে চান, তাঁদের অনেকেই ওখরেতে এক রাত কাটিয়ে পরের দিন বার্সের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ওখরে মনাস্ট্রি ও তার আশপাশের জঙ্গলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে লুকিয়ে থাকা এক অনন্য সিকিম।

কীভাবে যাবেন?

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে জোরাথাং হয়ে গাড়িতে পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ৫ ঘণ্টা।

থাকার ব্যবস্থা-ওখরে ও বার্সে-উভয় জায়গাতেই হোমস্টে, টেন্ট ও ডরমেটরির ব্যবস্থা রয়েছে। পায়ের তলায় সরষে যাঁদের বেশিদিন তাঁরা কোথাও রেড়াতে না গিয়ে থাকতে পারেন না। ভ্রমণপিপাসুদের কাছে নিজেকে ভালো রাখার এই একটাই ওষুধ তা হল বেড়াতে যাওয়া। তবে দুই থেকে তিন হওয়ার পর সেই বেড়াতে যাওয়ার মতো বিষয়ে খানিক ছেদ পড়ে। অনেকেই সন্তান কিছুটা ব। না হওয়া অবধি কোথাও যেতে সাহস পান না। আবার কেউ কেউ নিজেদের সাহস জুগিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে প।নে নবজাতককে সঙ্গে নিয়েই। তাই নবজাতককে নিয়ে কোথাও বে।াতে যাওয়ার প্ল্যান করলে ব্যাগ গোছানোর সময় অবশ্যই সঙ্গে নিন এই জিনিসগুলি।

অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও বেবি ওয়াইপস। বাচ্চাকে হাত-মুখ পরিষ্কার করানর সময় অথবা ডায়াপার পালটানোর সময় ওয়াইপস প্রয়োজন প।বে।

বেবি ক্যারিয়ার নিলে অবশ্যই মাথায় রাখবেন তা যেন ওয়াটারপ্রুফ হয়। একইভাবে স্ট্রলার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্ক হতে হবে। নজরে রাখতে হবে যে তা যেন অবশ্যই ঢাকা দেওয়া হয়। বাচ্চার গায়ে যাতে বৃষ্টির জল না লাগে। অবশ্যই মনে করে জীবাণুমুক্ত করা দু'টি বোতল সঙ্গে রাখবেন। শুধু তাই নয়, পোকামাকড় থেকে রেহাই পেতে অবশ্যই সঙ্গে মশা ও পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচতে সঙ্গে সেরকম লোশন রাখুন।

# হাসিনার বিবৃতিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন

৬ আগস্ট ঃ ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট। ঠিক এক বছর আগের ঘটনা, ঢাকার রাজপথে আছড়ে পড়েছিল ছাত্র-আন্দোলনের ঢেউ। যার ধাক্কায় কেঁপে উঠেছিল গোটা বাংলাদেশ। সেই অরাজকতা, হিংসা ও রক্তাক্ত ঘটনার মধ্যেই দেশ ছেড়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমনত্রী শেখ হাসিনা। সেই সময় সরকারি ভাবে তাঁর পদত্যাগের কথা জানানো হলেও, এক বছর পর লন্ডন থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হাসিনা স্পষ্ট বললেন, আমি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিইনি। এই বিবৃতিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন। কারণ, বিবৃতির দিনেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হয়েছে। অভিযোগ, ২০২৪-এর সেই আন্দোলন দমনে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ব্যবহার করে তিনি ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। বিচার চলছে তাঁর অনুপস্থিতিতেই। এরই মধ্যে, নির্বাসনে থাকা হাসিনা জানালেন, বঙ্গবন্ধুর মতো বীরের রক্ত আমার শরীরে বইছে। আমি হাল ছাড়িনি। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে হাসিনা আরও বলেন, আপনাদের বিশ্বাসের প্রতি আমি দায়বদ্ধ। আমি বিশ্বাস করি আমাদের

# দ্রুততা, দক্ষতা এবং স্বচ্ছতার সাথে অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবাগুলি এগিয়ে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ এদিন কলকাতার নেহেরু শিশু জাদুঘরে অনুষ্ঠিত এবং পশ্চিমবঙ্গ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজিত এক দৃষ্টান্তমূলক একদিনের অগ্নিনির্বাপণ লাইসেন্স নবায়ন শিবিরে, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ রাজ্য জুড়ে পেট্রোল পাম্পের ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপণ লাইসেন্স নবায়নের জন্য ১০০ টিরও বেশি আবেদনপত্র জমা দিতে সফলভাবে সহায়তা করেছে। উল্লেখযোগ্য আবেদনকারীরা হুগলি, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে এসেছিলেন। RTPS আইন অনুসারে আবেদন জমা দেওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করার বাধ্যতামূলক একটি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হয়েছিল - পাম্পের শারীরিক পরিদর্শন এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে ৭টি আবেদনপত্র সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং একই দিনে অগ্নিনির্বাপণ লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল। এই উদ্যোগটি স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং পরিষেবার উৎকর্ষতার প্রতি বিভাগের অটল প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি যন্ত্রপাতিকে পতনের লক্ষ্যে এটি বিভাগের তৃতীয় আউটরিচ ক্যাম্প।

# সাংসদ আর সুধার গলার হার ছিনতাই মামলার অভিযুক্ত গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃ সাংসদ আর সুধার গলার হার ছিনতাই মামলার কিনারা করলো দিল্লি পুলিশ। বুধবার দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাংসদ আর সুধার গলার হার ছিনতাইয়ের মামলার সমাধান হযেছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং গলার হারটি উদ্ধার করা হয়েছে। দিল্লির জয়েন্ট সিপি দীপক পুরোহিত বলেন, মামলাটি কিনারার জন্য একাধিক পুলিশের দল মোতায়েন করা হয়েছিল এবং আমরা প্রযুক্তিগত সাহায্য এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই মামলাটির সমাধান করেছি। অভিযুক্তকে দক্ষিণ দিল্লি জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে ২৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য, খোদ সাংসদের গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারী। দিনকয়েক আগে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয় তামিলনাড়ুর কংগ্রেস সাংসদ আর সুধার। এ নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়েছিলেন। রাজধানীর বুকে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওই জনপ্রতিনিধি। অবশেষে দিল্লি পুলিশ গলার হার ছিনতাই মামলার সমাধান করলো।

**বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত সাগর মন্ডল - ৫ এ, নামখানা ব্লকের আট মাইল বাসস্টপেজে ভারতীয় জনতা পার্টির পথ অবরোধ।**

# মেট্রো কর্মীরা এক মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করলেন আরপিএফ কর্মীরা

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ কর্তব্যরত মেট্রো কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা আবারও মেট্রো প্রাঙ্গণে ব্যস্ত সময় একজন অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে সঠিক সময়ে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। ০৫.০৮.২০২৫ তারিখে সকাল ১০,৩০ মিনিটে, সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এলাকায় প্রায় ২০ বছর বয়সী এক মহিলা যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন।কর্তব্যরত স্টেশন কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে তার সাহায্যে ছুটে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে, তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে আরও চিকিৎসার জন্য আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের সাথে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।মেট্রো রেলওয়ের স্টেশন কর্মীদের সদয় এবং সময়োপযোগী সাহায্যের জন্য তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

# ভিওয়ান্ডি-খড়গপুর-থানে স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে ০১১৪৯।০১১৫০ ভিওয়ান্ডি-খড়গপুর-থানে স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০১১৪৯ ভিওয়ান্ডি-খড়গপুর স্পেশাল ৭.০৮.২০২৫ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ৯,৩০ মিনিটে ভিওয়ান্ডি থেকে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন রাত ১০,০০ মিনিটে খড়গপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০১১৫০ খড়গপুর-থানে স্পেশাল ১০.০৮.২০২৫ থেকে ৩১.০৮.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার রাত ৯,৪৫ মিনিটে খড়গপুর থেকে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন রাত ১০,৩০ মিনিটে থানে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারভুক্ত ঝাড়সুগুড়া, রাউরকেলা, চক্রধরপুর এবং টাটানগরে থামবে।

# কেরলে ভেঙে পড়ল স্কুলের ছাদ, হতাহতের খবর নেই

ত্রিশূর, ৬ আগস্ট -ঃ কেরলের ত্রিশূর জেলার কোডালি সরকারি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি হলঘরের ছাদ ভেঙে পড়ার পরে বুধবার বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। সৌভাগ্যবশত, এ দিন ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে স্কুল বন্ধ ছিল। ছুটির জন্য স্কুলে কোনও ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষক-কর্মী উপস্থিত ছিলেন না। ঘটনাটি ঘটে এদিন ভোরের দিকে।

জানা গেছে, ঢালাইয়ের নীচে লাগানো জিপসাম বোর্ডের কাঠামো হলঘরের ভিতরে ভেঙে পড়ে। কাঠামোটি ২০২৩ সালে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দু'মাস আগেই ভারী বৃষ্টিপাতের সময়ে ছাদে ফাটল দেখা দিয়েছিল। বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও, স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাদ মেরামত বা প্রতিস্থাপনের জন্য কোনও পদক্ষেপ করেনি।

**Name Change**

I, Keka Laskar Das W/O- Debasis Das resident of 2, No Shankaripukur, P.O.- Sripally, P.S.-Burdwan Sadar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'KEKA LASKAR' vide an affidavit before the 1ST Class Judicial Magistrate at Purba Bardhaman on 06/08/2025. That Keka Laskar Das and Keka Laskar both are same and one identical person.

**Name Change**

I , Khondekar Abul Hashnath S/O- Khandaker Golam Mortuza resident of Vill- Barapalashan, P.O.- Barapalashan, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713429, have changed my name and shall henceforth be known as 'ABUL HASNAT' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 04/08/2025. That Khondekar Abul Hashnath and Abul Hasnat both are same and one identical person.

**Name Change**

I , Golam Mortuza Ali @ SK Mor Tuza Ali S/O- Abdul Bari resident of Vill-Fagupur, P.O.- Fagupur, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, have changed my name and shall henceforth be known as 'GOLAM MORTUJA' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 04/08/2025. That Golam Mortuza Ali, SK Mor Tuza Ali and Golam Mortuja all are same and one identical person.

**Name Change**

I, Asmatan Bibi (Old Name) W/O– Md Hayat Ali resident of Vill- Barua Natunhat , Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Asmatan Bibi to Mst Asmatun Bibi and henceforth I shall be known as Mst Asmatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2025. My name Mst Asmatun Bibi & Asmatan Bibi both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Niat Ali Sk (Old Name) S/O– Harun Sekh resident of Vill-Hat Gobindapur , Po-Bharatpur , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741181 do hereby declared that I have changed my name from Niat Ali Sk to Niyatali Sekh and henceforth I shall be known as Niyatali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/08/2025. My name Niyatali Sekh & Niat Ali Sk both are same and one identical person.

**Name Change**

I, ABU BAKKAR (Old Name) S/o- JAHANDAR SK Residing at, Vill - Nagrajol, Post- Nagrajol, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ABU BAKKAR To MD ABU BAKKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD ABU BAKKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Kandi Murshidabad On 05 Aug 2025, MD ABU BAKKAR and ABU BAKKAR both are Same and one identical person.

**Name Change**

I, BOLA BIBI (Old Name) W/o- MD ABU BAKKAR Residing at, Vill - Nagrajol, Post- Nagrajol, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BOLA BIBI To SAAHINUR BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAAHINUR BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Kandi Murshidabad On 05 Aug 2025, SAAHINUR BIBI and BOLA BIBI both are Same and one identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Adaitya Prasad Koner পিতা Sushanta Koner ঠিকানা গ্রাম - ইযাদপুর , পোঃ - মইগ্রাম , থানা - আরামবাগ ,জেলা - হুগলী. পিন নঃ - ৭১২৬০২ প ঃ বঃ । কিছু কাগজে ভুলবশত Adity Kr Konar পিতা S. Konar নাম উল্লেখ আছে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্টের হুগলি জেলা , এফিডেভিট দ্বারা Adaitya Prasad Koner পিতা Sushanta Koner নামে পরিচিত হলাম । তারিখ ০৬.০৮.২৫ এফিডেভিট ( SL. No. - 10910) Adaitya Prasad Koner SO Sushanta Korer and Adity Kr Konar SO S.Konar উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইলাম।

**নাম পরিবর্তন**

আমি অনিল বিশ্বাস ,বয়স ৮০, পিতা- কেদার চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম- মাইকেল নগর চালতা বেড়িয়া, থানা পোস্ট-দত্তপুকুর,জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৪৮ এ স্থায়ী নিবাসী। আমি ঘোষণা করছি যে ভোটার আইডি নং WB/১৯/০৮৯/৬৩৩৮৬৪ ও আধার কার্ড নং ৭১৩৭০১১০০২৭০ রেকর্ডে অনিল বিশ্বাস এবং সেল ডিড ( No. 12470 date 31031978 ) শ্রী অনিল কুমার বিশ্বাস ও সিটিজেনশিপ কার্ডে ( No. 772 date 30071975 ) শ্রী অনিল কুমার বিশ্বাস, গত ০৪.০৮.২০২৫ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ( 1st class ), বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা কোর্টে এফিডেভিড বলে অনিল বিশ্বাস এবং শ্রী অনিল কুমার বিশ্বাস এক ও অভিন্ন নামে পরিচিত হলাম ।

**Name Change**

I, ASHOK BISWAS (Old Name) S/O MANOJ KUMAR BISWAS Residing at 59C/H/2, Shambhu Babu Lane, P.O & P.S.-Entally, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ASHOKE KUMAR BISWAS (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 06-08-2025. ASHOK BISWAS (Old Name) and ASHOKE KUMAR BISWAS (New Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, YUSUF SEKH (Old Name) S/O SK DINAJ ALI Residing at Vill-Benipur, P.O.-Tribeni, P.S.-Mogra, District - Hooghly, Pin - 712503 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SK YUSUF (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate Hooghly at Chinsurah vide affidavit no 6962 dated 05-08-2025. YUSUF SEKH (Old Name) and SK YUSUF (New Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, ACHINTA SASMOL (Old Name) S/O JAGANNATH SASMOL Residing at Udaynarayanpur Kuruchi Shibpur, District - Howrah, Pin - 711226 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ACHINTA JAGANNATH SASMOL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 06-08-2025. ACHINTA SASMOL (Old Name) and ACHINTA JAGANNATH SASMOL (New Name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Deya Das (Old Name) D/o Ujjal Kumar Chatterjee W/o Joydip Das, Residing at-104/7, Banamali Naskar Road, P.S - Parnasree, Behala, District- Kolkata, Pin - 700060, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Deya Das Chatterjee (New Name) as declared before the Notary Public, Alipore, Kolkata vide affidavit no-53 Dated 06-08-2025. Deya Das (Old Name) and Deya Das Chatterjee (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Mozaffar Alam S/o Md Zafir Ansari Residing at 5/H/1, Motijhil Lane, P.o - Tangra, P.s - Entally District - Kolkata, Pin - 700015, West Bengal India shall henceforth be known as Muzaffar Alam. I declare that Mozaffar Alam and Muzaffar Alam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-08-2025.

**Name Change**

I, Shaikh Sultan Ali alias Sk Sultan Ali (Old Name) S/o Late Sekh Niyamat Ali Residing at Milki Uttarpara, Milki, Balarambati, Singur, P.o - Singur, District- Hooghly, Pin - 712409, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Sultan Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 01/2025 Dated 06-08-2025. Shaikh Sultan Ali, Sk Sultan Ali (Old Name) and Sekh Sultan Ali (New Name) both are same and one identical person.

# এবার দূর্গাপুজোতে বালুচরী শাড়িতে বিশেষ চমক, স্পেশ্যাল লণ্ঠন ডিজাইন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ আগস্ট ঃ বালুচরীর নাম আপনারা অনেকেই শুনেছেন। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত এই

বালুচরী শিল্পের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। দুর্গা পুজোর আগে বিভিন্ন রকমের নতুনত্ব বালুচুরী শাড়ি তৈরি হয় এখানে। এই বছরও সেই শাড়ি বানানোর কাজে ব্যস্ত বালুচরী শিল্পীরা! ইতিমধ্যেই একটি নতুন শাড়ি তৈরি হয়েছে, যেই শাড়ির মধ্যে বিষ্ণুপুরের একটি ঐতিহ্য শিল্পকে তুলে ধরা হয়েছে। আগেকার নবাবদের রাজমহলের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তোলার জন্য যেটি ব্যবহৃত হত, সেই বিলুপ্তপ্রায় শিল্পকে এই শাড়ির মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পৌর শহরের বাসিন্দা বালুচরী শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় বিভিন্ন রকমের নতুনত্ব বালুচরী শাড়ি তৈরি হয়। তিনি ১২ মাস এই কাজ নিয়েই থাকেন এবং তিনি তার চিন্তা ভাবনা দিয়ে বিভিন্ন রকমের নিত্য নতুন ডিজাইনের বালুচুরী তৈরি করেন। পুজোর আগে ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটে অমিতাভ পাল সহ বালুচুরী শিল্পীদের! প্রত্যেক বছর নতুনত্ব ডিজাইনের শাড়ি তৈরি করেন এই অমিতাভ পাল। এবার পুজোতেও নতুন শাড়ি তৈরি করলেন এই শিল্পী। যার নাম রাখা হয়েছে লন্ঠন শাড়ি! কেন এই ধরনের নাম রাখা হল! আসলে আগেকার যুগে নবাবদের প্রাসাদ সাজানোর জন্য যে লন্ঠন ব্যবহৃত হত, সেই লন্ঠন এখন বিলুপ্তির পথে। এছাড়াও বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী লন্ঠন শিল্প ও এখন বিলুপ্তির পথে! তাই এই লন্ঠনকে জীবিত রাখার জন্য অথবা লণ্ঠনকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত দেওয়ার জন্য এই বালুচরী শাড়ির ওপর লন্ঠন কে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এই শাড়িকে আরও সুন্দর রুপ দিতে ব্যবহার হয়েছে নবাবদের হাতির পিঠে চড়ে জার্নি এছাড়াও নবাবী কলকা দিয়ে শাড়ির আঁচলটিকে তৈরি করা হয়েছে। এই শাড়িটি সম্পূর্ণ ন্যাচারাল কালারের উপর তৈরি করা হয়েছে এক মাসের পরিশ্রমে। এই শাড়ির দাম রাখা হয়েছে ৬০,০০০ টাকা। অমিতাভ পালের হাতে বানান বালুচরী শাড়ি জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া, আরব সহ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিয়েছে। প্রত্যেক বছরের মত এই বছরেও পুজোর আগে বেশ কিছু নতুন শাড়ি বানাচ্ছেন তিনি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই লন্ঠন শাড়ি।

# বিকল্প ফল চাষে উৎসাহিত করার প্রয়াস আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি দফতরের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ আগস্ট ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের ফল চাষে উৎসাহিত করতে চাইছে। ফল চাষ করে লাভবান হোক কৃষকরা চাইছে জেলা কৃষি দফতর। বিশেষ করে ভুটান সীমান্ত এলাকাগুলিতে শুরু করা হয়েছে কমলালেবুর চাষ। প্রতিনিয়ত হাতির তান্ডবে যেখানে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে জেলার একাধিক ব্লকের বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের। সেখানে তাদের ড্রাগন ফ্রুট, মাল্টা, মুসম্বির, কমলার মত বিকল্প ফল চাষে উৎসাহিত করার প্রয়াস আলিপুরদুয়ার জেলা কৃষি দফতরের। সহায়তার হাত বাড়িয়েছে উদ্যান-পালন বিভাগ। জয়গাঁ, কালচিনি, কুমারগ্রাম এলাকায় কৃষকদের বিশেষভাবে ফল চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৩০ জন চাষিকে খুঁজে বের করা হয়েছে। যাদের দেওয়া হয়েছে ফলের

চারা। বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের নানা ফলের মোট ৩০ হাজার ৫০০টি চারা প্রদান করা হয়েছে। মাল্টা, মুসাম্বির মত গাছে কাটা থাকায় হাতির সেই জমিতে আনাগোনাও কম। ড্রাগন ফ্রুট খুব একটা মুখে রোচেনা না হাতির বলে দাবি আলিপুরদুয়ারের কৃষি দফতরের। ফলে তা নষ্ট করার সম্ভাবনাও কম। সেই কারণে এই জঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকায় এই সকল ফলের চারা প্রদান করা হয়েছে বলে জানান জেলা কৃষি দফতরের আধিকারিকরা। এছাড়াও এই এলাকার আবহাওয়া এবং মাটি ফল চাষের উপযোগী বলে জানিয়েছে জেলা কৃষি দফতর। ভুটান সীমান্তে রয়েছে বক্সা পাহাড়। এই এলাকার কমলালেবু বিখ্যাত। কৃষি আধিকারিক রজত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কৃষকদের থেকেই তিনি শুনেছেন বক্সা শুধু নয়, ৮০-র দশকে সমতলেও হত কমলালেবুর চাষ। তবে ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে যায়। কৃষকরা অন্যান্য চাষে মন দেওয়ার কারণে। আবার করে সেই চাষ শুরু করা হচ্ছে। তিনি জানান, ফলের চারা দেওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কোন ফলের গাছে কী কী যত্ন নেওয়া হবে সেই বিষয়ে।

# মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন, ১৫ মাসের মধ্যে বাবাকে ফাঁসির সাজা আসানসোল আদালতের

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৬ আগস্ট ঃ নিজের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন। হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধা। একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা শোনাল আসানসোল আদালত। ১৫ মাসের মধ্যে শেষ হল শুনানি। বুধবার সাজা শোনাল বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি আইনজীবী সোমনাথ চট্টরাজ বলেন, ১৬ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হওয়ার পর একবছর তিনমাসের মধ্যেই অভিযুক্ত বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। ২০২৪ সালের ১৩ মে সকালে নৃশংস কাণ্ডটি ঘটে আসানসোলের হীরাপুর থানার নরসিংবাঁধ এলাকায়। ঘরের বিছানায় বছর পনেরোর নাবালিকাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন কিশোরীর মা। তার আর্তনাদে ঘুম ভাঙে পাড়া প্রতিবেশীর। তারা ছুটে আসেন বাড়িতে। দেখা যায় নির্যাতিতার গলায় দাগ রয়েছে। নাক, কান দিয়ে রক্ত বেরচ্ছে। মা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে বাবা বাধা দেয় বলে সেই সময় অভিযোগ তোলেন গৃহবধূ। কার্যত জোর করে প্রতিবেশীরাই মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে আসে, নাবালিকাকে খুন করার আগে, ধর্ষণ করা হয়েছে। মেয়ের মায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় বাবা। তদন্ত একের পর বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসে। বাবাকে জেরা করে ও ময়নাতদন্তের পূণার্ঙ্গ রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশ জানতে পারে ধর্ষণের পর, দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় নাবালিকাকে। পুলিশ মৃতার বাড়ির পাশের একটি ডাস্টবিন থেকে খুনে ব্যবহৃত দড়িটি উদ্ধার করে। সেটিই খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র তা আদালতে প্রমাণ করে পুলিশ ও সরকারি আইনজীবী। ঘটনার ১৫ মাসের মধ্যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ ও ১৬ জনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বাবাকে সোমবার আসানসোল আদালত দোষী সাব্যস্ত করে। বুধবার ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

# চাষ করতে গিয়ে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু কৃষকের

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ৬ আগস্ট ঃ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে চাষ করতে গিয়ে চর এলাকায় রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হলো এক কৃষকের। মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ থাকার পর বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার জগতাই-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্মশানঘাট সংলগ্ন বর্ডার থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত কৃষকের নাম নুরুদ্দিন সেখ(৫০)। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার জগতাই ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর গ্রামে। মঙ্গলবার সকালে প্রতিদিনের মতো নিজের জমিতে চাষের উদ্দেশ্যে দেবীপুর চর পেরিয়ে সীমান্ত এলাকায় যান নুরুদ্দিন সেখ। জগতাই-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্মশানঘাট সংলগ্ন বিএসএফ-এর ৭১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বর্ডার দেখাশোনা করে। সেই বর্ডার এরিয়ার মধ্যেই চাষীদের বহু জমি আছে। চাষীদের এই চর এলাকায় চাষ করতে যাওয়ার জন্য বিএসএফ-এর কাছে আধারকার্ড জমা দিয়ে এন্ট্রি করে যেতে হয়। এবং ফিরে আসার সময় আবার আধারকার্ড ফেরত দেওয়া হয়। সাধারণত দুপুর ১১ টার মধ্যেই তিনি বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি আর ফিরে না আসায় উদ্বিগ্ন পরিবার খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরিবারের লোকজন সোজা বিএসএফ ক্যাম্পে যান এবং জানতে চান তাঁর অবস্থান সম্পর্কে। সেখানে জানানো হয, তিনি চর এলাকা থেকে ফিরে গেছেন এবং তাঁর নাম এন্ট্রিতেও আছে বলে জানাযায়। পরিবারের লোকজন স্বাভাবিক কারণেই তারা বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হলেও ওই কৃষক বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি নিয়ে সুতি থানার দ্বারস্থ হন তারা। বিষয়টি সন্দেহজনক হওয়ায় বিএসএফের পক্ষ থেকে রাতেই একটি টিম। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষিজমিতে পাঠানো হলেও পাওয়া যায়নি। যদিও বুধবার সকালে স্থানীয় সুতি থানার পুলিশ প্রশাসন এবং বিএসএফের নেতৃত্বে আরো একটি টিম যেতেই মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় নুরুদ্দিন সেখের। মৃত নুরুদ্দিন আলির সঙ্গে তার চাষের কাজে ব্যবহৃত একটি ক্যারেট কলা ও কলার মোচা পাওয়া গেছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা। দেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা দেবীপুর জুড়ে ছড়ায় তীব্র উত্তেজনা। এলাকাবাসীরা ভিড় জমাতে থাকেন দেবীপুর গঙ্গাঘাটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সুতি থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় সুতি থানার পুলিশ।

# চুরি যাওয়া সোনার অলংকার সহ গ্রেফতার দুই

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত পল্লী এলাকায় গত ২৫ জুন ভোর রাত্রে ঘটে দুঃসাহসিক চুরি । রাত ১১.৩০ নাগাদ বাড়ির মেইন গেট তালা দিয়ে ঘুমোতে গিয়েছিলেন বাড়ির মালিক সুনিল কুমার সিং। তিনি একটি বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। তারপরই ঘটে বিপত্তি। আর এই সময়েই বাড়িতে ঢুকে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটিয়ে দিল চোরের দল। জানা গেছে, গত মঙ্গলবারই বিয়ে বাড়ি থেকে এসেছিলেন তারা। সেজন্য সোনার জিনিসপত্র ব্যাগের মধ্যেই ভরা ছিল। রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন সকলেই। সেই সময় চোরের দল বাড়িতে ঢুকে আলমারি থেকে শুরু করে নথিপত্র সবটাই হাতিয়ে তারপর ঘরের ভেতর থেকে সোনার অলংকার এবং নগদ প্রায় ৪০ হাজার টাকার মতো নিয়ে পালায়। সব মিলিয়ে আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকার জিনিস খোয়া যায় বলে অভিযোগ বাড়ির লোকজনেদের। ঘটনার পরপরই তদন্ত শুরু করে এনজেপি থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে আই ও সি সংলগ্ন মোড় থেকে পংকজ বসাক নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। জলপাইগুড়ি আদালত থেকে তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে সে জানায় খালপাড়ার এমডি সুলেমান নামে এক ব্যক্তিকে চুরির সামগ্রী গুলি বিক্রি করেছে। তার বয়ানের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার এমডি সুলেমানের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় ৩৫ গ্রাম চুরি যাওয়া সোনা। তবে নগদ অর্থ উদ্ধার করতে অসমর্থক হয়েছে পুলিশ। বুধবার ধৃত দুজনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

# বোলপুরে বাসের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু, বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৬ আগস্ট ঃ বীরভূম জেলার বোলপুরে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুরের শান্তিনিকেতন রোডে। মৃতের নাম দেবা রায় (বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর)। তাঁর বাড়ি বোলপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের বিচিত্রা সিনেমা হলের পিছনের ঘাটুয়াল পাড়ায়। জানা গেছে, এদিন সকালে দেবা রায় নিজের কর্মস্থলে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়, বিচিত্রা সিনেমা হলের নিচে একটি যাত্রীবোঝাই বাসে ধাক্কা মারে তাঁর সাইকেলে। ধাক্কার পর সাইকেলসহ দেবা বাসের চাকায় আটকে পড়ে যান। বাসের পিছনের চাকায় চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। দুর্ঘটনার পরই বাস চালক ও খালাসি গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বোলপুর থানার পুলিশ, দমকল বাহিনী, বাস মালিক সমিতি ও তৃণমূল বাস ইউনিয়নের সদস্যরা। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। বাস মালিক সমিতির পক্ষ থেকে মৃতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তাঁরা অভিযোগ করেছেন, দিন দিন রাস্তায় বাস চালানো কঠিন হয়ে উঠছে। রাস্তাঘাটে নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে।

# ব্রজপাতে বাঁকুড়ায় মোট মৃতের সংখ্যা ১১

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ আগস্ট ঃ আবারও বজ্রপাতে মৃত্যু। বাঁকুড়ায় বাজ পড়ে ফের জোড়া মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাজ পড়ে মৃত্যু হয় ২ জনের। এই নিয়ে গত ১৫ দিনে বজ্রপাতে বাঁকুড়ায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১। গতকাল সন্ধ্যায় পৃথক পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় বাঁকুড়ার ইন্দাস ও পাত্রসায়ের থানা এলাকায় দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। যার জেরেই বজ্রপাতে গত ১৫ দিনে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ জন। চলতি বছর বর্ষার শুরু থেকেই একের পর এক নিম্নচাপের জেরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে বাঁকুড়া জেলায়। নজিরবিহীনভাবে মাঝেমধ্যেই বজ্রগর্ভ মেঘের কারণে মুহুর্মুহু বজ্রপাতের ঘটনাও ঘটছে। গত ২৪ জুলাই একইদিনে বাঁকুড়ায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ৯ জনের। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গতকাল সন্ধ্যার মুখে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ফের বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়। শুরু হয় বৃষ্টিও। আর সেই বৃষ্টির সময়ই দুটি পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার পলাশি গ্রামে রাজু বাগদী (৫৫) ও পাত্রসায়ের থানার পাটিত গ্রামে জয়ন্ত মন্ডল ( ৬৩) নামে দুজনের মৃত্যু হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দুজনেই মাঠে আমনের চারা রোপণের কাজ করছিলেন। বজ্রপাতে দুজনেই মাঠের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। পুলিস মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য এদিন বুধবার বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

# বিদেশি আপেলেই জমজমাট বাজার!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ি সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন বাজারে দেদার বিকোচ্ছে ভিন দেশী আপেল। পড়শী দেশ ভুটানের আপেলের জয়জয়কার ডুয়ার্সের বাজারে। স্বাদে-দামে মাত করছে ক্রেতাদের। ডুয়ার্সের চালশা, মেটেলি, মালবাজারসহ বিভিন্ন হাটবাজারে এখন ভুটান থেকে আসা এক বিশেষ আপেল ঘিরে দেখা যাচ্ছে চড়া চাহিদা। নিউজিল্যান্ড বা কাশ্মীরের নামজাদা আপেল থাকা সত্ত্বেও, এ বছর নজর কেড়েছে ছোটখাটো গড়নের লাল টুকটুকে ভুটানি আপেল। দেখতে একটু ছোট, কিন্তু স্বাদে একেবারে অনন্য। রসালো ও টকমিষ্টি এই আপেলই এখন বাজারে ক্রেতাদের প্রথম পছন্দ। স্থানীয় বিক্রেতারা বলছেন, এই আপেলের স্বাদই আসল আকর্ষণ। দামও হাতের নাগালে, তাই ক্রেতারা ঝুঁকছেন ভুটানি আপেলের দিকেই। নিয়মিত আপেল কিনতে আসা এক ক্রেতার কথায়, একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম বাড়িতে। সবার এত পছন্দ হয় যে পরের দিনই আবার কিনতে এলাম। কাশ্মীরি আপেলের চেয়ে কম দাম, কিন্তু স্বাদে কোনও তফাত নেই-বরং অনেকে বলছেন, এর স্বাদ আরও ভাল। ডুয়ার্সের ফল বাজারে বরাবরই বিদেশি ফলের কদর থাকলেও, এমন স্বাদ ও দামে ভুটানি আপেল অনেকটা জায়গা করে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, প্রতিদিন বেড়েই চলেছে এই ভুটানি আপেলের চাহিদা। এই আপেল শুধু একটি ফল নয়- এ যেন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাজারের এক সুস্বাদু সংযোগমাধ্যম সম। সীমান্ত পেরিয়ে আসা এই লাল রঙের আপেল এখন ডুয়ার্সবাসীর প্লেটে এনে দিচ্ছে তাজা মিষ্টি স্বাদের আনন্দ!

# দুবরাজপুরে জলের তোড়ে ভেঙে গেল কয়েকটি গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ আগস্ট ঃ জলের তোড়ে ভেঙে গেল কয়েকটি গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা বীরভূমের দুবরাজপুরে। বেশ কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টির জেরে সংযোগকারী রাস্তা ভেঙে, ভেসে চলে গিয়েছে জলের তোড়ে । বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দুটি গ্রাম। যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যার মুখে পড়েছেন কয়েক হাজার বাসিন্দা। ঘটনাটি দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর পঞ্চায়েতের সেরিনা বিবির বাঁধের। যশপুর গ্রাম থেকে হেতমপুর গ্রাম যাওয়ার রাস্তায় সেরিনা বিবির যে বাঁধ রযেছে সেই বাঁধ জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে মূল সড়ক ভেঙে যায়। ফলে কয়েকটি গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। শুধু গ্রামবাসীরা নয়, স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে বহু নিত্যযাত্রী। পাশাপাশি এই বাঁধের জল উপচে পড়ে ২০-২৫ টি ধান মাঠের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান চাষীরা। ফলে চাষীদের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ। ভুক্তভোগী বাসিন্দা শেখ মইন উদ্দিনের দাবি, বৃষ্টি কমলেও জল যন্ত্রণা থেকে এখনও রেহাই মেলেনি । তারই মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা মাঝ বরাবর ভেঙে জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ায় দুর্ভোগ এবং যন্ত্রণা আরও বাড়িয়েছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে ১০-১২ কিলোমিটার ঘুরপথে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল, কলেজ যেতে বলে অভিযোগ। তাছাড়াও কুড়ি পঁচিশটি ধান জমি নষ্ট হয়ে যায়। সরকারের কাছে আবেদন করব দ্রুত এখানে বাঁধ ও রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার জন্য। তিনি আরো জানান এই পরিস্থিতি দেখতে দুবরাজপুর ব্লকের বিডিও এবং যশপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মুন্সি মোজাম্মেল হক ওরফে কাঞ্চন এখানে এসেছিলেন। অন্যদিকে, জলের চাপে লাভপুরে কুঁয়ে নদীর বাঁধের শেষপ্রান্ত ভেঙে গেল। জানা গেছে, বুধবার কুঁয়ে নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর খাঁপুর বিল সংলগ্ন বাঁধের অংশ ভেঙে যায়। নদী থেকে বিল হয়ে জল ঢুকে পড়েছে চাষের ক্ষেতে। জানা যাচ্ছে, জলমগ্ন হয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি।

# মাটিগাড়ায় গড়ে উঠছে নতুন আধুনিক বাস টার্মিনাস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ দিনকে দিন 'যানজট নগরি' নামে পরিচিতি পাচ্ছে শিলিগুড়ি। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত যানবাহন চলাচল-সব মিলিয়ে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছাতে সময় লাগছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এমন জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলায় বড় সিদ্ধান্ত নিল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)। দূরপাল্লার বাসগুলির জন্য এবার মাটিগাড়ার পরিবহন নগরে তৈরি হবে একটি আধুনিক বাস টার্মিনাস। রাজ্য পরিবহন দপ্তর ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে, অর্থ দপ্তর থেকে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২.৫ কোটি টাকা। বুধবার শহরের মেয়র গৌতম দেব-এর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। বৈঠকে যানজট সমস্যা ছিল অগ্রাধিকারে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি জানান, মেয়রের প্রস্তাবেই বাস টার্মিনাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। **নতুন টার্মিনাসের বৈশিষ্ট্যঃ** একসঙ্গে দাঁড়াতে পারবে ৭০টি বাস। থাকবে আধুনিক টিকিট কাউন্টার। তৈরি হবে ফুড ব্লক ও যাত্রী সুবিধা কেন্দ্র। পরিবহন নগরের ট্রাক টার্মিনাসেও আধুনিকীকরণ করা হবে, যার জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সেখানে চালকদের জন্য বিশ্রামাগার ও শৌচালয় নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে শহরের কেন্দ্রস্থলে টোটো থেকে শুরু করে রাজ্য ও ভিনরাজ্যের দূরপাল্লার বাস চলাচলের ফলে, বিশেষ করে জংশন এলাকা ও দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন অঞ্চলে ভয়াবহ যানজট সৃষ্টি হয়। দুই কিমি রাস্তা পার হতে সময় লাগে এক ঘণ্টা পর্যন্ত। তাই নতুন বাস টার্মিনাস তৈরি হলে, শহরের মধ্যে দিয়ে দূরপাল্লার বাস চলাচল কমবে এবং যানজট অনেকটাই কমবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন এসজেডিএ কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়দের মতে, নিজেদের উদ্যোগে চাঁদা তুলে ইট, কিনে রাস্তা মেরামতের কাজ করছেন তারা। কেউ শ্রম দিচ্ছেন, কেউ আবার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থসাহায্য করছেন। ঘটনার ভিডিও ও ছবি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই প্রশাসনের উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করছেন। এখন দেখার, সাধারণ মানুষের এই আত্মনির্ভর উদ্যোগের পর প্রশাসনের ঘুম ভাঙে কি না।

**Office of the PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT**
**UTTAR JHAPORDAH, DOMJUR, HOWRAH**
PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT UNDER DOMJUR PANCHAYAT SAMITY INVITES E TENDER VIDE E-NIT – **PGP/110/2025 DATED 06/08/2025** (3 NOS OF WORKS). BID STARTING DATE **07/08/2025** & SUBMISSION OF LAST DATE **14/08/2025 UPTO 02.00 PM** , BID OPENING DATE **18/08/2025** , FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT **https:// wbtenders.gov.in .**
**Sd/- Pradhan**
**Parbatipur Gram Panchayat**

**NOTICE INVITING E-TENDER**
eTender Reference/ e-NIT No.:- **845/PGP - (4 No), 846/PGP - (2 No), 847/PGP - (2 No), 848/PGP - (2 No), & 849/PGP - (2 No), Dt. 05/08/2025,** of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on **14/08/2025 upto 11.00 AM.** For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**
**Sd/-**
**Pradhan**
**Panchra Gram Panchayat**

**Abridged Notice Inviting e-Tender**
Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 03 nos. various works. For details visit **www.wbtenders.gov.in** Tender ID : **2025_ZPHD_887608_1 to 2025_ZPHD_887608_3**. Last Date and time **16-08-2025, 6:00 P.M.** Ref. **NIT07-2ndCall/25-26.**
**Sd/- Executive Officer,**
**Namkhana Panchayat Samiti,**
**District South 24 Parganas**

**Billagram Gram Panchayet**
আউসগ্রাম-১ নং ব্লক এর অনুগর্ত বিল্বগ্রাম পঞ্চায়েত এর গ্রাম পোঃ বেলাড়ী, জেলা- পূর্ববর্ধমান এর অন্তর্গত বিল্বগ্রাম পঞ্চায়েতে অতিরিক্ত আবার একজন TAX COLLOTOR নিয়োগ করা হইবে।
নিচের নিম্নলিখিত শর্তাবলী থাকা আবশ্যিক-
(১) বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছর এর মধ্যে।
(২) শিক্ষা যোগ্যতা মাধ্যমিক বা তার অধিক উত্তীর্ণ।
(৩) COMPUTER এ DIPLOMA বা 'A' অথবা 'O'LOVEL CERTIFI CETED
(৪) কোন সরকারী অথবা বে- সরকারী সংস্থা নূনতম ৫ বছর আর্থিক সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা।
(৫) কাজটি সম্পূর্ণ চুক্তি ভিত্তিক প্রতি দুই বছর অভিজ্ঞতা RENUAL
(৬) COLLECTION এর উপরে COMMISION হবে।
**Sd/-Prodhan**
**Billagram Gram Panchayet**

**RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LIMITED**
**(formerly known as RDB Realty & Infrastructure Limited)**
**CIN: : L68100WB2006PLC110039**
**Regd. Office :** Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-10, Kolkata-700001,
**Phone :** +91 90384 70761; **Fax:** 033-22420588
**Email id -** csrdbinfra@rdbindia.com, **Website:** www.rdbindia.com

**৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষেপণ**

(টাকা লক্ষে)

| ক্রম নং. | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্তি | | | বছর সমাপ্তি |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩০শে জুন ২০২৫ | ৩১শে মার্চ ২০২৫ | ৩০শে জুন ২০২৪ | ৩১শে মার্চ ২০২৫ |
| | | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত | অনিরীক্ষিত | নিরীক্ষিত |
| ১ | অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট) | ৬,৯২৩.৬৯ | ২,১৮২.৪২ | ৩,০৭৮.৮৬ | ১১,৩৪৭.৭৩ |
| ২. | কর-পূর্ব নিট মুনাফা এবং ব্যতিক্রমী আইটেম | ৩৭০.৬৮ | ১৬৯.০৮ | ১২৬.৬৬ | ৭৫৩.৯৫ |
| ৩. | করের আগে এবং ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে নিট মুনাফা | ৩৭০.৬৮ | ১৬৯.০৮ | ১২৬.৬৬ | ৭৫৩.৯৫ |
| ৪. | কর-পরবর্তী এবং ব্যতিক্রমী পণ্যের পরে নিট মুনাফা | ২৭২.২৫ | ১১৫.৯৮ | ৯৪.৮০ | ৫৫৩.৭০ |
| ৫. | এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী সময়ের মুনাফা এবং কর পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয় অন্তর্ভুক্ত) | ২৭২.২৫ | ১৩০.৫০ | ৯৪.৮০ | ৫৬৮.২২ |
| ৬. | পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১/- টাকা) | ১,৯৮১.৩৪ | ১,৭২৮.৩৪ | ১,৭২৮.৩৪ | ১,৭২৮.৩৪ |
| ৭. | অন্যান্য ইকুইটি | ০ | ০ | ০ | ১২,৭৩১.২২ |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয়ঃ মৌলিকঃ | ০.১৪ | ০.০৭ | ০.০৫ | ০.৩২ |
| | মিশ্রিতঃ | ০.১৪ | ০.০৭ | ০.০৫ | ০.৩২ |

**মন্তব্যঃ**
উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধান এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rdbindia.com) পাওয়া যাবে। কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
স্বা/-
অমিত কুমার গোয়েল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিএফও
ডিআইএনঃ ০৫২৯২৫৮৫
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৬ আগস্ট, ২০২৫

**খট্টিমারী কাঠুলিয়া এস কে ইউ এস লিমিটেড**
**রেজিঃ ৭১, তাং ৩০.০৩.১৯৬১**
**খট্টিমারী কাটুলিয়া, থানাঃ ধূপগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি**
**বিজ্ঞপ্তি**
এতদ্বারা সমিতির সকল সদস্য / সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ইং ০৭.০৯.২০২৫ সময় ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত খাট্টিমারী কাঠুলিয়া এস কে ইউ এস লিমিটেড সমিতির সাধারন সভা হবে। স্থান খট্টিমারী হাই স্কুল, ধূপগুড়ি জলপাইগুড়ি। উক্ত সভায় সমিতির পরিচালন কমিটির নির্বাচন হবে। এই উপলক্ষ্যে সময় সূচি প্রকাশ হয় ইং ০৭।০৮।২০২৫ তারিখ। এই উপলক্ষে মনোনয়ন পত্র বিতরন ও গ্রহন করার তারিখ ও সময় ১১।০৮।২০২৫ থেকে ১২।০৮।২০২৫ দুপুর ১২.০০ থেকে বেলা ৩.০০ পর্যন্ত সমিতির কার্য্যালয়ে হবে।
বিষদ ভাবে জানার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
**Sd/-**
**HDE**
**Kathulia Khattimari S KUS LTD**

**DAINHAT MUNICIPALITY**
For Details of floated e-tender against the Developmentwork under
**E-NIT 10D.M/ENGG/2025-26 Date-06/08/2025**
**E-NIT 11D.M/ENGG/2025-26 Date-06/08/2025**
**E-NIT 12D.M/ENGG/2025-26 Date-06/08/2025**
**E-NIT 13D.M/ENGG/2025-26 Date-06/08/2025**
**E-NIT 14D.M/ENGG/2025-26 Date-06/08/2025**
**E-NIT 06D.M/ENGG/2025-26(3rd call) Date-06/08/2025**
For Details Visit:
**http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in**
Office ph no 7478003845
Sd/- **Chairman,**
**Dainhat Municipality**

**Office of the Chakoltore Gram Panchayat**
**NOTICE INVITING TENDER**
**NO. 01/25-26, Dt. 04/08/25**
Sealed Tender is invited from the experienced and resturtelul bidders for exertion of total 5(Five) different works. Date & Time of dropping tender form **04/08/25 to 12/08/25 up to 1.00 PM.** Date of opening of tender paper on **14/08/25 from 2.00 pm** onwards. For details please visit the office of the undersigned on any working days.
**Sd/- Pradhan**
**Chakoltore Gram Panchayat**

**e-Tender Notice**
The Undersigned hereby inviting Re-e-tender vide ref. no.-**357/JGP/NIT/15THCFC/ 2025-26, 358/JGP/NIT/15TH CFC/2025-26** and **359/JGP/ NIT/15TH CFC/2025-26 Dt. 06.08.2025** from prospective bidders from **06/08/2025, 18.00 IST.** For details visit **www.wbtenders.gov.in.**
**Sd/-**
**Prodhan**
**Jahannagarh G.P.**

**UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY**
**e-Tender No.:**
**UKM/PWD/008(e)/2025-26 (2nd Call) Date: 06-08-2025**
1. Construction of Covered drain at KanthalBaganBazer (North Side) near Gita Sweets to Jn. Of RajendraAvenue in ward No-11. Bid Submission Closing Date- **22/08/2025.**
**e-Tender No.:**
**UKM/PWD/005(e)/2025-26 (3rd Call) Date: 06-08-2025**
4. Inter Connection Between New 20 mm dia HDPE Pipe to Old Existing 20 mm dia Pipe Line at Different wards under UttarparaKotrung Municipality. ZONE- 4 (Ward no. 12 to Ward no. 15). Bid Submission Closing Date- **22/08/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
**Uttarpara-kotrung Municipality**

**Short Notice Inviting Tender**
SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIT No-WBIW/EE/MEMD/SNIT-07/ 2025-26** for Engagement of labour at Tilpara Barrage, Siuri, Birbhum. Last date of application **11/08/2025 up to 14:00 Hrs. & Dropping 12/08/2025 up to 15:00 Hrs**. Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in**.
**Sd/- Executive Engineer**
**Mayurakshi E & M Division. Birbhum-731101**
**Ph:03462-255057**

**Office of the**
**Ramsagar Gram Panchayat**
**Ramsagar, Onda, Bankura**
**e-mail ID – wbregs.ramsagar@gmail.com**
**Notice Inviting e-Tender No (2nd Call) –**
**NIeT No. 08/2025-26 (2025_ZPHD_887603)**
**NIeT No. 09/2025-26 (2025_ZPHD_887555)**
Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total 4 (four) nos work. Last date of documents downloads and bid submission is **12th August, 2025 at 18:00 hrs.** For details, please visit website **https:// wbtenders.gov.in.**
**Sd/-**
**Pradhan**
**Ramsagar Gram Panchayat**

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213.
Memo. No. 1895/BDO/JLD-II Dated: 06/08/2025
**Notice**
Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.-3(e)/BDO/JLD-11/2025-26 dt.06.08.2025**, for 6 nos. scheme (**Tender ID 2025_DM_888024_1 to 2025_DM_888024_6**) within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is **22.08.2025 up to 6-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**
**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Jhalda II Development Block**

**Office of the Executive Officer**
**Singur Panchayat Samity**
**Singur, Hooghly**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
Notice inviting e-Tender for 10 nos of works, **e-NIT No. 14/2025-26** bearing **Memo no-635/EO/Singur, Dated-06/08/2025 respectively** of the Office of the Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly, mentioned in the portal **www.wbtenders.gov.in**. For more details related to this e-NIT please login website : - **www.wbtenders.gov.in**(**Closing date:-14/08/2025 at 5:55 PM**).
**Sd/- Executive Officer**
**Singur Panchayat Samity**

**J R D FINANCE LIMITED**
**Reg.Off. :** 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, 5th Floor, Room No. 5G, Kolkata - 700 072Tel: +91 33 4006 6062;
**Email Id:** fin.jrd@gmail.com; **Website:** www.jrdfinance.com
**CIN: L65999WB1993PLC058107**
Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, 30th August, 2025 at 11:00 a.m. at 1/1A, Biplabi Anukul Chandra Street, 5th Floor, Room No. 5G, Kolkata - 700 072.
Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 25th August, 2025 to 30th August, 2025(both days inclusive).
**For J R D Finance Ltd.**
**Sd/-**
**Pritha Sinha Pandey**
**(Company Secretary& Compliance officer)**
Place: Kolkata
Date: 05.08.2025

**টোঙ্গানি টি কোম্পানি লিমিটেড**
CIN - L01132WB1893PLC000742
রেজি. অফিস ঃ ১৫ বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ২২৪৮ ৭৬৮৫, ২২১০- ০৫৪০, ফ্যাক্স ঃ ৯১- ৩৩-২২১০- ০৫৪১
ইমেলঃ info@tonganitea.com, ওয়েবসাইট ঃ www.tonganitea.com,

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং তিন মাসের জন্য স্বতন্ত্র অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার (লক্ষ টাকা)

| ক্রম নং | বিবরণ | ৩ মাস শেষে ৩০.০৬.২৫ অনিরীক্ষিত | বছর থেকে আজ পর্যন্ত পরিসংখ্যান ৩০.০৬.২৫ অনিরীক্ষিত | সমতুল্য ৩ মাস শেষ পূর্ব বর্ষে ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত |
|---|---|---|---|---|
| ১. | মোট কারবার থেকে আয় | ১৬২.২৪ | ১৬২.২৪ | ১৯২.৯২ |
| ২. | নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অসাধারণ আইটেম) | (৩.০২) | ৩.০২ | ২.৯৪ |
| ৩. | নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম) | (৩.০২) | ৩.০২ | ২.৯৪ |
| ৪. | নিট লাভ / (ক্ষতি) (ট্যাক্স পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং অথবা অসাধারণ আইটেম) | (৩.০২) | ৩.০২ | ২.৯৪ |
| ৫. | সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় সময়কাল [লাভ সমন্বিত / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে) ] | (৩.০২) | ৩.০২ | ২.৯৪ |
| ৬. | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য ১০ /- টাকা প্রতি) | ১৮.৫৮ | ১৮.৫৮ | ১৮.৫৮ |
| ৭. | অন্যান্য মূলধন ( Ind AS অনুযায়ী ) | ১২৪৭.০৯ তারিখ ৩১.৩.২৫ | ১২৪৭.০৯ তারিখ ৩১.৩.২৫ | ১১৯১.৫১ তারিখ ৩১.৩.২৪ |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় (১০ /- প্রতিটি) ক) মূল | ১.৬৩ | ১.৬৩ | ১.৫৮ |
| | খ) মিশ্র | ১.৬৩ | ১.৬৩ | ১.৫৮ |

বিঃদ্রঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টকে উপলব্ধ এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটঃ www.cse-india.com। এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে http:// tonganitea.com/ pdf/safr_june_2025.pdf।
খ) খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের সীমিত পর্যালোচনাটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে।

তারিখঃ ৬ আগস্ট, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা
স্বা / - মনোজ কুমার দাগা
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

# ইংল্যান্ড সফর শেষে এই টুর্নামেন্টকে পাখির চোখ করছে গম্ভীরের ছাত্ররা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইংল্যান্ডের মাটিতে রোমাঞ্চ এক টেস্ট সিরিজ শেষ করে দেশে ফিরেছে শুভমন গিলরা। পাঁচ ম্যাচের ঐতিহাসিক সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র করে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে ভারতীয় দল। শেষে ওভাল টেস্টে

মাত্র ৬ রানে জয় পেয়ে সিরিজ সমতা ফেরায় গৌতম গম্ভীরের ছাত্ররা। সেই জয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই সামনে আসছে এশিয়া কাপ ২০২৫। এবারের এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। রাজনৈতিক কারণে আয়োজক দেশ ভারত হলেও টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। এবার এশিয়া কাপ হবে টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে। এক্ষেত্রে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬ আগে ভারতীয় দলের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতির মঞ্চ। ভারতের এশিয়া কাপ যাত্রা শুরু হবে ১০ সেপ্টেম্বর, যেখানে তারা মুখোমুখি হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে। এরপর ১৪ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ভারত খেলবে বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচ পাকিস্তানের বিপক্ষে। এই ম্যাচটি হবে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এরপর ভারত তাদের শেষ গ্রুপ ম্যাচ খেলবে ১৯ সেপ্টেম্বর, প্রতিপক্ষ ওমান। এই ম্যাচটিও অনুষ্ঠিত হবে আবুধাবিতে। গ্রুপ পর্বের প্রতিটি ম্যাচই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখান থেকে শীর্ষ দুই দলই সুপার ফোরে জায়গা করে নেবে। এই টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তান একই গ্রুপে থাকায় প্রথম লিগ ম্যাচে তাদের দেখা হবে, তবে সুপার ফোরে আবারও মুখোমুখি হতে পারে দুই দল। যদি উভয় দল ফাইনালেও পৌঁছে যায়, তবে টুর্নামেন্টে তিনবার দেখা যেতে পারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশের লড়াই। এশিয়া কাপ ২০২৫ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৮ সেপ্টেম্বর। ইংল্যান্ড সফরের পর একাধিক সিনিয়র খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর। সেই জায়গায় দলে দেখা যেতে পারে কিছু নতুন এবং আগ্রাসী ব্যাটসম্যানদের। সূর্যকুমার যাদব, অভিষেক শর্মা, হর্ষল প্যাটেল, রাহুল তেওটিয়ার মতো খেলোয়াড়রা ভারতীয় দলের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে ফিরে আসতে পারেন। ফলত এশিয়া কাপের এই আসর শুধু প্রস্তুতির মঞ্চই নয়, একইসঙ্গে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দলে সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে বের করার এক বড় সুযোগ। ভারতীয় সমর্থকদের আশা, এই টুর্নামেন্টে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ফাইনালে পৌঁছে গতবারের ট্রফি হাতে তুলবে টিম ইন্ডিয়া।

# ইংল্যান্ড সফরে গিলের দাপটে মাথায় হাত রো-কো জুটির!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এখন থেকেই পরিকল্পনা শুরু করতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আর এই পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে সরাসরি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা। বোর্ডের একাংশ মনে করছে, দীর্ঘ মেয়াদে দল গঠনের জন্য এখন থেকেই তরুণ ক্রিকেটারদের উপর ভরসা রাখা প্রয়োজন। সেই জায়গায় সম্ভবত শুভমন গিলকে আগামী দিনের অধিনায়ক হিসেবে ভাবা হচ্ছে। সূত্র অনুযায়ী, ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের পর রোহিত ও কোহলির সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন বিসিসিআই কর্তারা। জানা যাচ্ছে, তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেতে চান বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। শুধু টেকনিক্যাল কমিটি নয়, বোর্ড সভাপতি ও সচিবের উপস্থিতিতে হতে পারে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। রোহিত ও কোহলি ইতিমধ্যেই টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট থেকে বিদায় নিয়েছেন। এবছরই তাঁরা

ঘোষণা করেছিলেন, আর লাল বলের ক্রিকেটে দেখা যাবে না তাঁদের। এর আগে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর দু'জনেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর সকলেই ভেবেছিলেন রোকো জুটি অবসর নেবেন একদিনের ক্রিকেট থেকে। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নেননি তাঁরা। তবে এক দিনের ক্রিকেটে তাঁদের ভবিষ্যৎ এখনও অজানা। বোর্ডের এক কর্তার কথায়, রোহিত এবং কোহলির অবদান ভারতীয় ক্রিকেটে অপরিসীম। তবে বয়সের কথা মাথায় রেখে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। ২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিতের বয়স হবে ৪০, কোহলির ৩৮। আমরা চাইছি, এখন থেকেই দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতি শুরু করতে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে আলোচিত নাম শুভমন গিল। তরুণ এই ওপেনার ইতিমধ্যেই নিজেকে সাদা বলের ক্রিকেটে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটার হিসেবে প্রমাণ করেছেন। নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে রয়েছে আত্মবিশ্বাস ও স্থিরতা। ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএলে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তাই তাঁকে ভবিষ্যতের অধিনায়ক হিসেবে ভাবছে বিসিসিআই। বর্তমানে রোহিতই ভারতের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। তবে বোর্ড সূত্রে খবর, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অক্টোবরে যে এক দিনের সিরিজ রয়েছে, সেখান থেকেই ধীরে ধীরে নেতৃত্বের ভার শুভমনের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশ্বকাপের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতেই এমন সিদ্ধান্ত। কার্যত সব মিলিয়ে ২০২৭ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির সূচনা হতে চলেছে এখন থেকেই। যেখানে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের সমন্বয়ে গড়া এক শক্তিশালী দল তৈরির লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সামনের দিনগুলোয় সেই পরিকল্পনার রূপরেখা আরও স্পষ্ট হবে।

# তরুণ ফুটবলারদের 'গোকুল ভবন' ফ্রাঙ্কফুর্ট, আলোড়ন-তোলা ট্রান্সফারের আড়ালে এক জার্মান জিনিয়াস

**ফ্রাঙ্কফুর্ট, ৬ আগস্টঃ** অ্যাকাডেমিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দাও। তৈরি করো ফুটবলার। কেউ মিডফিল্ডার, কেউ স্ট্রাইকার। তারপর কাউকে ৬০, কাউকে ৭০, কাউকে ৮০ মিলিয়ন ইউরোয় ইউরোপের সেরা ক্লাবগুলোয় বিক্রি করে দাও। বিনিয়োগ কার্যত শূন্য। মুনাফা ভাঁড়ার ভরাট করবে থরে-বিথরে! এই লক্ষ্য নিয়ে খেলোয়াড় বেচাকেনার বাজারে নেমে দু'হাতে লাভের লক্ষ্মী ঘরে এনেছে বুন্দেশলিগার ক্লাব আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট। মাঠে প্রতিপক্ষকে চমকে দেওয়ার পাশাপাশি ট্রান্সফার মার্কেটেও এই জার্মান টিমের নাম এখন আলোচনার কেন্দ্রে। হুগো একিতিকে, র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানি, ওমর মারমুশ, সেবাস্তিয়ান হ্যালার, লুকা ইয়োভিচ-এমন একের পর এক ফরোয়ার্ডকে গড়েপিটে ইউরোপের বড় ক্লাবগুলোর হাতে তুলে দিয়েছে ফ্রাঙ্কফুর্ট। ছয় বছরে কেবল স্ট্রাইকার বিক্রি করেই ৩০০ মিলিয়ন ইউরোরও বেশি আয়। আর এহেন অসাধারণ সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর মার্কাস ক্রশে। ফুটবল দুনিয়ায় যিনি এই মুহূর্তে 'ট্রান্সফার মার্কেট জিনিয়াস' হিসেবে সুখ্যাতি কুড়োচ্ছেন! ২০১৭ সালে কোচিংয়ের ছোট্ট অভিজ্ঞতা শেষে ক্রশে স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। প্রথম গন্তব্য এসসি পাডারবর্ন। আর সেখানে যোগ দেওয়ামাত্র চমক! থার্ড ডিভিশন থেকে সরাসরি বুন্দেশলিগায় ওঠে ছোট্ট এই দল। পর্দার আড়ালে থেকে আসল জাদু দেখান ক্রশে। ফুটবল দুনিয়ায় তবে থেকেই সমীহ আদায় শুরু। পরের গন্তব্য আরবি লাইপজিগ। সাল ২০১৯। ছকভাঙা আগ্রাসী ফুটবলের জন্য স্পটলাইটে কোচ জুলিয়ান নাগেলসমান। কিন্তু জার্মান ক্লাবে খুব অল্প সময়ে যে-স্কোয়াড গড়ে উঠেছিল, তার আড়ালে ছিলেন ক্রশে। তাঁর দাক্ষিণ্যে ও পরামর্শে লাইপজিগ শুধু ভালো খেলোয়াড়দের সামনে আনেনি, কয়েক মরশুম ধরে তাদের বড় অঙ্কে বিক্রিও করেছে। দায়ো উপামেকানো, মার্সেল সাবিসারের মতো তারকাদের বায়ার্ন মিউনিখে বিক্রি করে লাভের অঙ্ক আকাশ ছোঁয়। যদিও নাগেলসমানের বিদায়ে সেই প্রকল্প কিছুটা হলেও থমকে যায়। দু'বছর বাদে, ২০২১-এ ক্রশে যোগ দেন আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টে। এখানেই আসল রমরমা শুরু। জার্মানির ঘরোয়া লিগে ফি-বছর মাঝামাঝি জায়গায় থাকা ক্লাবটিকে তিনি ট্রান্সফারের লাভজনক যন্ত্রে পরিণত করেছেন। তরুণ প্রতিভা খুঁজে এনে কম দামে কিনে, যত্ন নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে, কয়েক সিজন বাদে ইউরোপের বড় ক্লাবগুলোর হাতে চড়া দামে তুলে দেওয়া-ক্রশের কৌশল ঠিক যেন দাবার ছক।

## উত্তরাখণ্ড বিপর্যয়ে পাশে থাকার বার্তা ঋষভ পন্থের

**লন্ডন, ৬ আগস্টঃ** মঙ্গলবার মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে উত্তরাখণ্ডে। গঙ্গোত্রীর কাছে ধারালিতে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে মারা গিয়েছেন চার জন, আহত কমপক্ষে ৫০। নিখোঁজ রয়েছেন অসংখ্য মানুষ। ভেঙে পড়েছে বহু ঘর-বাড়ি। সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন অগণিত মানুষ। এই ভয়াবহ ঘটনা নড়িয়ে দিয়েছেন ভারতীয় টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থকে।

তিনি শোকার্তদের পাশে দাঁড়িয়ে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। দিল্লির হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেললেও ঋষভ আদতে উত্তরাখণ্ডের রুরকির বাসিন্দা। তাই নিজের রাজ্যের বিপর্যয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। ঘটনার পর ভারতীয় দলের এই তারকা ক্রিকেটার সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, তিনি গভীরভাবে শোকাহত এবং তিনি আশা করছেন, সকলেই সুরক্ষিত এবং শক্তিশালী থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে চলমান প্রচেষ্টায় সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রের থেকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

# ইংল্যান্ডে 'ব্যাট-ক্যাপ' হাতে সফল হতেই বড় উপহার পাচ্ছে গিল! সঙ্গে যশস্বী?

**মুম্বই, ৬ আগস্টঃ** ইংল্যান্ড সফর শেষে 'নতুন ভারত' এখন আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ড্র করেই ফিরেছে ভারতীয় দল। এই সিরিজে ব্যাট হাতে নজর কেড়েছেন দুই তরুণ ক্রিকেটার শুভমন গিল ও যশস্বী জয়সওয়াল। দুই ওপেনারের দুরন্ত ছন্দে মুগ্ধ ক্রিকেটবিশ্ব। সামনে এশিয়া কাপ। আর সেই টুর্নামেন্টে সম্ভবত বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন এই দুই প্রতিভাবান ব্যাটার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই ঘোষণা হতে চলেছে এশিয়া কাপের দল। এই স্কোয়াডে থাকবেন শুভমান ও যশস্বী, এমন সম্ভাবনাই প্রবল। যদিও দুজনেই গত কয়েক মাসে খুব বেশি টি-টোয়েন্টি খেলেননি। শেষবার তাঁরা নামেন ২০২৪ সালের ৩০ জুলাইয়ের একটি ম্যাচে। তা সত্ত্বেও, ইংল্যান্ড সফরে তাঁদের ধারাবাহিক ফর্ম নির্বাচকদের ভাবনায় ফেলেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্বকাপের প্রস্তুতি মাথায় রেখেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নেওয়া হতে পারে এই সিদ্ধান্ত। পাঁচ টেস্টের সিরিজে অধিনায়ক গিল করেন ৭৫৪ রান, যার মধ্যে ছিল তিনটি সেঞ্চুরি এবং একটি ডাবল সেঞ্চুরি। নেতৃত্বের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও তিনি ছিলেন দুর্দান্ত। অন্যদিকে যশস্বী জয়সওয়াল করেন ৪১১ রান, দুটি সেঞ্চুরি ও দুটি হাফ সেঞ্চুরিতে।

সীমিত সুযোগেও নজর কেড়েছেন সাই সুদর্শন। এই পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই এশিয়া কাপের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে তিন তরুণের জায়গা প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। একজন বোর্ড কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ''এখন পাঁচ সপ্তাহের বিরতি রয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখেই ভবিষ্যতের দিকটা ভাবতে হবে। গিল, যশস্বী ও সুদর্শনের মতো ক্রিকেটারদের জন্য এটাই সেরা সময়।'' ২০২৪-২৫ মরসুমে আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে দারুণ খেলেছিলেন শুভমন গিল। ১৫ ম্যাচে ৬৫০ রান করে তিনি ছিলেন দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার। গুজরাটের হয়ে সাই সুদর্শনও ওপেনিংয়ে ঝড় তুলেছিলেন নিয়মিত। যশস্বীর দল রাজস্থানের পারফরম্যান্স তেমন ভাল না হলেও, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ছিলেন ছন্দে। তবে, একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতিতে দল নির্বাচন সহজ হচ্ছে না। সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মার ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাঁদের বাদ দেওয়া কঠিন করে তুলছে। বোর্ডের সূত্রের দাবি, ১৭ জনের দল বেছে নিতে হবে। গিল-যশস্বীকে রাখতে গেলে কাউকে বাদ দিতেই হবে। তাই খুব সাবধানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে নির্বাচকদের। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই এশিয়া কাপ আসলে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির প্ল্যাটফর্ম। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই তরুণদের উপর আস্থা রাখতে চাইছে ভারতীয় বোর্ড। ফলে গিল-যশস্বী-সুদর্শনদের জন্য এই টুর্নামেন্ট হতে চলেছে বড় মঞ্চ। সেখানে তাঁরা নিজেদের প্রমাণ করতে পারলে আগামী বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করে ফেলতে পারবেন বলেই মত ক্রিকেট মহলের।

## হারানো স্থান ফিরে পেলেন যশস্বী, প্রথম দশ থেকে ছিটকে গেলেন গিল, সিরাজ উঠলেন ১২ ধাপ

**দুবাই, ৬ আগস্টঃ** ওভাল টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ঝলমলে শতক হাঁকিয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁর ১১৪ রান ভারতের ইনিংসের ভিত গড়ে দিয়েছিল। হাঁকিয়েছিলেন ১৪টি চার ও দু'টি ছক্কা। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত করে ৩৭৩ রান। শেষ পর্যন্ত ওভাল টেস্ট টিম ইন্ডিয়া জেতে ৫ রানে। ওভালে শতরান করার পুরস্কার এবার পেলেন যশস্বী। আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ফের উঠে এলেন শীর্ষ পাঁচে। ৭৯২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিন ধাপ উঠে এখন তিনি রয়েছেন পঞ্চম স্থানে। এর আগে লর্ডস ও ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে হতাশজনক পারফরম্যান্স করার পর তিন ধাপ নেমে তিনি চলে গিয়েছিলেন তালিকার অষ্টম স্থানে। ওভালের সেঞ্চুরির পর যশস্বী ফিরে পেলেন নিজের হারানো স্থান। সদ্য সমাপ্ত ইংল্যান্ড সিরিজের পাচটি টেস্টের দশ ইনিংসে এই ভারতীয় ওপেনার সংগ্রহ করেছেন ৪১১ রান, গড় ৪১.১০। ইংল্যান্ড সফরে তিনি হাঁকিয়েছেন দু'টি করে শতক ও অর্ধশতক। তবে যশস্বীর র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হলেও তালিকায় নেমে গিয়েছেন ভারতের লাল বলের বর্তমান অধিনায়ক শুভমান গিল। চার ধাপ নেমে তিনি চলে গিয়েছেন প্রথম দশের বাইরে। ৭২৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে গিল এখন ১৩তম স্থানে। ইংল্যান্ড-ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করেছেন শুভমান। পাঁচ টেস্টের দশ ইনিংসে ৭৫.৪ গড়ে করেছেন ৭৫৪ রান। গিলের নামের পাশে রয়েছে পাঁচটি শতকও। তবে ওভালের দুই ইনিংসেই তিনি রান পাননি। প্রথম ইনিংসে ২১ করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ১১ রান। আর এর জেরেই তিনি নেমে গিয়েছেন ১৩তম স্থানে। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সময় পায়ে মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন টিম-ইন্ডিয়ার সহ-অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। পরে ভাঙা পা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে অর্ধশতকও পূর্ণ করেন। তবে, সিরিজের শেষ টেস্টে তিনি নামতে পারেননি। এর ফলে তিনিও র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ নেমে গিয়েছেন। ৭৬৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এখন ভারতের এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার রয়েছেন অষ্টম স্থানে। এদিকে ওভালে সিরিজের শেষ টেস্টে দুরন্ত পারফরম্যানসের পর বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২ ধাপ উঠেছেন মহম্মদ সিরাজ। এখন তিনি রয়েছেন তালিকার ১৫তম স্থানে।

# ভারত সফরে মেসি 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে কাটবে কয়েক দশকের জমাট আঁধার?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারত সফরে আসছেন লিওনেল মেসি। বছরশেষে কলকাতায় পা রাখবেন। সেখান থেকে আমদাবাদ, মুম্বই ঘুরে অন্তিম গন্তব্য দিল্লি। আয়োজিত হবে গ্র্যান্ড কার্নিভাল, বসবে ঝাঁ-চকচকে অনুষ্ঠান। সেই সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ। এমনকী ছোট ছেলেমেয়েদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণও দেবেন আর্জেন্তিনীয় মহাতারকা। এই প্রস্তাব ও খবরের অনুপুঙ্খ বিবরণ দেহে শিহরণ জাগায়, মনে পুলক ধরায়। খবরে চাউর-কোথাও বসবে ৭০ ফুট মেসি-মূর্তি-দুনিয়ায় সম্ভবত প্রথম, নিশ্চিতভাবে বৃহত্তম। তারকারা ভিড় জমাবেন। সেলফি উঠবে। প্রধানমন্ত্রীও নাকি আলোচনায় অংশ নেবেন (বিষয়বস্তু অজানা!)। কলকাতা থেকে মুম্বই, দিল্লি থেকে আহমেদাবাদ-রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যানার উঠবে, ইনস্টাগ্রামে রিলের বন্যা বইবে, টিভি চ্যানেলগুলো দিনরাত কাউন্টডাউন চালাবে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হয়তো এবারও অনালোচিত রয়ে যাবে। এই সফরে, এত বর্ণাঢ্য আয়োজনে কি ভারতীয় ফুটবলের বাস্তব ছবি সামান্য হলেও বদলাবে? নাকি কয়েকদিনের উচ্ছ্বাসশেষে আবারও সেই আগের তিমিরে সরে যেতে হবে? বোধনের উন্মাদনাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রাস করবে বিসর্জনের অবসাদ? যে দেশে ঘরোয়া টুর্নামেন্টে স্টেডিয়াম ফাঁকা, অধিকাংশ ক্লাব নিয়ত অনিশ্চয়তায় ভোগে আর জাতীয় দল আন্তর্জাতিক মঞ্চে নামমাত্র অস্তিত্ব নিয়ে শিবরাত্রির সলতের মতো জ্বলতে থাকে-সেখানে এই ঝটিকা সফর কি আদৌ পুরনো জঞ্জাল সাফ করতে পারে?

**● লিগের অস্থিরতাঃ ফুটবলের নড়বড়ে ভিত**

ভারতীয় ফুটবল আজ এক অভূতপূর্ব অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। একদিকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ-যা একসময় দেশের ফুটবলের 'মুখ' ছিল-এই মুহূর্তে কার্যত স্থগিত। ফেডারেশন আর বেসরকারি অংশীদারদের চুক্তি নবায়ন না হওয়ায় সিজন শুরু করা যায়নি। ক্লাবগুলোতে বেতন বন্ধ, বিদেশি খেলোয়াড়রা চুক্তি নবীকরণ না করেই দেশ ছাড়ছেন। আইএসএলকে ঘিরে একসময় যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল-আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো, স্পনসরশিপ, দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি, বিদেশি খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা-সবই এখন এক দমকে চুপ! এই অভাব, এই ফাঁকটা পূরণ করার মতো শক্তি আইলিগের নেই। যা একসময় ভারতীয় ফুটবলের প্রধান প্রতিযোগিতা ছিল, এখন তা দ্বিতীয় স্তরে গড়াগড়ি খায়। গড় দর্শকসংখ্যা দু-তিন হাজারের বেশি নয়। বেশিরভাগ ম্যাচের সম্প্রচার টিভি বা অনলাইনে, আয়োজন দর্শকহীন গ্যালারিতে। ক্লাবগুলোও অর্থকষ্টে হাঁসফাঁস করছে। যেখানে ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকায় লিগ মানেই জাতীয় দলের প্রাণশক্তি, সেখানে ভারতে লিগ কাঠামোর পালেস্তারা ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে। লিগ আয়োজন বন্ধ, ক্লাবের অস্তিত্ব অনিশ্চিত-এই বাস্তবতায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে ওঠার স্বপ্ন অধরা থাকবে, এটাই তো বাস্তব!

**● কাঠামোগত সমস্যাঃ প্রতিভা কানাগলিতে পথ হারায়**

ফুটবল শুধুই সমর্থকদের উচ্ছ্বাস নয়, এটি এক দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের খেলা। খেলোয়াড় তৈরি হয় মাঠের রোদে-জলে-ঘামে, ড্রেসিংরুমের পরিকল্পনায়, তুখোড় প্রশিক্ষণে। ভারতে সেই কাঠামোই পঙ্গু, দুর্বল। একদিকে ইউরোপে সাত-আট বছর বয়স থেকে অ্যাকাডেমিতে প্রতিভা তুলে আনা হয়। এ দেশে এমন উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার কাঠামোই নেই। কিছু কর্পোরেট একাডেমি বা রাজ্যভিত্তিক উদ্যোগ থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। আজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ছাপিয়ে ইউরোপে দাপট

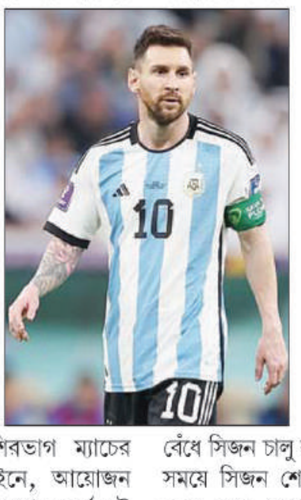

দেখাচ্ছেন কোল পালমার, লামিন ইয়ামালরা। তাঁরা প্রত্যেকে কেউ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, কেউ বার্সেলোনার অ্যাকাডেমি গ্রাজুয়েট। পাশপাশি চোখ রাঙাচ্ছে প্রশিক্ষণ অদক্ষতা। এআইএফএফের ডেটা অনুযায়ী, দেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোচের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় নগণ্য। বেশিরভাগ স্কুল বা স্থানীয় ক্লাবে প্রশিক্ষণ অপ্রাতিষ্ঠানিক। শুধু তাই নয়। ক্যালেন্ডার বেঁধে সিজন চালু করা, চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সময়ে সিজন শেষের উদ্যোগ কটা জায়গায় হয়? স্রেফ গোয়া, কেরালা বা কলকাতায় এখনও টিমটিম করে স্থানীয় লিগ চলছে। অন্যত্র, অধিকাংশ শহরে মোটামুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ম্যাচের জন্য নির্দিষ্ট স্টেডিয়ামই নেই! ফলে যেসব প্রতিভা হঠাৎ জ্বলে ওঠে, আশা জাগায়, তাদের অনেকেই বিকশিত হতে না পেরে অন্ধকারে পথ হারায়। ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা ছাড়া 'আন্তর্জাতিক' তকমা হাসিল করাটা মূর্খ বিলাসিতা!

**● ফেডারেশনের দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবতা**

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বরাবর প্রশাসনিক ব্যস্ততায় জড়ানো একটি নিস্ফলা প্রতিষ্ঠান। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি, আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ আয়োজন-এসবের বদলে সংস্থার কেষ্টুবিষ্টুদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, চুক্তি এবং আইন-আদালতের জটিলতা। কখনও লিগ চুক্তি নিয়ে টানাপড়েন, কখনও নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক। জাতীয় দলের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা গঠনমূলক রোডম্যাপ প্রায় উধাও। ফেডারেশন কাগজে কলমে 'ভিশন ডকুমেন্ট' প্রকাশ করে। কিন্তু খেলোয়াড়রা মাঠে নামতে নামতেই তা গতি হারায়।

**● ইতিহাসের শিক্ষাঃ উচ্ছ্বাস ক্ষণস্থায়ী**

২০০৮ সালে কলকাতা এসেছিলেন দিয়েগো মারাদোনা। সল্টলেক স্টেডিয়ামে ভিড়, রাস্তায় হইচই, ব্যানার-পোস্টারে রাস্তাঘাট ছয়লাপ। সেই সফরের প্রভাব নিয়ে বিপুল চর্চা হলেও তা ভারতীয় ফুটবলের কাঠামোয় কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি। এর ঠিক ন'বছর বাদে, ২০১৭ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ আয়োজন করে ভারত। বিশ্বমানের স্টেডিয়াম তৈরি হলো, ফিফাও প্রশংসা করল। কিন্তু টুর্নামেন্ট শেষে ন যযৌ ন তস্থৌ! ঘরোয়া ফুটবল ফিরে আসে চেনা চেহারায়, পরিচিত মেজাজে... ফাঁকা গ্যালারি, বুড়ি ছোঁয়ার মতো সম্প্রচার, ফুটবলারদের অনিয়মিত বেতন! মেসির সফরও অনেকটা সেই ধারাই বজায় রাখতে চলেছে, যদি না আমরা গোছানো, বাস্তব প্রস্তুতি নিই। এলএমটেন একটি ব্র্যান্ড। শক্তিশালী, নিঃসন্দেহে। তাঁর প্রতীকী আবেদনও অমোঘ, দুর্দমনীয়। মেসির মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের মাটিতে পা রাখলে তা মনোবল জোগাবে। ফুটবলের জনপ্রিয়তা সাময়িকভাবে বাড়বে। কিছু বাচ্চা হয়তো প্রথমবারের মতো বল হাতে মাঠে নামবে। কিন্তু এসবই সাময়িক হবে না তো? কয়েকদিনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠে মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? উঠতি ফুটবলাররা অনুপ্রাণিত হবে। কিন্তু কর্মকর্তাদের বিবেক? দায়বদ্ধতা? পেশাদারিত্ব? সেটা কতটুকু বদলাবে? আদৌ বদলাবে তো? 'অনুপ্রেরণা' আর 'উন্নয়ন' সমার্থক নয়। ঘরপোড়া বঙ্গবাসীদের চাইতে এই বাস্তব সত্য ভালভাবে কারাই বা জানে?

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com